বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক
নীতি বিবৃতি
২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪

সরকারি অর্থ ও বাজেট

ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর

১১ ধারা অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ০৩ জুন ২০২১)

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটঃ www.mof.gov.bd

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা	আবদুর রউফ তালুকদার, অর্থসচিব
সম্পাদকমন্ডলীঃ	মোঃ এখলাছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব
	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দঃ	দিলরুবা শাহীনা, যুগ্ম-সচিব
	আবু দাইয়ান মোহম্মদ আহসানউল্লাহ্‌, উপসচিব
	আনারুল কবির, উপসচিব
	মানোয়ার হোসেন মোল্লা, উপসচিব
	জয়নাল আবদিন, উপসচিব
	মোহাম্মদ মাহাবুব আলম, উপসচিব
	ড. মোঃ মতিউর রহমান, উপসচিব
	মোঃ ফিরোজ হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোনঃ (+৮৮-০২) ৯৫১১১৬০, ই-মেইলঃ mew@finance.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.finance.gov.bd

প্রচ্ছদ ডিজাইন: Redhot Communications

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর বর্তমানে বাংলাদেশ এক বর্ণিল সময় অতিক্রম করছে। জাতি আজ তিনটি গৌরবময় ঘটনা যুগপৎ উদযাপন করছে। প্রথমত, আমরা স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। দ্বিতীয়ত, আমরা গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। তৃতীয়ত, জাতিসংঘের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে, ২০১৮ ও ২০২১ পরপর দুইবার, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণের সকল মানদণ্ড পূরণ করেছি। এর ফলে ২০২৬ সাল থেকে আমরা কার্যকরভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণপূর্বক উন্নয়নশীল দেশ হতে চলেছি। এই তিনটি গৌরবময় ঘটনা এক বিন্দুতে একত্রিত হওয়া জাতির জন্য এক অপরিসীম আনন্দ ও অভূতপূর্ব গৌরবের বিষয়। তথাপি, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রভাব এবং এ থেকে উদ্ভুত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মন্দা এ উদযাপনকে কিছুটা সীমিত করেছে।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশ ঈর্ষণীয় গতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করছে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭ শতাংশেরও বেশি ছিল এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। এছাড়াও, আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশল দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস এবং অগুণিত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে। অবশ্য ২০২০ সালের প্রারম্ভে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী মহামারি আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে কিছুটা মন্থর করে তুলেছে। যদিও বাংলাদেশ আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ভাল করছে, তারপরও মহামারির কারণে উন্নয়নের এই গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে যাওয়া সরকারের জন্য উদ্বেগের বিষয় এবং এ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই পটভূমিতে আমরা **মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪** প্রকাশ করেছি, যা **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯** এর ১১ ধারা অনুসরণে মহান জাতীয় সংসদে পেশ করা হল। এবছরের নীতি বিবৃতির মূল বিষয় হল ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সম্প্রসারণমূলক আর্থিক

কৌশল প্রণয়ন। এ কৌশলে চারটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও ব্যবসার জন্য রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রবর্তন, দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি। এসব কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি ঋণকে টেকসই সীমার মধ্যে রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের পথে ফিরিয়ে আনা। কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় ১,২৮,৪৪১ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রমের পূর্ণ বাস্তবায়নকে মধ্যমেয়াদে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই নীতি বিবৃতির আরেকটি মূল অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হল স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে মহামারির চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠা। কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রস্তুত করা এবং সকলকে বিনামূল্যে টিকাদানের মাধ্যমে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ অর্জন - এই দুইটি কৌশলের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল মধ্যমেয়াদে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর পাশাপাশি, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি হিসাবে চিহ্নিত মেগা প্রকল্পগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারও এই নীতি বিবৃতিতে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। একইভাবে কৃষি, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকার মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে।

আমি আশা করি যে, এই নীতি বিবৃতিটি মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যরা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করবেন। পাশাপাশি, নীতিনির্ধারক, গবেষক, ব্যবসায়ী নেতা এবং সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকের মধ্যে এ প্রকাশনাটি ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত হবে এবং সবাই এটির উপর অর্থপূর্ণ এবং গঠনমূলক মতামত প্রদানে উদ্বুদ্ধ হবেন।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
কোভিড-১৯ বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধার	
মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ	২
কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারি	২
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য	৫
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমুহ	৬
অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ত্বরান্বিতকরণ	৮
অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন	৯
মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বাজার এবং আর্থিক খাত	১১
মধ্যমেয়াদি নীতি ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১২
কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব মোকাবেলা	১২
কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চিত্র	১৮
সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসৃজন	২২
দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও কৌশল	২৪
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৪
ভিশন ২০৪১ এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	২৬
বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	২৭
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা	২৮
আগামীর চ্যালেঞ্জ ও এগিয়ে যাওয়ার পথ	২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	
বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৩১
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৩৩
প্রকৃত খাত	৩৩
রাজস্ব খাত	৩৭
মুদ্রা ও ঋণ খাত	৩৮
বহিঃখাত	৪০

তৃতীয় অধ্যায়
সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

সরকারি খাতে ব্যয়ের চিত্র	৪৬
কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরকারি পদক্ষেপ	৪৭
সরকারি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৪৯
চলতি ও মূলধন ব্যয়	৫০
চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৫২
বেতন ও ভাতাদি	৫২
পণ্য ও সেবায় সরকারি ব্যয়	৫৩
ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়	৫৩
সুদ পরিশোধ	৫৬
মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৫৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৫৭
মধ্যমেয়াদে (২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার	৫৮
কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালীকরণ	৫৯
কৃষি	৬২
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৬৪
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৭
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৬৯
আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ	৭১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭২
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৭৩
পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৫

চতুর্থ অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি	৭৮
রাজস্ব আদায়ের গতিধারা	৭৯
উৎসভিত্তিক রাজস্ব আহরণ	৮০
এনবিআর কর রাজস্বের বিভাজন	৮১
কর-বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন	৮২
২০২০-২১ অর্থবছরের সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৮৪

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম ৮৫
মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস ৯০
ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা ৯২
ঘাটতি অর্থায়ন ৯২
অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন ৯২
বহিঃখাত হতে ঘাটতি অর্থায়ন ৯৩
ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা ৯৪
মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস ৯৫
অর্থায়ন ব্যয় ৯৭
অর্থায়ন কৌশল ৯৮
ঋণের আকার ১০০
ঋণ-স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ ১০১
ঋণ ধারণ সক্ষমতা ১০৩
প্রচ্ছন্ন দায় ১০৪

সারণি তালিকা

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
সারণি ১.১	দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির চিত্র	৪
সারণি ১.২	দারিদ্র্য হার হ্রাসের গতিধারা ও লক্ষ্যমাত্রা	৯
সারণি ১.৩	কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ	১৭
সারণি ১.৪	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা	২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়		
সারণি ২.১	বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হার	৩২
সারণি ২.২	চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাত ভিত্তিক অবদান	৩৩
সারণি ২.৩	জিডিপি'র খাত ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি	৩৪
সারণি ২.৪	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪)	৪৪
তৃতীয় অধ্যায়		
সারণি ৩.১	কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত, ২০২০	৪৭
সারণি ৩.২	সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা	৪৯
সারণি ৩.৩	সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি	৫০
সারণি ৩.৪	মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (বাজেটের শতাংশ হিসেবে)	৫১
সারণি ৩.৫	মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৫১
সারণি ৩.৬	চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৫২
সারণি ৩.৭	বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয়	৫৩
সারণি ৩.৮	পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়	৫৩
সারণি ৩.৯ক	নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	৫৪
সারণি ৩.৯খ	রাজস্ব প্রণোদনা	৫৫
সারণি ৩.১০	সরকারি ঋণের উপর সুদ ব্যয়	৫৬
সারণি ৩.১১	মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প	৫৭
সারণি ৩.১২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	৫৮
সারণি ৩.১৩	খাতভিত্তিক কর্মসূচি ব্যয় (২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪)	৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

সারণি ৪.১	রাজস্ব আহরণে তুলনামূলক চিত্র	৭৯
সারণি ৪.২	রাজস্ব আহরণ (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	৭৯
সারণি ৪.৩	রাজস্ব আদায়ে উৎস ভিত্তিক অবদান	৮১
সারণি ৪.৪	এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ	৮১
সারণি ৪.৫	কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ	৮৩
সারণি ৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৮৪
সারণি ৪.৭	রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৯১
সারণি ৪.৮	ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৯৩
সারণি ৪.৯	ঋণ অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	৯৫
সারণি ৪.১০	ঋণের ব্যয়	৯৭
সারণি ৪.১১	ঋণের আকার (২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০)	১০০
সারণি ৪.১২	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ	১০২

চিত্র তালিকা

প্রথম অধ্যায়

চিত্র ১.১	বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৩
চিত্র ১.২	চলতি মূল্যে জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান, ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০	৯
চিত্র ১.৩	সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০
চিত্র ১.৪	কতিপয় দেশে ২০২১ সালে লিঙ্গ বৈষম্যের সূচক	১১
চিত্র ১.৫	ব্যাংক ভিত্তিক সার্বিক সুদের হার-ব্যবধান (মার্চ, ২০২১)	১১
চিত্র ১.৬	বাংলাদেশে প্রবাস আয় প্রবাহ	১৮
চিত্র ১.৭	চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের কন্টেইনার চলাচলের চিত্র (টিইইউ-এ)	২০
চিত্র ১.৮	শিল্প উৎপাদন সূচক	২০
চিত্র ১.৯	মাসিক গ্যাস খরচ (মিলিয়ন ঘনমিটার)	২১
চিত্র ১.১০	মাসিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)	২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্র ২.১	জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা (%)	৩৫
চিত্র ২.২	মূল্যস্ফীতির গতিধারা (%)	৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্র ৩.১	মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৪৯
চিত্র ৩.২	রাজস্ব প্রণোদনার কাঠামো	৫৬

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র ৪.১	রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি	৮০
চিত্র ৪.২	এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধির বিভাজন (%)	৮২
চিত্র ৪.৩	কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০)	৮৩
চিত্র ৪.৪	২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৮৫
চিত্র ৪.৫	এনবিআর কর রাজস্বের প্রক্ষেপণের বিভাজন	৯১
চিত্র ৪.৬	ঘাটতি অর্থায়নের প্রবনতা (জিডিপির শতাংশে)	৯৪
চিত্র ৪.৭:	মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবনতা	৯৬
চিত্র ৪.৮	ঋণের ব্যয়	৯৮
চিত্র ৪.৯	ঋণের আকার (২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০)	১০১
চিত্র ৪.১০	ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপন (জিডিপির শতাংশে)	১০২

বক্স তালিকা

প্রথম অধ্যায়

বক্স ১.১	সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রবাস আয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য	১৯
বক্স ১.২	সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসৃজন	২৩
বক্স ১.৩	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি	২৫

প্রথম অধ্যায়

কোভিড-১৯ বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধার

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বাংলাদেশ গত ১২ বছর ধরে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ। এছাড়াও ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ টানা এই তিন অর্থবছরে ৭ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। শিল্প খাতের উল্লখযোগ্য প্রবৃদ্ধি এবং চাহিদার দিকে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধিই মূলত এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। মূল্যস্ফীতি ও বাজেট ঘাটতি একটি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা এবং নিম্ন ঋণ-জিডিপি অনুপাত এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে সহায়তা করছে।

১.২। তবে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের কোভিড-১৯ মহামারি ও ৬৬ দিনের একটানা সরকারি ছুটির কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতির মুখে পড়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারি অব্যাহত থাকায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটেছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ২০২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে সরকারকে দেশজুড়ে নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করতে হয়েছে। মহামারির ধারাবাহিকতা এবং লকডাউনের ফলে অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশ থেকে নামিয়ে ৬.১ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করেছে।

১.৩। কোভিড-১৯ মহামারিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সমাজের দরিদ্রতম অংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত হতে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ জোরদার ও ত্রাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘাস্থায়ী ভোগান্তি লাঘবের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে এই প্রণোদনা

প্যাকেজের আওতা আরও বাড়িয়ে ২৩টি করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে সরকারের অগ্রাধিকার হল - প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঘোষিত কর্মসূচিসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা আরও জোরদার করা, বিনামূল্যে সবার জন্য টিকা নিশ্চিত করা, চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি করা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা, সরাসরি নগদ অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

১.৪। কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত মোকাবেলাকে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ আগ্রাধিকার দিয়ে যে মৌলিক বিষয় এবং নীতিসমূহ মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে প্রভাবিত করবে তা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সরকারের সার্বিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকারগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রাজস্ব আহরণ ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারি

১.৫। ২০১৯ সালের শেষদিকে চীনের উহান শহরে প্রথম যখন করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল তখন বিশ্বব্যাপী পরবর্তীতে কী ঘটতে যাচ্ছিল তা অনুমান করা যায়নি। এটি ধারণার বাইরে ছিল যে, ভাইরাসের এই রূপটি বিশ্বজুড়ে এমন ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে। এটি মহামারী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে এবং শীঘ্রই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শুধুমাত্র জনজীবন এবং চলাচলকে বিপর্যস্ত করে তোলেনি সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে। এ মহামারিতে ২০২১ সালের ১০ মে পর্যন্ত বিশ্বে মোট ১৫৯ মিলিয়ন মানুষ সংক্রমিত হয়েছে এবং ৩.৩ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বাংলাদেশও এর করাল থাবা থেকে মুক্তি পায়নি। বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চে প্রথম সংক্রমণের ঘটনা সনাক্তের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। দেশে ২০২১ সালের ২৫ মে পর্যন্ত এ ভাইরাসে ৭,৯২,১৯৬ জন সংক্রমিত হয়েছে এবং ১২,৪৪১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিস্তৃতি রোধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইসোলেশন, লকডাউন বা সর্বাত্মক বন্ধের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এতে বিশ্বব্যাপি উৎপাদন ব্যবস্থা, অন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা

ব্যবস্থা ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধের কারণে বিশ্বব্যাপি সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং বৈশ্বিক চাহিদার হঠাৎ করে বড় ধরণের পতন হয়েছে।

চিত্র ১.১: বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

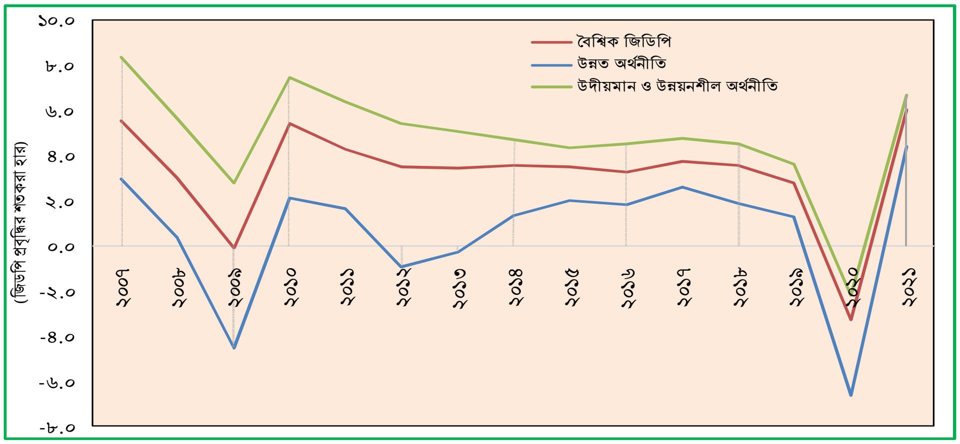

সূত্র: আইএমএফ কর্তৃক প্রকাশিত World Economic Outlook, এপ্রিল ২০২১

১.৬। আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২১ অনুসারে ২০২০ সালে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে উন্নত অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি যেখানে ৬.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, সেখানে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ২.২ শতাংশ। আইএমএফ এর পূর্বাভাস হল ২০২১ সালে বৈশ্বিক, উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৬.০ শতাংশ, ৪.৪৩ শতাংশ এবং ৬.৬৮ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি সংকোচিত হলেও ২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে (সারণী ১.১)। UNCTAD এর ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট, ২০২০ অনুসারে ২০২০ সালে বৈশ্বিক সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রায় ৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে ২০২১ সালেও বৈশ্বিক এফডিআই প্রায় ৫-১০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে এবং ২০২২ সালে এক্ষেত্রে আবার পুনরুদ্ধার শুরু হতে পারে। আইএলও'র সংশোধিত প্রক্ষেপণ অনুযায়ী মহামারিজনিত কারণে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়েছে এবং সহসা এ অবস্থা হতে পুনরুদ্ধারের

সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work শীর্ষক প্রকাশনার পঞ্চম সংস্করণে আইএলও উল্লেখ করেছে যে দৈনিক আট ঘন্টা কর্ম সময়ের ভিত্তিতে করোনা মহামারিজনিত কারণে শুধু চাকরি হারানোয় প্রায় ১৪ শতাংশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়েছে।

সারণী ১.১: দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির চিত্র

দেশ/অঞ্চল	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার			
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
দক্ষিন এশিয়া	৪.২	-৬.০	৯.৫	৬.৬
আফগানিস্তান	৩.৯	-৫.০	৩.০	৪.০
বাংলাদেশ	৮.২	৫.২	৬.৮	৭.২
ভুটান	৪.৩	০.৯	-৩.৪	৩.৭
ভারত	৪.০	-৮.০	১১.০	৭.০
মালদ্বীপ	৭.০	-৩২.০	১৩.১	১৪.০
নেপাল	৬.৭	-১.৯	৩.১	৫.১
পাকিস্তান	১.৯	-০.৪	২.০	৪.০
শ্রীলঙ্কা	২.৩	-৩.৬	৪.১	৩.৬

সূত্র: Asian Development Outlook, এপ্রিল ২০২১, এডিবি

১.৭। ২০২০ সালে মহামারির প্রথম ঢেউ চলাকালীন বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মতো প্রধান রফতানি বাজারে চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এবং রফতানি আদেশের একটি বড় অংশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় সামগ্রিক রফতানি হ্রাস পেয়েছিল। ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে আরোপিত সামগ্রিক বিধিনিষেধ শিল্প ও সেবা খাতে নিযুক্ত শ্রমিকসহ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আয়-উপার্জন এবং তা হতে সৃষ্ট সামগ্রিক চাহিদার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। করোনা মহামারি প্রলম্বিত হওয়া এবং ২০২১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে শুরু হাওয়া মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের অর্থনীতিকে নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। আশংকা করা হচ্ছে যে, নতুন করে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অভিঘাতের ফলে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট এবং মাঝারি আকারের শিল্পসমূহ ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং এতে আরও কয়েক লক্ষ শ্রমিক সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়তে পারে। মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে দেশে ও বিদেশে কাজের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় দেশে বেকারত্ব পরিস্থিতির অবনতি

ঘটতে পারে। মহামারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রফতানি ও আমদানি যথাক্রমে -১৬.৯৩ এবং -৮.৫৬ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির মুখোমুখি হওয়ার পর পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে রফতানি ও আমদানি উভয়ই যথাক্রমে ৮.৭৪ (জুলাই-এপ্রিল, ২০২১) ও ১.৯৪ শতাংশ (জুলাই-মার্চ, ২০২১) বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারির প্রভাব সত্ত্বেও সরকার প্রদত্ত ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনার প্রভাবে ২০২১ সালের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩৯.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৮। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করায় বাংলাদেশকে বর্তমানে ব্লেন্ডেড লোন (স্বল্প সুদহার এবং নিয়মিত সুদহার উভয়েই) নিতে হয় এবং এতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ব্যয় আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। অধিকন্তু, ২০২১ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণ সংক্রান্ত তিনটি মানদণ্ডের সবগুলো পূরণ করেছে। ফলে ২০২৬ সালের মধ্যে এটি একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে চলেছে এবং তখন থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এলডিসি তালিকাভূক্ত দেশ হিসাবে প্রাপ্ত সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি পর্যায়ক্রমে হারাবে। করোনা মহামারির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় সাথে এই বিষয়টিও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলকে প্রভাবিত করবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য

১.৯। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ২০১৫-২০২০ সময় ব্যাপী তা বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছর ছিল এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত বছর। বেশ কিছু লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই অর্জিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ৮.০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নির্ধারিত সময়ের একবছর পূর্বেই অর্জিত হয়েছিল। এছাড়া, জিডিপি'র যে অনুপাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ব্যয়ের লক্ষ্য ছিল তা সঠিক পথেই রয়েছে, যেমন: ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ হার ২.৩ শতাংশে পৌঁছার লক্ষ্যের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যেই তা ২.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই সফল বাস্তবায়নই দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার লক্ষণ নির্দেশ করে। মূল্যস্ফীতির হার নেমে এসেছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশে। সুদের হার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহও পর্যাপ্ত। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র প্রায় ৫ শতাংশে রেখে রাজস্ব ব্যাবস্থাপনায়

বিচক্ষণতা বজায় রাখা হয়েছে। ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ভারসাম্য সুবিধাজনক পর্যায়ে থাকার পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণ-জিডিপি'র নিম্ন অনুপাত বজায় রয়েছে এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের কোন অতিরিক্ত চাপ নেই।

১.১০। তবে বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি এবং ব্যাংক খাতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের নিচে, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত সমূহের মধ্যে একটি। ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ঘাটতির ফলে অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানিসম্পদ এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে অতি প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয়ের অর্থায়ন ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। ব্যাংকিং খাতে, বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে অনাদায়ী ঋণের উচ্চ হার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং আমানত সংগ্রহের টেকসই পদ্ধতিকে ব্যাহত করছে। ভবিষ্যৎ উদ্বেগের আরেকটি ক্ষেত্র হল দারিদ্র্য পরিস্থিতি। ২০১৯ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও কোভিড-১৯ মহামারী এই লক্ষ্য অর্জনকে কিছুটা ব্যাহত করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

১.১১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাপক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার ৮২ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে। ১৭টি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার (পরম দারিদ্র্য সীমা দিনে ১.৯০ ডলার আয় দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছে) নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১০.৫ শতাংশ এবং জাতীয় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ২০.৫ শতাংশ। গত এক দশকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং সেবা খাতে মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপুষ্টিজনিত খর্বতা হ্রাসের হার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা ২০১৯ সালে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে, কৃশতা দূরীকরণেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, ২০১৯ সালে শিশুর কৃশতা হ্রাসে অগ্রগতি হয়ে তা ৯.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১.১২। স্বাস্থ্য খাতে মাতৃমৃত্যুর হার ২০১৫ সালে প্রতি ১০,০০০ জীবিত শিশুর জন্মে ১৮১ থেকে কমে ২০১৯ সালে ১৬৫ তে নেমে এসেছে। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে সন্তান জন্মের সংখ্যা ২০১৪ সালে ছিল ৪২.১ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে বেড়ে ৫৯ শতাংশ হয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যুর হার ২০১৫ সালে প্রতি ১,০০০ জনে ৩৬ থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২৮ হয়েছে, যা মূলত ২০২৫ সালে অর্জিত হাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। নবজাতক মৃত্যুর হার ২০১৫ সালে প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে ২০ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ১৫ তে এসে দাঁড়িয়েছে, এটিও ২০২৫ সালে অর্জিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল।

১.১৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্স (জিপিআই) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে গত এক দশক সময় ধরে ১ এর উপরে রয়েছে এবং মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা-স্তরে জিপিআই ২০১৬ সালে ০.৭১ এ পৌঁছেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্তির হার সর্বোচ্চ ৮২.৬ শতাংশ এবং এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে নিম্ন মাধ্যমিক (৬৪.৭ শতাংশ) ও উচ্চ মাধ্যমিক (২৯.৪ শতাংশ) স্তর। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতাও বেড়েছে, তবে তা কিছুটা ধীর গতিতে বাড়ছে।

১.১৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশ দুর্যোগের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জান-মাল রক্ষায় উল্লেখযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ফলে দুর্যোগ মোকাবেলায় যে সক্ষমতা অর্জন করেছে তার জন্য আজ বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ প্রতি ১,০০,০০০ জন ব্যক্তিতে মোট ৪,৩১৮ জন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং প্রতি ১,০০,০০০ জনের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ০.৩১৬ জন, যা পূর্বের চেয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি বলে গন্য করা যায়। দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ এখন মোট ভূমির ১৪.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সুরক্ষিত হিসেবে ঘোষিত ভুমি ০.৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

১.১৫। এসডিজি অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করে সম্পদের প্রাপ্যতা (বহিঃ সম্পদসহ) এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের উপর। করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর সংগ্রহ ও কর ব্যবস্থাপনার উন্নতির মাধ্যমে জিডিপির অনুপাতিক হারে সরকারি রাজস্ব আদায় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। এছাড়া সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং রেমিটেন্স প্রবাহেরও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উত্তরণ

অর্থনীতির কাঠামোগত রুপান্তর ত্বরান্বিতকরণ

১.১৬। সরকারের ফলপ্রসু নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুসরণের সুফল হিসেবে বিগত ১২ বছরে দেশ ক্রমশ: কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি হতে উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অর্থনীতিতে ঘটে চলেছে কাংখিত কাঠামোগত রুপান্তর। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান সমুন্নত রেখে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী শিল্প ও উৎপাদন খাত, যা উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ধরে রাখায় সহায়ক হবে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হবে অর্থনীতির এ কাঠামোগত রুপান্তরকে দ্রুততর করা। কাজেই, আগামীতে আমরা অর্থনীতির কাঠামোগত রুপান্তর ত্বরান্বিতকরণের উপর জোর দেবো। সে লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে, যথা- (১) কৃষিকাজ যান্ত্রিকীকরণ, (২) এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প স্থাপন, (৩) কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, (৪) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সম্প্রসারণ, (৫) অনলাইন ভিত্তিক আউটসোর্সিং কাজ, (৬) স্ব-কর্মংস্থান/নতুন উদ্যোক্তা সৃজন, এবং (৭) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম।

১.১৭। মোট উৎপাদনে ক্রমশ কৃষির অংশীদারিত্ব হ্রাস এবং শিল্পের (বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের) অংশীদারিত্ব বাড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জিডিপিতে সেবাখাতের অংশীদারিত্ব হল সর্বাধিক, যদিও গত এক দশকে এর অবদান ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় শিল্প ভিত্তিসহ ডিজিটালাইজড অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। একই সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম আমার শহর' ধারণার আওতায় গ্রামগুলোকে শহরের সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে, আইসিটি ও ডিজিটাল যোগাযোগ পরিকাঠামো স্থাপন, শিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাইলট হিসেবে ১৫টি মডেল গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে, যা শহরের মতো আধুনিক সুবিধা দিয়ে সজ্জিত হবে।

চিত্র ১.২: চলতি মূল্যে জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান, ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০

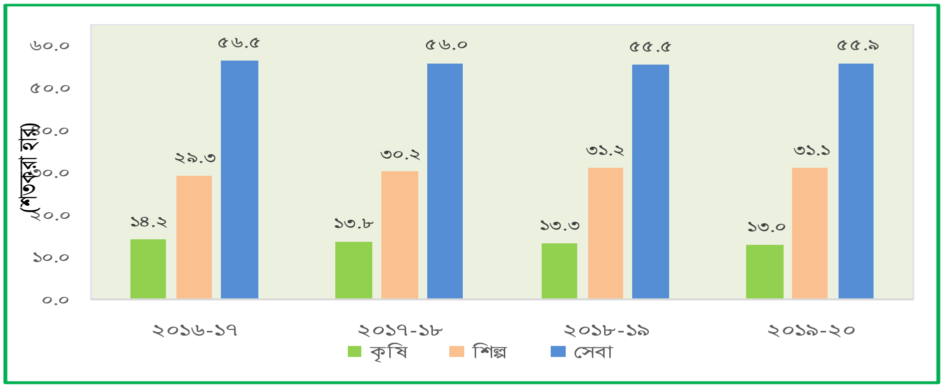

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

১.১৮। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। চলমান কোভিড-১৯ মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অভিঘাত এবং এর প্রভাবে সমাজের দরিদ্র অংশের আয় ও জীবিকার সুযোগ ব্যাহত হওয়ার কারণে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া মহামারির প্রভাবে দারিদ্র্যসীমার আশেপাশের অনেক মানুষ সাময়িকভাবে দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়তে পারে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৮৫.১ শতাংশ কর্মী অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতের এই উচ্চ হার কোভিড-১৯ মহামারীর মতো দুর্যোগে কর্মহীনতার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও সরকার সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা, সরাসরি নগদ সহয়তা ইত্যাদির সময়োপযোগী এবং কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করে এখন পর্যন্ত দরিদ্রদের উপর মহামারীর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সফল হয়েছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপ ও হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের হার নিম্নরূপ:

সারণি ১.২: দারিদ্র্য হার হ্রাসের গতিধারা ও লক্ষ্যমাত্রা

	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৮*	২০১৯*	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা ২০২৫*
দারিদ্র্য (%)	৫৬.৭	৫০.১	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.৩	২১.৮	২০.৫	১৫.৬
চরম দারিদ্র্য (%)	৪১.১	৩৫.২	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	১১.৩	১০.৫	৭.৪

উৎসঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, বিবিএস, *প্রাক্কলিত

১.১৯। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপির ৯.১২ শতাংশ, যা ক্রমন্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপির ১০.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বার্ষিক বাজেটের ৫৬.৬১ শতাংশ)। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা মিটিয়ে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের ব্যয় বাড়াচ্ছে (চিত্র ১.৩)।

চিত্র ১.৩: সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে বাজেট বরাদ্দ

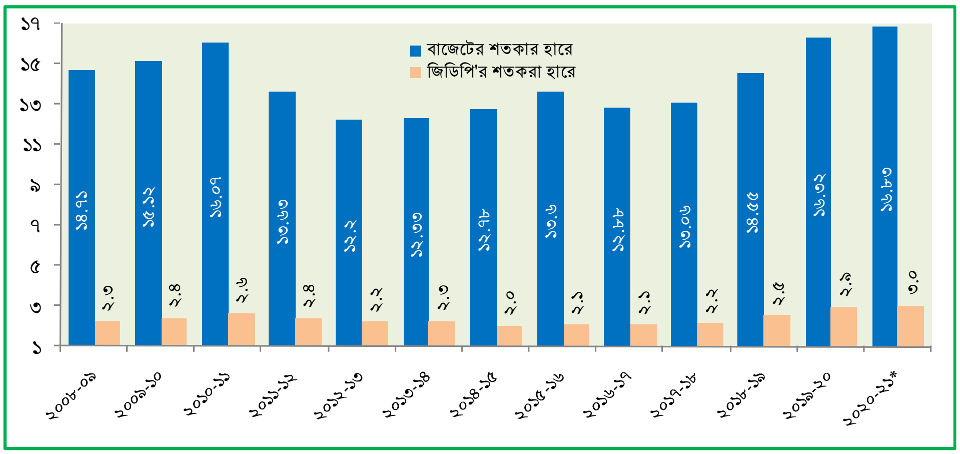

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

১.২০। লিঙ্গা বৈষম্য হ্রাস করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দের ৩০.৯৮ শতাংশ (জিডিপির ৬.০ শতাংশ) লিঙ্গা বৈষম্য সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ইতোমধ্যে লিঙ্গা সমতা অর্জিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২১ অনুসারে ১৫৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গা সমতায় বাংলাদেশ ৬৫তম স্থান অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশের স্কোর ০.৭১৯ (পূর্ববর্তী বছরেও একই ছিল)। এই সূচকের মাধ্যমে এটি প্রতিফলিত হয় যে বাংলাদেশে বর্তমানে লিঙ্গা বৈষম্য দূরীকরণের সহায়ক পরিবেশ বিরাজ করছে । নিম্নের চিত্র ১.৪-তে জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২১ অনুসারে কিছু নির্বাচিত দেশের স্কোর এবং অবস্থান দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১.৪: কতিপয় দেশের ২০২১ সালের লিঙ্গ বৈষম্যের সূচক

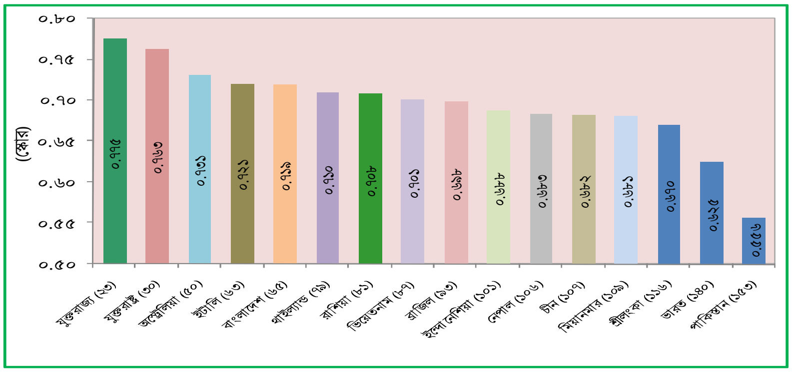

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২১

মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বাজার এবং আর্থিক খাত

১.২১। বাংলাদেশে গত এক দশক ধরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। মার্চ' ২০২১-এ ভোক্তা মূল্য সূচকে (সিপিআই) পরিমাপকৃত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে আর্থিক খাতে সামগ্রিকভাবে আমানত ও ঋণের সুদের হার ব্যবধান ক্রমশ কমছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাংকিং খাতে গড় সুদহার ছিল ৭.৫৬ শতাংশ এবং সুদের হার ব্যবধান ছিল ৩.০৫ শতাংশ। ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুদের হার ব্যবধান ছিল ৩.৩৫ শতাংশ।

চিত্রঃ ১.৫: ব্যাংক ভিত্তিক সার্বিক সুদের হার-ব্যবধান (মার্চ ২০২১)

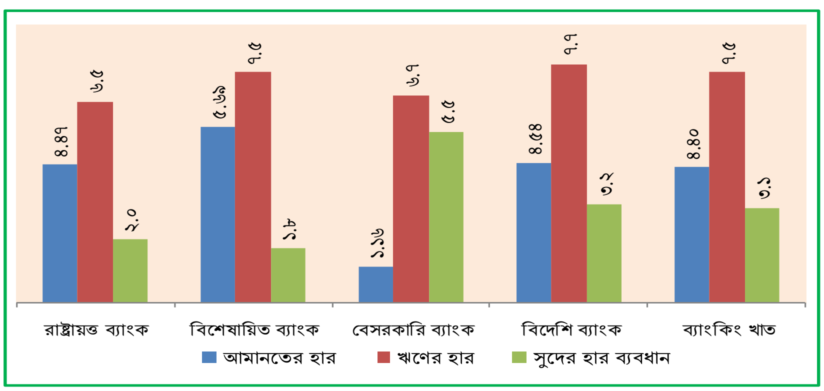

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

১.২২। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৪৮ শতাংশ, যা এক বছর আগে ছিল ১৩.২৩ শতাংশ। জানুয়ারি'২০ থেকে জানুয়ারি'২১ সময়কালে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নিট বৈদেশিক সম্পদ যথাক্রমে ৩০.৯১ শতাংশ এবং ৮.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১১.৭৬ শতাংশ, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ১১.৭৮ শতাংশ।

১.২৩। জাতীয় সঞ্চয়পত্র সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস। তবে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের তুলনামূলক উচ্চতর সুদের হার বাজারে সামগ্রিক সুদের হারকে প্রভাবিত করছে। তাছাড়া, উচ্চতর সুদের হারের কারণে সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে সরকার সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া অটোমেশন করা। এসকল সংস্কার কার্যক্রম জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় হ্রাস এবং সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধে অবদান রাখছে।

মধ্য-মেয়াদী নীতি এবং কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব মোকাবেলা

১.২৪। ২০২০ সালের মার্চের প্রথমার্ধে শুরু কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। মহামারির কারণে ২০২০ অর্থবছরের শেষের দিকে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে, কারণ মহামারি মোকাবেলার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছিল। তাই এ সংকট মোকাবেলা এবং অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ মহামারির বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সরকার ২০২০ সালের মে মাসের প্রথম দিকে একটি সামগ্রিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি প্রণয়ন করে। যাতে চারটি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রথম কৌশলটি হল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ-জিডিপি অনুপাত কম থাকায় (প্রায় ৩৫%) বাজেট ঘাটতি বাড়িয়ে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর সুযোগ ছিল। তবে, বিদেশ সফর ও অন্যান্য অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। এখন মূলতঃ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কৌশলটি হল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্ন সুদে শিল্প ও সেবা খাতকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা। এর উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা, চাকরির বাজারকে শক্তিশালী করা এবং উদ্যোক্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করা।

তৃতীয় কৌশলটি ছিল অতি-দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি বাড়ানো। এই কৌশলের লক্ষ্য হল মহামারির প্রাদুর্ভাবে হঠাৎ বেকার হয়ে পড়া এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তা সম্প্রসারণ, নগদ অর্থ সহয়তা, গৃহহীনদের জন্য বসতঘর নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষা কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী করে এইসব জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণই হল সরকারে অভীষ্ট।

চতুর্থ এবং শেষ কৌশলটি হল বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়ানো। তবে এই কৌশল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যাতে মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সিআরআর অনুপাত ও রেপো রেট হ্রাস করেছে। মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে মধ্য মেয়াদে আর্থিক সম্প্রসারণের নীতি অব্যাহত থাকবে।

১.২৫। উপরে বর্ণিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সরকার ২০২০ সালের মে মাসে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণের মাধ্যমে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সরকার এই আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আকার এবং পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির আঘাতে ইতোমধ্যেই জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া ২০২১ সালের শুরুতে দেশে নতুন করে মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের সূত্রপাত হয়েছে। তাই সরকার নতুন পুনরুদ্ধারমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় সরকার এ পর্যন্ত মোট ১২৮,৪৪১ কোটি টাকার (জিডিপির ৪.২%) ২৩ টি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করেছে, যা নীচে তুলে ধরা হল।

(১) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিলের অধীনে সরকার ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। কারখানা মালিকেরা যাতে তাদের কর্মীদের বেতন

দিতে পারে সেজন্য সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এই তহবিল বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ তাদের অপারেটিং কমিশন হিসাবে ঋণ বিতরণের পরিমাণের মাত্র ২ শতাংশ চার্জ করছে;

(২) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান প্যাকেজের অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদের হারে ঋণ প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোট ৪০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৪.৫ শতাংশ সুদ প্রদান করছে এবং বাকি ৪.৫ শতাংশ সুদ ভর্তুকি হিসেবে সরকার প্রদান করছে;

(৩) ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে, যার অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট ২০,০০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করছে। এর মধ্যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৪ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে এবং বাকি ৫ শতাংশ সরকার সুদ ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করছে;

(৪) ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিটের (এলসি) আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুবিধার্থে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে। ইডিএফের বিদ্যমান সুদের হার কমিয়ে ২ শতাংশ (স্থির) করা হয়েছে;

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোট ৫,০০০ কোটি টাকার একটি নতুন প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম চালু করা হয়েছে। এই ঋণ সুবিধার সুদের হার ৭.০ শতাংশ;

(৬) সরকার কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় সরাসরি নিয়োজিত সরকারি চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা কর্মীদের বিশেষ সম্মানী প্রদান করছে;

(৭) ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মী যারা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরাসরি নিযুক্ত, তাদের কেউ দায়িত্ব পালন কালে সংক্রামিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।

(৮) স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য ৫ লক্ষ টন চাল ও ১ লক্ষ টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২,৫০০ কোটি টাকার সমতুল্য;

(৯) নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কেজি প্রতি মাত্র ১০ টাকা দরে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে;

(১০) জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য ১,৩২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী হলেন লকডাউনের কারণে সাময়িকভাবে আয় হারানো জনগোষ্ঠী, যেমন: দিনমজুর, হকার, রিকশা/ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, হোটেল কর্মী। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিবার প্রতি ২,৫০০ টাকা হারে প্রায় ৩৬ লক্ষ পরিবারকে সরাসরি নগদ সহয়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(১১) দেশের সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্যপীড়িত ১১২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ৮১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে;

(১২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। সে জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২,১৩০ কোটি টাকা;

(১৩) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩,২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কৃষককে ভর্তুকি হিসাবে এ অর্থ দেওয়া দেওয়া হচ্ছে;

(১৪) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও চারা বিতরণ, সার ও সেচে ভর্তুকির জন্য ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে;

(১৫) বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি খাতে মূলধন সরবরাহের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার একটি নতুন পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প গঠন করেছে। কৃষকদের জন্য সুদের হার হবে ৪%। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, ফুল ও ফল উৎপাদক, মৎস্য, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি ফার্ম মালিকরা এই তহবিলের সুবিধাভোগী হচ্ছেন;

(১৬) ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পুনরুদ্ধারের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোকে ৩,০০০ কোটি টাকা তহবিল প্রদান করেছে;

(১৭) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), কর্মসংস্থান ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং আনসার ভিডিপি ব্যাংকের মতো পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত

আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মূলধন হিসেবে সরকার ৩,২০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণের জন্য ও বিদেশ থেকে ফিরে আসা যুব উদ্যোক্তাদের এই তহবিল সরবরাহ করা হচ্ছে;

(১৮) সরকার ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে মাসের স্থগিত সুদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে ২,০০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সুদের অবশিষ্ট অংশটি ঋণগ্রহীতারা কিস্তিতে আনুপাতিকভাবে প্রদান করবেন;

(১৯) এসএমই খাতের জন্য ২,০০০ কোটি টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম নেয় হয়েছে। এটি এসএমই খাতের ঋণের ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করছে;

(২০) রপ্তানিমুখী শিল্প কর্মীদের মধ্যে যারা চাকরি হারিয়েছেন বা চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য একটি নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

(২১) গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন - জয়িতা ফাউন্ডেশন, এনজিও ফাউন্ডেশন, এসডিএফ, এসএমই ফাউন্ডেশন, আরপিই ফাউন্ডেশন, বিএসসিআইসি, এসএফডি ফাউন্ডেশন, বিআরডিবি ইত্যাদির মাধ্যমে ১,৫০০ কোটি টাকার তহবিল প্রদান করা হয়েছে;

(২২) পূর্বের ১১২টি উপজেলার অতিরিক্ত আরও ১৫০টি দরিদ্রতম উপজেলাতে ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

(২৩) পরিবার প্রতি ২,৫০০ টাকা হারে ৩.৫ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক দাবদাহ ও ঘূর্ণিঝড়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ বোরো কৃষকের কাছে নগদ অর্থ সহায়তা হস্তান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক প্রতি ২,৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের নগদ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ জন্য মোট ৯৩০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ সমূহ পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে নেয়া হয়েছে যাতে দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয় এবং কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা যায়।

সারণী ১.৩: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	২০,০০০
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০
৫	প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স প্রকল্প	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকমীদের বিশেষ সম্মানি	১০০
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৫,০০০
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে)	৩,২০০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি	২,০০০
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০
২২	বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০
	মোট (কোটি টাকায়)	১২৮,৪৪১
	মোট (মার্কিন ডলারে)	১৫,১১১
	জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে	৪.২

কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চিত্র

১.২৬। বাংলাদেশ যে কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কা ভালোভাবে সামলে নিয়েছে তার প্রতিফলন সাম্প্রতিক অর্থনীতির ধারা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের অবস্থা দেখে বোঝা যায়। যদিও ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে রপ্তানির গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিলো, কিন্তু তা জুন মাসে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। জুলাই হতে পরবর্তীকালে রপ্তানি বাড়তে থাকে এবং তা ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুলাই সময়ে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৮.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা এই কোভিড-১৯ মহামারির বিবেচনায় অত্যন্ত বড় অর্জন। বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের বড় বড় শ্রম বাজারে মহামারিজনিত অস্থিরতার কারণে প্রবাস আয় কমে যাওয়ার বিশেষজ্ঞ পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও গত বছর জুন মাস হতে প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রবাস আয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রবাস আয়ের ধারা নীচের ১.৬ চিত্রে তুলে ধরা হলো।

চিত্র ১.৬: বাংলাদেশে প্রবাস আয় প্রবাহ

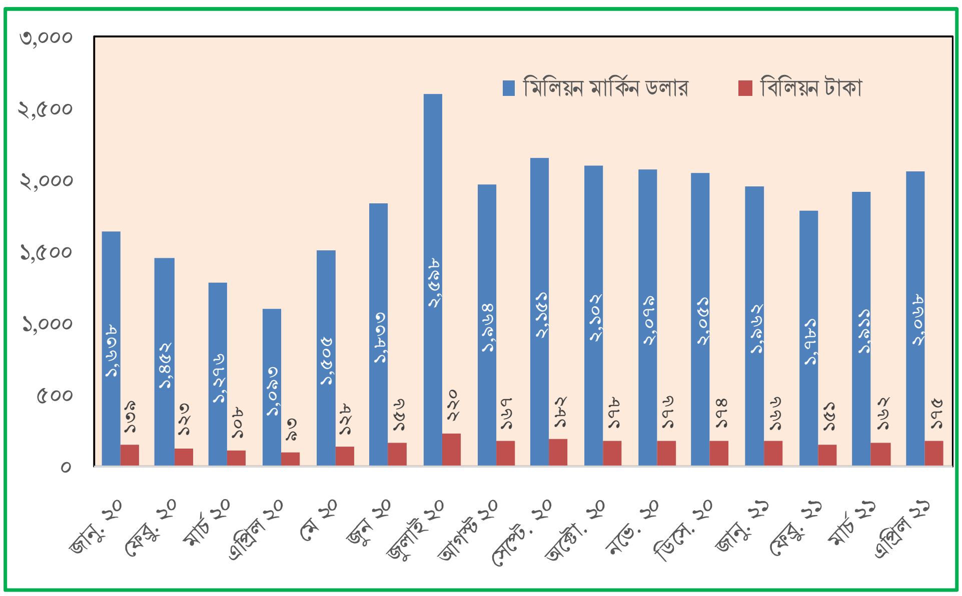

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

বক্স ১.১: সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রবাস আয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

করোনা ভাইরাস মহামারির আগমনে বিশ্ববাপী প্রবাস আয় উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেতে থাকে। তবে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে বাংলাদেশে প্রবাস আয়ের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুলাই সময়ে তা রেকর্ড শতকরা ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবাস আয়ের এ চলমান ধারা সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে সম্ভব হয়েছে। বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানো উৎসাহিত করতে সরকারের শতকরা ২ শতাংশ প্রনোদনা প্রদান অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। পাশাপাশি, লকডাউন প্রবাসীদের বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে বাধ্য করেছে। প্রবাস আয়ের এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ শ্রম চাহিদা সম্পন্ন নতুন বাজার অনুসন্ধান করছে। পাশাপাশি, সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১.২৭। রপ্তানির প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে চলতি হিসাব ভারসাম্য (Current Account Balance) ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ২.১০৮ মার্কিন ডলার ঋণাত্মক (-) ভারসাম্যের চেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে ১.৫৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ধনাত্মক (+) ভারসাম্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উচ্চ হারে প্রবাস আয়ের কারণে বাংলাদেশে মে ০৩, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ৪৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মাসে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায়ে বেশ ভালো প্রবৃদ্ধি (৭.৩১ শতাংশ) অর্জিত হয়। অধিকন্তু, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নজনিত কারণেও দেশের কয়েকটি অঞ্চলে উপর্যুপরি মৌসুমী বন্যা হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল ছিল। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৬৩ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে ছিল ৫.৬৯ শতাংশ।

১.২৮। আমদানি-রপ্তানির তথ্যসমূহ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষণ নির্দেশ করে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিলের শেষে রপ্তানি ৮.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ২০২০-২১ অর্থবেছরের জুলাই-মার্চ সময়ে আগের বছরের তুলনায় ১.৯৬ শতাংশ আমদানি বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, বন্দর সমূহে কন্টেইনার ওঠা-নামা, মাসিক গ্যাস ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন সূচক ইত্যাদি তথ্য-উপাত্তের বিবেচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ১.৭: চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দরের কন্টেইনার চলাচলের চিত্র (টিইইউ)

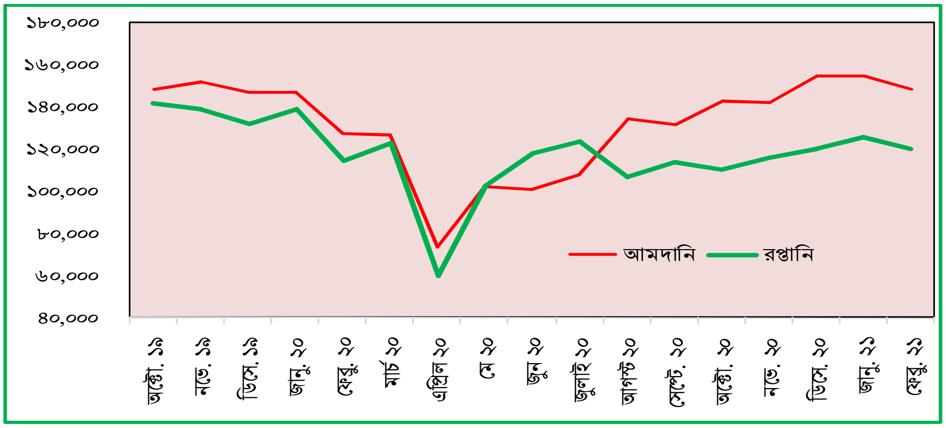

সূত্র চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১.২৯। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত শিল্প উৎপাদন সূচক হতে কোভিড-১৯ বিপর্যয় কাটিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে পুরনুদ্ধারের চিত্র ফুঠে উঠে। কোয়ান্টাম সূচক থেকে বোঝা যায় যে, কোভিড-১৯ মহামারির শুরুর দিকের তুলনায় শিল্প খাত পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

চিত্র ১.৮: শিল্প উৎপাদন সূচক

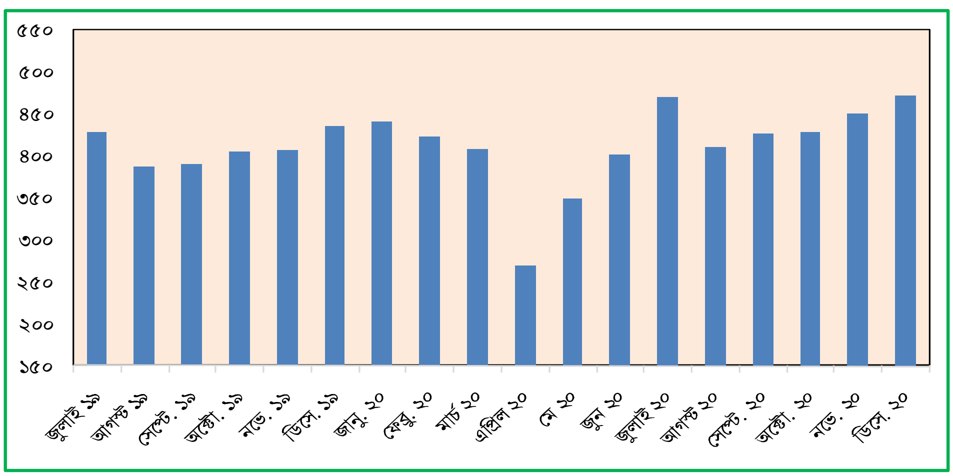

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১.৩০। ২০২০ সালের শেষের দিকের তুলনায় ২০২১ সালের প্রথম দিকে মাসিক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারা হতে বোঝা যায় যে দেশের অর্থনীতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এ দুটি সূচক থেকে অনুমান করা যায় যে, উৎপাদনশীল খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পারিবারিক ভোগ বৃদ্ধিজনিত কারণে উৎপাদন ও ভোগের উপর কোভিড-১৯ মহামারির তাৎক্ষণিক প্রভাব বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠছে।

চিত্র ১.৯: মাসিক গ্যাস খরচ (মিলিয়ন ঘনমিটার)

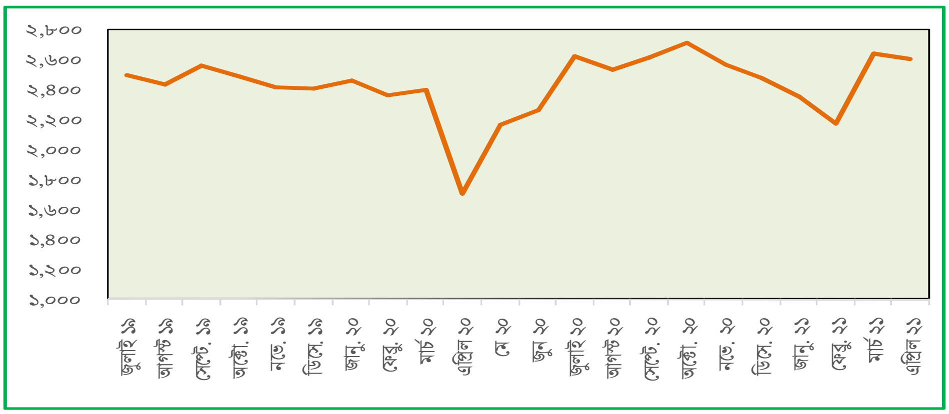

সূত্র: পেট্রোবাংলা।

চিত্র ১.১০: মাসিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

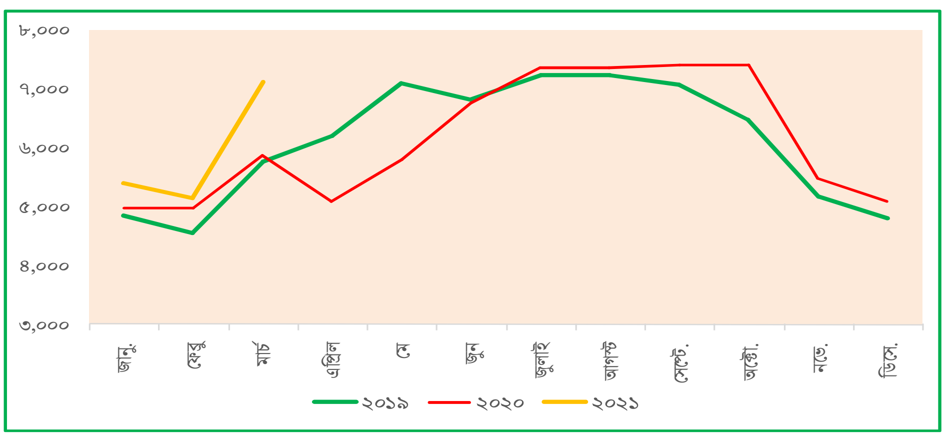

সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

১.৩১। ২০২০ সালের জুলাই মাসের তুলনায় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেকারত্বের হার বেশ কমে যাওয়ায় বোঝা যায় যে, অর্থনীতি কোভিড-১৯ বিপর্যয় হতে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক ধারা বিবেচনায় বলায় যায় যে, সরকার ঘোষিত আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত কার্যকর ভুমিকা পালন করছে এবং সামনের মাসগুলোতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে একই ভুমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'ব্লুমবার্গ'-এর Resilience Ranking অনুসারে কোভিড-১৯ চলাকালীন বসবাসের জন্য উত্তম স্থান হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ খিস্টাব্দ SANEM পরিচালিত পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে উৎপাদন এবং সেবা খাতের ৭১ শতাংশ উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। ব্যবসায় আস্থা বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও বহিঃখাতে চাহিদা হ্রাস, অভ্যন্তরীণ চাহিদার মন্থর পুনরুদ্ধার, এবং সরবরাহের দিক থেকে দুর্বলতার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে মর্মেও উক্ত জরিপ প্রতিবেদনটিতে বিবৃত হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসৃজন

১.৩২। সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার সামাজিক সুরক্ষা খাতের কলেবর ও বাজেট বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করে আসছে। ২০১৬ সনের খানা আয় ও ব্যয় জরীপ অনুসারে সামাজিক সুরক্ষা খাতের উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ২৮.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ পরিবার কোন না কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় চলে এসেছে। সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছে যা মোট বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.০১ শতাংশ। এ খাতে সরকার পাঁচগুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্র ও সহায়হীন জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং দূর্যোগ-প্রবণ এলাকা, দারিদ্র্য-প্রবণ এলাকা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ অংশকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আততায় আনা হয়েছে।

1.33। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০১৬-২১ গ্রহণ করেছে। সকল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সঠিকভাবে প্রকৃত উপকারভোগী চিহ্নিত করার জন্য ডাটাবেস ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) স্থাপনের কার্যক্রম হাতে

নিয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে বরাদ্দকৃত আর্থিক সাহায্য সরাসরি সরকার হতে উপকারভোগী (G2P) ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ৯টি ভাতা কার্যক্রম G2P প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৩৪। প্রলম্বিত কোভিড-১৯ এর প্রভাবে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমসমূহের ক্ষতি মোকাবেলা, দারিদ্র্য হ্রাস ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কর্মসংস্থানকে অন্যতম একটি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরীপ (২০১৬-১৭) অনুসারে দেশে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ (পুরষ ৩.১ শতাংশ ও নারী ৬.৭ শতাংশ)। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনসহ সরকারি আত্ম-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা তৈরির কার্যক্রমের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তরুন ও যুবক বেকারগণের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় আরো ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি ও ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে BEZA দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। BIDA স্বয়ংক্রিয় ফিডব্যাক লুপ সুবিধাসহ পূর্ণ কর্মক্ষম ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস (OSS) চালু করেছে। ১৫০টি কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে BIDA ৪০টি কর্মপ্রক্রিয়া ইতোমধ্যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

বক্স ১.২: সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসৃজন

বেকারত্ব হ্রাসকরণে, বিশেষ করে কর্মসুযোগ বৃদ্ধি, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকগণের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮ সাল হতে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "Job Development Policy Credit" কার্যক্রম বাস্তায়ন হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকার ইতোমধ্যে ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট ঋণ হিসেবে পেয়াছে। পাশাপাশি, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দুইটি বাজেট সাপোর্ট Policy Based Lending (PBL) -এর বাস্তবায়ন চূড়ান্ত হয়েছে, যার আওতায় সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা, এসএমই খাতের ঋণের প্রবাহ এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিষয়ক কিছু মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে। একইসাথে রপ্তানিমূখী তৈরি পোষাক এবং চামড়া ও পাদুকাশিল্পের দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১১৩ মিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহায়তায় একটি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও কৌশল

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৩৫। ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) বাস্তবায়নের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে পড়া গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রমগুলো আরো জোরদারভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এসবের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ পরিবেশ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান অন্যতম। এ প্রেক্ষিতেই কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় উপযোগী কৌশল ও প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণের এবং অন্যান্য উন্নয়ন অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি বিবেচনা নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কৌশলও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

১.৩৬। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৬ সালের মধ্যে টেকসইভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করবে। এর সাথে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাজ হবে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-মধ্যম-আয়ের দেশে রূপান্তর ও চরম দারিদ্র্য হ্রাস এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-আয়ের দেশে রূপান্তরের প্রাথমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছয়টি মূল বিষয় নিয়ে আবর্তিত, যা নিম্নরূপ:

- কোভিড-১৯ হতে মানবস্বাস্থ্য, আস্থা, কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার;
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিত করা এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস । সে কারণে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৪% হতে বৃদ্ধি করে ৮% করা এবং ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫% অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা । গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬% করা । দারিদ্রের মাত্রা ২০১৯ সালের ২০.৫% হতে ২০২৫ এ ১৫.৬% এবং চরম দারিদ্রের মাত্রা ২০১৯ সালের ১০.৫ হতে ২০২৫ সালে ৭.৫% এ নামিয়ে আনা;
- প্রতিটি নাগরিকের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সুবিধা অর্জন, এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষাভিত্তিক আয়বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি;
- দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ূ পরিবর্তন সহনীয় টেকসই উন্নয়ন;

- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন; এবং
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা।

বক্স ১.৩: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাযথ নীতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও বৈষম্য বিলোপের জন্য উপযুক্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং স্বল্প আয়ের দেশ হতে উত্তরণে কাজ করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে সমন্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ৪-৬ শতাংশের মধ্যে রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন সরকার অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার নামিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার ফলে দারিদ্রের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং চরম দারিদ্রের হার ৭.৪ শতাংশ হবে।

১.৩৭। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি-এ দু'টি মূল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছে। কোভিড-১৯ মহামারি হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ ও ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল আরো দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবাসমূহ শক্তিশালী করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ২৮ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের জন্য চাকুরি সুরক্ষা ও নতুন কর্ম সৃজনের জন্য সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হবে। এ উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বাধাসমূহ দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। অন্যদিকে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলগুলো হচ্ছে প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাতে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বেকারত্ব হ্রাস করা যায় ও জনমিতিক সুবিধার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা যায়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দরিদ্র-মূখী অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- শ্রম-নিবিড়, রপ্তানিভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী প্রবৃদ্ধির প্রসার
- কৃষি বহুমুখিকরণ

- কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (CMSME) ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন
- আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালীকরণ
- নন-ফ্যাক্টর সেবাসমূহে রপ্তানি উৎসাহিতকরণ
- তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগের প্রসার
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালীকরণ

ভিশন ২০৪১ এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

১.৩৮। গত দশকের অর্থনৈতিক সাফল্যের ধারায় উৎসাহিত হয়ে সরকার 'ভিশন ২০৪১' গ্রহণ করেছে যাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়-বিচার এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। ভিশন ২০৪১-কে একটি উন্নয়ন কৌশল হিসেবে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (ECNEC) কর্তৃক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

১.৩৯। এ পরিকল্পনায় দুইটি মৌলিক বিষয় বিদ্যমান - (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হবে যার মাথাপিছু আয় ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে; এবং (খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। নীচের সারণীতে প্রবৃদ্ধির ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ১.৪: ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা

	ভিত্তি বছর ২০২০	২০৩১ লক্ষ্যমাত্রা	২০৪১ লক্ষমাত্রা
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৮.২	৯.০	৯.৯
চরম দারিদ্র্য	৯.৪	২.৫	০.৭
দারিদ্র্য	১৮.৮	৭.০	<৩.০

১.৪০। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা;

- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ; ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশে রূপান্তর;
- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং- এর মাধ্যমে শিল্পায়ন, যা অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তর ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- একটি ভবিষ্যতমুখী সেবা খাত, যা গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে;
- একটি সুশৃঙ্খল নগরায়ন প্রক্রিয়া, যা উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান;
- দক্ষ জ্বালানী ও অবকাঠামো হবে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরির অপরিহার্য অংশ, যা দ্রুত দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশগত আঘাত-সহিষ্ণু বাংলাদেশ বিনির্মাণ;
- একটি দক্ষতা ভিত্তিক সমাজ বিকাশের জন্য বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

১.41। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ তিনটি উচ্চ স্তরের জাতীয় লক্ষ্য এবং আটটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চ স্তরের তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে - ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন, ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হচ্ছে - বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বিত ও টেকসই নদী এলাকা গড়ে তোলা ও নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, জলাভূমি ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ ও এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত ভূমি ও পানি সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন নিশ্চিত করা।

১.৪২। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রকল্প চালু এবং পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে। এজন্য "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ তহবিল" নামে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিবছর মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ২.৫ শতাংশ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, এখন যেটা মাত্র ০.৮-১.০ শতাংশ। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত ৮০ টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প ৬৫টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও গবেষণা সম্পর্কিত ১৫টি প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৯৭৮ বিলিয়ন টাকা (প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন বিভিন্ন বছরে শুরু হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা

১.৪৩। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ইত্যাদিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) ২০০৯" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। BCCSAP বাস্তবায়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে নিজস্ব সম্পদসহ একটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে এবং ২০০৯-১০ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এ তহবিলে ৩,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যে সমস্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাজের বাজেট সরকারের মোট বাজেট বরাদ্দের ৫৬.৬৯ মতায়শ এমন ২৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করে "Bangladesh Climate Fiscal Framework" নামে বাংলাদেশ জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ৭.৫ শতাংশ (যা জিডিপির প্রায় ০.৭ শতাংশ) হল জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার ২০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে ৪৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে এবং ৭৮৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩,৭৫২ কোটি টাকা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডকে বরাদ্দ দিয়েছে।

আগামীর চ্যালেঞ্জ ও এগিয়ে যাওয়ার পথ

১.৪৪। কোভিড-১৯ বিপর্যয় থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে টেকসই করার জন্য রাজস্ব ও প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ মসৃন ও দক্ষ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হবার কারণে অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তবে, কোভিড-১৯ এর প্রভাব হতে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সহায়তায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ সমস্ত আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর, যার ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ এর প্রভাবে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশ স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি, সহনীয় পুঞ্জিভূত সরকারি ঋণ এবং বহি:স্থ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চমাত্রার ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৫.২ শতাংশে দাঁড়ায়। করোনার প্রভাব হতে শীঘ্রই অর্থনীতির উত্তরণ ঘটবে ধরে নিয়ে চলতি ২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু এপ্রিল, ২০২১ হতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৬.১ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। চাহিদার দিক থেকে ব্যক্তিগত ভোগব্যয়, আমদানি-রপ্তানি এবং সরকারি বিনিয়োগ করোনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে, সরবরাহের দিক থেকে কৃষি উৎপাদন সন্তোষজনক হলেও শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং), নির্মাণ এবং সেবা খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিগত দশকে বিভিন্ন সামাজিক সূচক, যেমন: দারিদ্র্য ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নতি লাভ করেছে।

২.২। বাংলাদেশ চুড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের তিনটি যোগ্যতার মানদন্ড, যথা: মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক দ্বিতীয়বারের মত পূরণ করেছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০৪১' ও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যসমূহ হলো: বাংলাদেশকে কোভিড-১৯ মহামারি হতে পুনরুদ্ধার, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবে রূপদান, এবং ২০৩১

সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করা। অন্যদিকে, বাস্তবায়নাধীন এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছয়টি মূল ভিত্তি হ'ল নিম্নরুপ: (ক) কোভিড-১৯ মহামারি হতে দ্রুত পুনরুদ্ধার; (খ) জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস; (গ) অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাপকভিত্তিক কৌশল অবলম্বন; (ঘ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীল টেকসই উন্নয়ন; (ঙ) দেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের উন্নয়ন সাধন; এবং (চ) এসডিজির লক্ষ্য অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণজনিত প্রভাব হ্রাস করা। সরকার কোভিড-১৯ মহামারির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এছাড়া, সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সামাজিক সুরক্ষা জালের আওতায় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল হতে জাতীয়ভাবে কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ COVAX ফ্যাসিলিটির আওতায় টিকা পাবে বিধায় এটি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, ব্যাপকহারে টিকা প্রদান এবং Herd Immunity অর্জনে উল্লেখযোগ্য সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। আগামী বাজেটে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। মধ্যমেয়াদে সরকারের লক্ষ্য থাকবে কোভিড-১৯ এর প্রভাব হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেয়া এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ' বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০' এবং 'সুনীল অর্থনীতি' এর কৌশলসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা।

২.৩। এই অধ্যায়ের প্রথমে বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য প্রক্ষেপণের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের চলকসমূহের বর্তমান গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি ও স্বল্পমেয়াদি প্রক্ষেপণ

২.৪। সমগ্র বিশ্ব প্রায় এক বছরের অধিক সময় কোভিড-১৯ মহামারির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। এই মহামারির কারণে লক্ষ লক্ষ মানবজীবনের ক্ষতি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভিত্তিতে বন্ধ থাকায় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এর প্রভাব

পড়েছে। তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ভ্যাকসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত হলেও, করোনা ভাইরাস মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ এখনও বিশ্বের অনেক দেশে অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়াল্ড ইকোনমিক আউটলুক' এপ্রিল, ২০২১-এর তথ্য অনুসারে ২০২০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ৩.৩ শতাংশ হারে সংকুচিত হলেও কয়েকটি বড় অর্থনীতিতে বিশাল আকারের রাজস্ব সহায়তা এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ভ্যাকসিনের প্রত্যাশিত কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ২০২১ সালে ৬.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। ২০২১ সালে উন্নত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৫.১ শতাংশ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কেননা এই গ্রুপের অধিকাংশ দেশসমুহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৬.৪ শতাংশ), ইউরো অঞ্চল (৪.৪ শতাংশ), প্রভৃতি অর্থনীতিতে সামনের দিনগুলিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব হতে পুনরুদ্ধার ঘটবে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়া ২০২১ সালে ৮.৬ শতাংশ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই অঞ্চলের একাধিক দেশ যেমন: চীন (৮.৪ শতাংশ), ভারত (১২.৬ শতাংশ) ইত্যাদি ২০২১ সালে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করবে। তাছাড়া, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ৩.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ২.১)।

২.৫। কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের পরে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি তেলের দাম মে, ২০২০ হতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং এপ্রিল, ২০২১ মাসে তা ব্যারেল প্রতি ৬১.৩৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২১ সালে উন্নত অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি উর্ধমুখী (১.৬ শতাংশ) এবং ২০২২ সালে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ায় মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ২০২১ সালে নিম্নমুখী (২.৩ শতাংশ) এবং ২০২২ সালে কিছুটা উর্ধমুখী (২.৯ শতাংশ) প্রবণতা প্রদর্শন করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে (সারণি ২.১)।

সারণি ২.১ বৈশ্বিক অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির হার

দেশ/অঞ্চল	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি				মুদ্রাস্ফীতি			
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ		প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
বিশ্ব	২.৮	-৩.৩	৬.০	৪.৪	৩.৫	৩.২	৩.৫	৩.২
উন্নত অর্থনীতি	১.৭	-৪.৭	৫.১	৩.২	১.৪	০.৭	১.৬	১.৭

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২.২	-৩.৫	৬.৪	৩.৫	১.৮	১.২	২.৩	২.৪
ইউরো অঞ্চল	১.৩	-৬.৬	৪.৪	৩.৮	১.২	০.৩	১.৪	১.২
উদীয়মান ও উন্নয়শীল	৫.৩	-১.০	৮.৬	৬.০	৩.৩	৩.১	২.৩	২.৭
চীন	৫.৮	২.৩	৮.৪	৫.৬	২.৯	২.৪	১.২	১.৯
ভারত	৪.০	-৮.০	১২.৬	৬.৯	৪.৮	৬.২	৪.৯	৪.১
মধ্যপ্রাচ্য, অন্যান্য “এ”	১.৪	-২.৯	৩.৭	৩.৮	৭.৪	১০.২	১১.২	৮.১

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২১, আইএমএফ

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

প্রকৃত খাত

২.৬। বাংলাদেশ কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পূর্বে ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গড়ে ৭.৪ শতাংশ হারে স্থিতিশীল ও উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারসহ বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছে। জিডিপি'র এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মূলত: শক্তিশালী অভ্যন্তরীন চাহিদা বিশেষত: শক্তিশালী বেসরকারি ভোগ, বিনিয়োগ এবং নীট রপ্তানি (সারণি ২.২)। অন্যদিকে যোগানের দিক থেকে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাত। বিগত ৫ বছরে (অর্থবছর ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯) গড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ১০.৫ শতাংশ, সেবা খাত ৬.৩ শতাংশ এবং কৃষি খাত ৩.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে (সারণি ২.৩)।

সারণি ২.২: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ব্যক্তি খাতে ভোগ	৪.৭	৪.৯	৪.৬	৫.৬	৫.৬	৩.৬
সরকারি খাতে ভোগ ব্যয়	০.৪	০.৪	০.৪	০.৫	০.৫	০.৩
বেসরকারি বিনিয়োগ	১.৬	১.৬	১.৭	১.৮	১.৯	১.২
সরকারি বিনিয়োগ	০.৫	০.৫	০.৫	০.৬	০.৭	০.৪
নীট রপ্তানি	-০.৩	-০.৩	-০.৪	-০.৭	-০.৫	-০.৩
পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি	০.১	০.০	০.০	০.০২	-০.০৪	-০.০২
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	৬.৬	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৫	৫.২৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; *= সাময়িক

২.৭। বিগত জুন, ২০২০ সালে চলতি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুতির সময়ে ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো’তে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮.২ শতাংশ। কিন্তু কোভিড-১৯ দীর্ঘ সময় ধরে চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সাল হতে দেশব্যাপী ভ্যাকসিন প্রয়োগ কার্যক্রম শুরু হলেও এপ্রিল, ২০২১ হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ দেখা দেওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুহার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকার এপ্রিল ১৪, ২০২১ হতে সরকার পুনরায় সাধারণ ছুটি ও চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপে বাধ্য হয়। এ সময়ে কলকারখানা চালু থাকলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চলতি জুলাই-মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত বেসরকারি খাতের ঋণ সরবরাহ এবং মূলধনী পণ্য আমদানির এলসি খোলা কিছুটা সংকোচিত হয়েছে যা বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের কারণে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে চাঙ্গাভাব দেখা যায় যার ফলে ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি-রপ্তানিও ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ সব বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশে সংশোধন করা হয়েছে।

সারণি ২.৩: জিডিপি’র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
কৃষি	৩.৩	২.৮	৩.০	৪.২	৩.৯	৩.১
শিল্প	৯.৭	১১.১	১০.২	১২.১	১২.৭	৬.৫
সেবা	৫.৮	৬.৩	৬.৭	৬.৪	৬.৮	৫.৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; *=সাময়িক

২.৮। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে (সাময়িক হিসাব অনুযায়ী) জিডিপি’র প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শ্লথ গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন করোনা ভাইরাস দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৩.১ শতাংশ, ৬.৫ শতাংশ ও ৫.৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম। কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির পেছনে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি ঋণ ও ফার্ম-বহির্ভূত গ্রামীণ ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৬২.৯২ বিলিয়ন টাকা থাকলেও মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে মোট ১৮৫.১৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯.৪১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে শিল্প উৎপাদনের সাধারণ সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮২ শতাংশ, যা শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

২.৯। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রক্ষেপণ অনুসারে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬.১ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.২ শতাংশ, ৭.৬ শতাংশ এবং ৮.০ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অনুরুপভাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৪.২, ১১.০ এবং ৬.৯ শতাংশ। করোনা ভাইরাসজনিত মহামারির প্রভাব হতে বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করবে এবং ভৌত এবং বিভিন্ন সেক্টরে চলমান নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সামাজিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ হবে এই অনুমানের ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশের উপরে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র : ২.১ (জিডিপি প্রবৃদ্ধি)

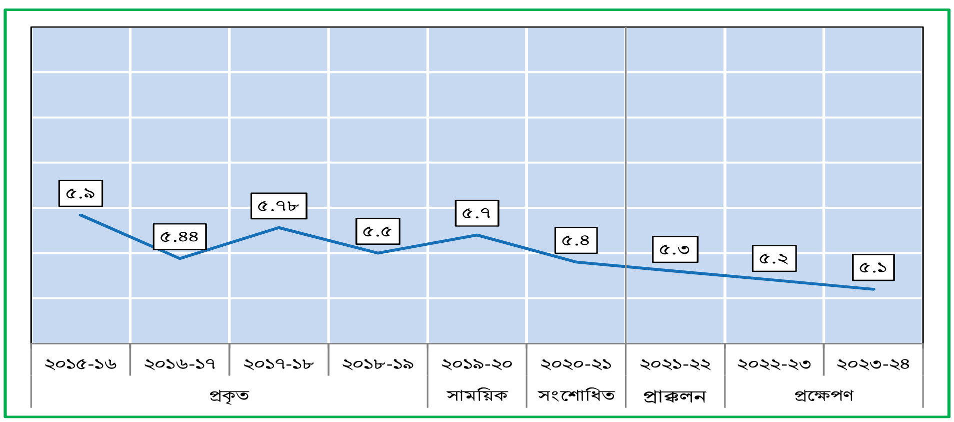

সূত্র: বিবিএস; অর্থ বিভাগ

২.১০। সরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে উন্নত অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ৩১.৮ শতাংশ যেখানে বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ২৩.৭ ও ৮.১ শতাংশ। কিন্তু, মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.০ শতাংশ অর্জনের জন্য এ বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। সরকারি বিনিয়োগের মূল উৎস হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন। তবে এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম থাকার কারণে সরকারি

বিনিয়োগ প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা যায়নি। এডিপি বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, যেমন: অর্থছাড় প্রক্রিয়া সহজীকরণ ইত্যাদি, গ্রহণ করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তিসমূহের অবদান বিবেচনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩৬.০ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যেখানে বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগের হার হবে যথাক্রমে ২৬.৮ এবং ৯.২ শতাংশ।

২.১১। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতির হার স্থিতিশীল ও মধ্যম স্তরে ৬ শতাংশের মধ্যে ছিল। বার মাসের গড় এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০২১ শেষে যথাক্রমে ৫.৬ ও ৫.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল যথাক্রমে ৫.৬ ও ৫.৫ শতাংশ। পয়েন্ট টু পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে বিগত নভেম্বর, ২০২০ মাস হতে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকে খাদ্য পণ্যের দামের ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। তবে সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদনের ফলে খাদ্য পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬.০ শতাংশের মধ্যে (৫.৩ শতাংশে) থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (চিত্র-২.২)।

চিত্র: ২.২ মূল্যস্ফীতির গতিধারা (%)

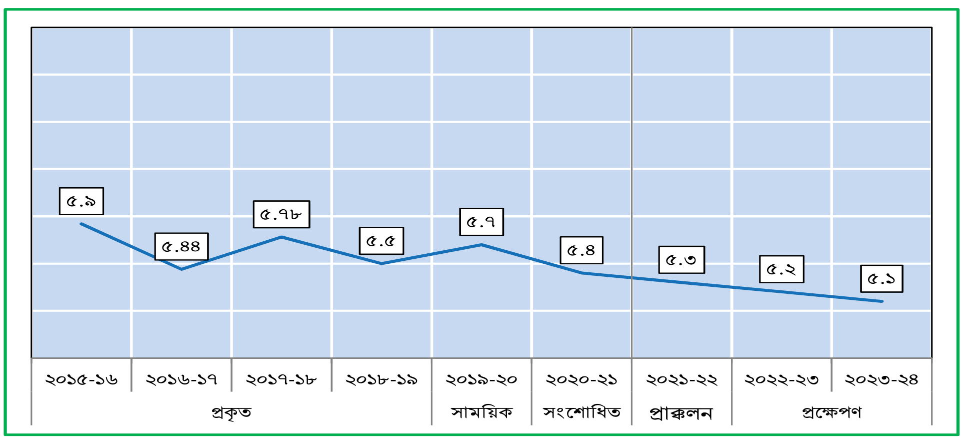

সূত্র:বিবিএস; অর্থ বিভাগ

রাজস্ব খাত

২.১২। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামূখী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি'র ভিত্তিতে রাজস্ব আয়ের স্থিতিস্থাপকতা এর মান কম। আমাদের দেশের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত প্রতিবেশী ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। সরকার কোভিড-১৯ হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে। তবে এটি ঠিক যে, সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ এর কারণে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলার কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ তথা রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে ভ্যাট আদায় পদ্ধতির অটোমেশন আনয়ন এবং কাস্টমস বন্ডেড ওয়ার হাউজের ক্ষেত্রে অটোমেশন চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নতুন কাস্টমস আইন, ২০২১ কার্যকর করার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য যেসব সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা এই নীতি-বিবৃতির চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা রয়েছে। চলমান সংস্কার কর্মসূচির পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকীকরণ, করের আওতা বিস্তৃতকরণ, কর পরিপালনে উন্নতি সাধন এবং আইন সংশোধন ও প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে ধরে নিয়ে মধ্যমেয়াদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১১.৫ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.১৩। সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বৃদ্ধি, বেসরকারি ও সরকারি উভয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এবং দ্রারিদ্যবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। পাশাপশি, ঋণ-জিডিপি অনুপাত নূন্যতম স্তরে রাখার জন্য বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশে সীমিত রাখার নীতিও অনুসৃত হচ্ছে। বর্তমানে কোভিড-১৯ -এর প্রাদুর্ভাবের কারণে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, অন্যদিকে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়-জিডিপি'র

অনুপাত প্রথম থেকেই তুলনামূলকভাবে কম। সরকারি ব্যয় জিডিপির অনুপাত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল মাত্র ১৭.৯ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপির অনুপাত ১৭.৫ শতাংশে সংশোধন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এই হার জিডিপি'র ১৭.০ শতাংশে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র অনুপাতে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫.৫ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে এই হার জিডিপি'র ৫ শতাংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

২.১৪। সরকার ইতোমধ্যে পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পিএফএম) সংস্কার শুরু করেছে। সরকারি সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন, বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে আর্থিক মান নিয়ন্ত্রন, বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয়, ইত্যাদি কার্যক্রমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম ২০১৬-২১' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ্যাকশন প্লান (পিএফএম এ্যাকশন প্লান ২০১৮-২৩) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। পিএফএম সংস্কার কার্যক্রমের অধীনে ই-চালান, নতুন বাজেট ও এ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি ($ibas^{++}$) পদ্ধতির প্রবর্তন, নতুন হিসাব পদ্ধতি (BACS) চালুকরণ, সঞ্চয়পত্র বিক্রির ক্ষেত্রে অটোমেশন, ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ জি-টু-পি পদ্ধতিতে উপকারভোগীগণের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, অর্থ ছাড় প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সরকারি চাকুরিজীবিদের বেতন ও পেনশন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ইএফটি) প্রদান করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও ঋণ

২.১৫। বাংলাদেশের মুদ্রানীতি খুবই গতিশীল যার একাধিক নীতিগত মাত্রা রয়েছে। বাংলাদেশের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো উচ্চ উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার পাশাপাশি মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্জন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি বিবৃতি'র (এমপিএস ২০২০-২১) মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম সরকারের কৌশল ও লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উচ্চ কর্মসৃজন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি বিবৃতিতে মানসম্পন্ন ও পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর জোর

দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯-এর মহামারির সময়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে বাংলাদেশ একাধিক তাৎক্ষনিক ও স্বয়ংক্রিয় নীতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি কোভিড-১৯-এর প্রভাব হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংক খাতের তারল্য ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত মুদ্রানীতি, ২০২০-২১ অনুযায়ী সিআরআর, রেপো ও রিভার্স রেপো যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ হতে ৪.০ শতাংশ, ৫.২৫ শতাংশ হতে ৪.৭৫ শতাংশে এবং ৪.৭৫ শতাংশ হতে ৪.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে৷ বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারণমূলক নীতির অংশ হিসেবে এবং অতিরিক্ত তহবিলের চাহিদা মেটাতে বাংক হার ৫.০ শতাংশ থেকে ৪.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত ১৭ বছর ধরে ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল (২০০৩ সাল হতে)। বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ও মূল্যস্ফীতি সিলিং (বার্ষিক ৫.৪ শতাংশ) অর্জনের জন্য ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫.০ ও ১৭.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে৷

২.১৬। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি মার্চ, ২০২১ মাস শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে ১৩.২১ শতাংশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত মুদ্রানীতি বিবৃতি ২০২০-২১-এর লক্ষ্যমাত্রার (১৫.০) চেয়ে সামান্য কম৷ অন্যদিকে, একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.২৬ শতাংশ যা মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার (১৭.৪ শতাংশ) খুব কাছাকাছি। প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও আর্থিক নীতি মূলত: শিল্প, কৃষি এবং সেবা খাতে অধিক ও উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমুহকে ঋণ সহায়তা প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। যদিও সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় অটোমেশনের কারণে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে, তবে এ বাবদ সরকারের ঋণ গ্রহণ কমে যাওয়ায় ব্যাংকিং উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মার্চ, ২০২১ মাস শেষে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৭৯ শতাংশ৷ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় বর্তমান অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৪.৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল চলক মধ্যমেয়াদে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

২.১৭। কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারণ মূলক মুদ্রানীতির কারণে বর্তমান অর্থবছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) ও ঋণের সুদের হারে (ভারিত গড়) উভয়ের ক্ষেত্রেই নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মার্চ, ২০২১ মাস শেষে ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) ও আমানতের

সুদের হারও (ভারিত গড়) উভয়ই হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪.৪৬ শতাংশ ও ৭.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা মার্চ, ২০২০ সালে ছিল যথাক্রমে ৫.৫১ শতাংশ ও ৯.৫৮ শতাংশ। একই সময়ে ঋণ ও আমানতের সুদের হার ব্যবধান কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.০২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা মার্চ, ২০২০ সালে ছিল ৪.০৭ শতাংশ। মার্চ, ২০২১ এর শেষে ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবধান হ্রাস পেয়ে ১.৭৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণের হার ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮.১ শতাংশ, যা বিগত ডিসেম্বর, ২০১৯ এর তুলনায় ২.২ শতাংশ বিন্দু কম।

২.১৮। মধ্যমেয়াদে আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মূল্য স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভূক্তিমুলক প্রবৃদ্ধি এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতার বিষয়গুলো অর্জনই প্রাধান্য পাবে। বিশেষ করে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2) ও ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আর্থিক মুদ্রানীতি বিবৃতির অনুরূপ থাকবে যা মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে কার্যকর এবং বহিঃখাতের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে মুদ্রা বিনিময় হার প্রায় নমনীয় থাকবে।

বহিঃখাত

২.১৯। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালে বিশ্ব বাণিজ্য ৮.৫ শতাংশ সংকোচিত হয়েছে। ২০২১ সালে এটির পুনরুদ্ধার হবে এবং ৮.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ২০২০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ৩.৩ শতাংশ হারে সংকোচিত হয় এবং ২০২১ সালে তা দ্রুত পুনরুদ্ধার হওয়ার মাধ্যমে ৬.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

২.২০। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও সম্প্রতি তা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জুলাই-এপ্রিল, ২০২১ সময়ে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭৪ শতাংশ। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ হতে প্রধান প্রধান বাজারসমূহে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র (১২.৮১ শতাংশ) রপ্তানির ক্ষেত্রে ধনাত্মক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া, একই সময়ে হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, নীটওয়ার এবং চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি যথাক্রম ৫৪.১২ শতাংশ, ৩০.৮৮ শতাংশ, ১৫.৩৪ শতাংশ ও ৮.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ওভেন গার্মেন্টসের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে।

২.২১। সরকার কোভিড-১৯ এর প্রভাব হতে রপ্তানি খাতের উত্তরণে কাউন্টারসাইক্লিক্যাল ব্যবস্থা হিসেবে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মীদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ও সেবাখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য ৪০,০০০ কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা, রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ডের পরিমাণ ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ ও অতিরিক্ত ২ শতাংশ সুদের হার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান এবং ৫ হাজার কোটি টাকার প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইনান্সিং স্কীম। এ ছাড়া সরকার রপ্তানি খাতের উন্নয়নে নানাবিধ কৌশল হাতে নিয়েছে, যেমন: রপ্তানি বহুমূখীকরণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, নতুন নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, রপ্তানি খাতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, জ্বালানি, বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ সরবরাহ দিকের সমস্যা নিরসনে সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা রপ্তানিকারকদের লিড টাইম কমানো, উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা এবং সম্ভাবনাময় শিল্পে প্রণোদনা প্রদানের ফলেও রপ্তানি বাড়বে। সরকার রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ বাস্তবায়ন করছে যেখানে ১৫টি সম্ভাবনাময় খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি সংশোধন করে ১২.০ শতাংশে নির্ধারণ এবং মধ্যমেয়াদে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়।

২.২২। কোভিড-১৯ মহামারির অর্থনৈতিক অভিঘাতের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেলেও চলতি অর্থবছরে তা আবার পুনরুদ্ধার হতে শুরু করেছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব চলমান থাকলেও চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৬.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তুলনায় ৬.০৬ শতাংশ বেশি। জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সময়ে সার্বিক ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি (০.৭৪ শতাংশ), মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি (৩.২ শতাংশ) এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে (-২৫.৮৫ শতাংশ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০২১ হতে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ এর কারণে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাওয়ায় সমগ্র দেশব্যাপি পুনরায়

লকডাউন করা হলেও কলকারখানা চালু রাখা হয় এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রাখা হয়। উপরোক্ত দৃশ্যপট বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে আমদানি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১১.০ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে ২০২৩-২৪ সালে তা বার্ষিক ভিত্তিতে গড়ে ১১.০ শতাংশ হারে অর্জিত হবে।

২.২৩। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রবাস আয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রবাস আয় লেনদেনের ভারসাম্য কমানোর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে ব্যক্তি পর্যায়ে, প্রবাস আয় পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নত করে এবং চুড়ান্তভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে যা মূলধন যোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার প্রবাস আয় ও বৈদেশিক নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম: (ক) ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাস আয় প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান, (খ) প্রবাস আয় সম্পর্কিত বিধি-বিধান সহজ করা, (গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক খরচ হ্রাস করা, (ঘ) জনবল রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন বাজার খুঁজে বের করা, ইত্যাদি।

২.২৪। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবে চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ধনাত্মক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জুলাই-এপ্রিল, ২০২১ মাসে প্রবাস আয়ের পরিমাণ ছিল ২০.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৯.০ শতাংশ বেশি। তবে চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বৈদেশিক নিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.১২ মিলিয়ন যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৪.৬ শতাংশ কম। এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির এই হার গড়ে ১২.০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৫। রপ্তানি বানিজ্যে শ্লথ গতির কারণে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ভারসাম্যের ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের চলতি হিসাবে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অবস্থা বিরাজ করছে। জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সময়ে চলতি হিসাবে ভারসাম্য দাঁড়িয়েছে ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে মূলধন ও আর্থিক হিসাবের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ছিল এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের

(FDI)-এর পরিমান ছিল ০.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সার্বিকভাবে সামগ্রিক হিসাবও ধনাত্মক ছিল। তাছাড়া, প্রবাস আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দাতাসংস্থার নিকট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমান বাজেট সাপোর্ট প্রাপ্তিতে ৩ মে, ২০২১ মাসে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উন্নীত হয়েছে ৪৫.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা দিয়ে প্রায় ১০ মাসের আমদানি বিল পরিশোধ করা যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল এবং চলতি অর্থবছরের এপ্রিল মাস শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৮৪.৮ টাকা, যা বিগত অর্থবছরের শেষে ছিল ৮৪.৭ টাকা। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির দরুন রপ্তানি ও প্রবাস আয় উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কার্যকরী চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং বহি:খাতের ইতিবাচক অগ্রগতি বৈদেশিক বিনিময় হারকে বৈশ্বিক বিনিময় বাজারে প্রতিযোগিতামূলক রাখবে।

২.২৬। উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যাপক সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন যার ফলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মধ্যমেয়াদে উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকার মেগা অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার জন্য প্রচুর বৈদেশিক রিজার্ভ প্রয়োজন। এতে করে চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। তবে, ধনাত্মক মূলধন ও আর্থিক হিসাব যেমন: বর্ধিত ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা হলেও চলতি হিসাবের এই প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত করতে পারবে। তবে পাইপলাইনে থাকা প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যক্তি খাতে বৈদেশিক ঋণের অন্ত:প্রবাহ আর্থিক ও মূলধন হিসেবে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারে। যার ফলে সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূলেই থাকবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট হতে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট পেয়েছে এবং আগামীতে আরো ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা হচ্ছে যা সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলে চলতি অর্থবছরে সামগ্রিক ভারসাম্য জিডিপি'র -০.৬ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে তা ৫৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.২৭। উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প সারণি ২.৪ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৪: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪)

সূচকসমূহ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	সাময়িক	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.২	৮.২	৬.১	৭.২	৭.৬	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৭	৫.৪	৫.৪	৫.৩	৫.২	৫.১
মোট বিনিয়োগ ((জিডিপি'র শতাংশে)	৩১.৮	৩৩.৫	৩২.৩	৩৩.১	৩৪.২	৩৬.০
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	২৩.৬	২৫.৩	২৪.২	২৫.০	২৫.৯	২৬.৮
সরকারি বিনিয়োগ ((জিডিপি'র শতাংশে)	৮.১	৮.১	৮.২	৮.১	৮.৩	৯.২
রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশে)	৯.৫	১১.৯	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭.৭	১০.৪	৯.৭	৯.৫	৯.৬	৯.৭
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত	০.২	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১.৬	১.০	১.২	১.২	১.২	১.২
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)	১৪.৯	১৭.৯	১৭.৫	১৭.৫	১৭.০	১৭.০
তন্মধ্যে, এডিপি	৫.৪	৬.৫	৬.৪	৬.৫	৬.৫	৬.৫
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৫.৪	-৬.০	-৬.১	-৬.২	-৫.৭৫	-৫.৫
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৭	৩.৫	৩.৭	৩.৩	৩.৫	৩.৫
তন্মধ্যে, ব্যাংক	২.৮	২.৭	২.৬	২.২	২.৬	২.৮
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৬	২.৫	২.৩	২.৯	২.৩	২.১
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১২.৭	১২.৫	১৫.০	১৫.১	১৫.২	১৫.৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	১৩.৭	১৭.৬	১৭.৪	১৬.০	১৬.০	১৬.০
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	৮.৬	১৬.৭	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৫.০
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশে)	-১৭.১	১৫.০	১২.০	১৫.০	১৩.০	১২.০
আমদানি (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	-৮.৬	১০.০	১১.০	১৪.০	১৩.০	১১.০
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধির হার, শতাংশ)	১১.২	১৫.০	৩৫.০	১৫.০	১২.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য ((জিডিপি'র শতাংশে	-১.৪৭	০.০৯	-০.০৫	-০.২৯	-০.৪৪	-০.৪১
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মা. ড.)	৩৬.০৪	৪০.২০	৪৪.০০	৪৮.৩৭	৫০.৭৪	৫৩.৯৯
জিডিপি (চলতি মূল্যে) কোটি টাকা	২৭,৯৬,৩৭৮	৩১,৭১,৮২৪	৩০,৮৭,৩৩৩	৩৪,৫৬,০৪০	৩৮,৭৭,৬৮১	৪৩,৬৪,২২৯
জিডিপি (চলতি মূল্যে) বিলিয়ন মা. ড.	৩৩০.১	৩৭৭.৬	৩৬৩.২	৪০৫.৪	৪৫৪.৯	৫১১.৯
মাথা পিছু আয় (মার্কিন ডলার)	২,০৬৪	২,৩২৬	২,২২৭	২,৪৬২	২,৭১৭	৩,০১৪

উৎস: অর্থ বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

সরকারি ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল শর্ত এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় বারের মতো পূরণ করেছে বাংলাদেশ, এবং এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে এ দেশ। এর ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমাজে পরিণত হওয়ার নির্ধারিত পথে অগ্রগামী বাংলাদেশ। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উদ্ভূত সংকট সেই উন্নয়ন অভিযাত্রায় অব্যাহত অগ্রগতি অর্জনে বিশাল ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ঝুঁকি মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করছে এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে সরকারি ব্যয়কে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করছে। কারণ, সরকারি ব্যয় একদিকে যেমন অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উৎপাদন উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শাণিত করে। তাছাড়া, সরকারি ব্যয় দারিদ্র্যবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক হলে একটি দক্ষ পুনর্বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করা যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশল (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলে 'রূপকল্প ২০৪১', '৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা', 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিগুলোতে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত ঘাটতি কমানো, জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রভাব অভিযোজন ও প্রশমণের লক্ষ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৩.২ মার্চ- এপ্রিল ২০২০ সময়ে ৬৬ দিনের লকডাউন এবং চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে দেশব্যাপী দীর্ঘ লকডাউনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার তার অগ্রাধিকারসমূহ পুন:নির্ধারণপূর্বক সরকারি ব্যয় ও সম্পদ বন্টনের পরিকল্পনা করেছে। সরকারের উন্নয়ন প্রাধিকারের মূল লক্ষ্য হলো রাজস্ব ও প্রণোদনা

সম্বলিত পুনরুদ্ধার প্যাকেজের সহায়তায় কোভিড-১৯ মহামারির ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা। উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের অগ্রাধিকার পুন:পর্যালোচনা করে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যেসব খাত কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরাসরি জড়িত, যেমন স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজ কল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি অথবা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসব খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত থাকবে। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ সামাল দেয়ার জন্য সরকার গত বছরে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বর্ধিত করে চলতি বছরে বৃদ্ধি করে ২৩টিতে উন্নীত করেছে, এবং বরাদ্দ ১২৮,৪৪১ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। ঘোষিত এ প্রণোদনা প্রায় জিডিপির ৪.২ শতাংশ। ঘোষিত ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করা হবে স্বল্প সুদ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, বিশেষ ভাতা, ইনসেনটিভ ইত্যাদি রাজস্ব সহায়তা হিসেবে।

৩.৩ নীতি বিবৃতির এ অধ্যায়ে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের খাতভিত্তিক বিভাজন, খাতওয়ারি কর্মসূচি ব্যয়ের সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহের বিপরীতে সম্পদ বরাদ্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত কর্মসূচি ব্যয়ের ধরণ ও প্রক্ষেপণের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি খাতে ব্যয়ের চিত্র

৩.৪ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি'র শতকরা হারে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এবং দেশব্যাপী গুণগত ও মানসম্পন্ন সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিধি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মূলত: বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অগ্রসরমান দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জিডিপি'র শতকরা হারে সরকারি ব্যয় তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। বাংলাদেশে ২০২০ সালে সরকারি ব্যয়ের আকার ছিল জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ, যেখানে ভিয়েতনাম, ভারত ও নেপালের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২১.৫, ৩০.৯ ও ২৭.০ শতাংশ। তাছাড়া, উন্নত দেশগুলোর সরকারি ব্যয়ের আকার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি (সারণি ৩.১)। এই পরিস্থিতিতে, সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির গতি ও মূল্যস্ফীতির ধারা স্থিতিশীল রেখে সীমিত সম্পদের মধ্য হতে কিভাবে সরকারি ব্যয়ের আকার বৃদ্ধি করা যায়।

সারণি ৩.১: কতিপয় দেশের সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত, ২০২০

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

দেশ/অঞ্চল	সরকারি ব্যয়/মোট দেশজ উৎপাদন
	২০২০
ফ্রান্স	৬২.৪
ডেনমার্ক	৫৫.০
বেলজিয়াম	৬০.৮
অস্ট্রেলিয়া	৪৪.৯
ইউএসএ	৪৬.১
ভিয়েতনাম	২১.৫
ভারত	৩০.৯
নেপাল	২৭.০
মালয়েশিয়া	২৫.৪
বাংলাদেশ	১৪.৯

উৎসঃ WEO, আইএমএফ, এপ্রিল, ২০২১ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরকারি পদক্ষেপ

৩.৫ কোভিড-১৯ মহামারির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার নানা প্রকারের রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান করছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় লক্ষ লক্ষ লোক চাকুরিচ্যুত হয়েছেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন বন্ধ করার ফলে 'সরবরাহ চেইন' মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় বহুলাংশে বেড়েছে । পাশাপাশি, এ অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকিসমূহ হ্রাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থায়নের কারণেও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে উদ্ভূত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে গত বছর বাংলাদেশ সরকার চারটি প্রধান কৌশলগত কর্মসূচি নিয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ চারটি মূল কৌশল নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল:

(ক) চাকুরি/কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ এবং বিলাস দ্রব্যের ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। জিডিপি ও পাবলিক ব্যয়ের অনুপাত খুব কম (৩৪ শতাংশ) হওয়ায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর চাপ পড়বে না এবং সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থান বজায় থাকবে।

(খ) উৎপাদন খাতে শ্রমিকদের ধরে রাখতে, বিশেষ করে উৎপাদনমুখী শ্রমিক ধরে রাখা, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়িক পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী উৎপাদন শিল্পের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা। এক্ষেত্রে প্রধান নীতিগত পদক্ষেপ হচ্ছে - ব্যবসার জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে স্বল্প সুদে বেশ কয়েকটি ঋণ সুবিধা প্রদান করা।

(গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী, দিনমজুর এবং যারা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছেন তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সামাজিক সুরক্ষা জাল কর্মসূচির সম্প্রসারণ। প্রধান হস্তক্ষেপগুলো: ক) বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, খ) উচ্চ ভর্তুকি মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় (প্রতি কেজি ১০ টাকা), গ) ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ, ঘ) দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ১১২টি উপজেলার (যা পরবর্তীতে আরো ১৫০ উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে) সকল যোগ্য ব্যক্তিকে (শতভাগ) প্রদানের লক্ষ্যে ভাতা কর্মসূচি (বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাত এবং বৃদ্ধদের জন্য বয়স্ক ভাতা) সম্প্রসারণ, এবং ঙ) গৃহহীণ মানুষের জন্য দ্রুত বাড়ি নির্মাণ, ইত্যাদি।

(ঘ) অর্থনীতিতে তারল্য বজায় রাখার জন্য মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাতে মহামারি থেকে উদ্ভূত অভিঘাত এর মধ্যেও সহনশীল পর্যায়ে থাকা যায় এবং দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়। মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সিআরআর (নগদ রিজার্ভ অনুপাত) এবং রেপো হার হ্রাস করেছে এবং প্রয়োজনে তা অব্যাহত রাখা হবে। তবে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ার ফলে যাতে মূল্যস্ফীতি না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে।

৩.৬ গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১,০৩,১১৭ কোটি টাকার রাজস্ব ও প্রণোদনা সম্বলিত ১৯টি প্যাকেজ ঘোষণা করে যার, লক্ষ্য ছিল জরুরী স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, চাকরি রক্ষা এবং অর্থনীতির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা। তবে কোভিড-১৯ মহামারি অব্যাহত থাকায় এবং এ বছরের প্রথম দিকে (মার্চ ২০২১) উহার দ্বিতীয় ঢেউ বাংলাদেশে আঘাত হানায়, সরকার উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের পরিমাণ বাড়িয়ে ১,২৮,৪৪১ কোটি টাকায় উন্নীত করে এবং প্যাকেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে করা হয় ২৩টি। এই প্যাকেজগুলো এবং তাদের বাস্তবায়নের চিত্র এ বই-টির অধ্যায়-১ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের আকার ছিল জিডিপি'র ১৩.৯ শতাংশ (সারণি ৩.২)। কিন্তু, পরবর্তীতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশে দাড়ায়। মধ্যমেয়াদে সরকারের লক্ষ্য সমন্বিতভাবে সহনীয় পন্থা বজায় রাখার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি একটি টেকসই সীমার মধ্যে ধরে রাখা যায়। তবে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকার সরকারি ব্যয়ের প্রধান লক্ষ্য পুন:নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জেনে সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে, ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৭.৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় জিডিপি'র ১৭.৪ শতাংশে। অধিকন্তু, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে জিডিপির ১৭.০ শতাংশে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮- ১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১- ২২	২০২২- ২৩	২০২৩- ২৪
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১৩.৯	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৪.৯	১৭.৪	১৭.৩	১৭.০	১৭.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ৩.১: মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতকরা হারে)

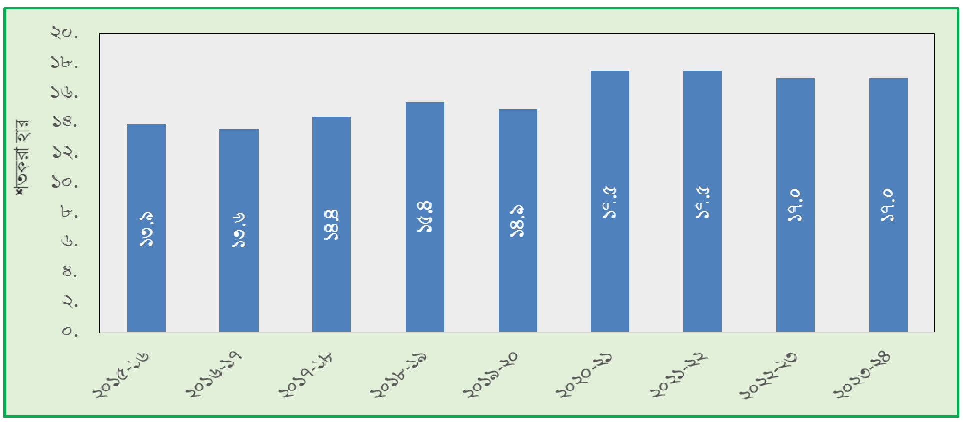

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩.৮ ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সরকারি ব্যয়ের নামিক প্রবৃদ্ধির ধারা ৬ হতে ২১ শতাংশের মধ্যে উঠা নামা করেছে। তাছাড়া, ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর সময়ে নামিক সরকারি ব্যয়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি দাড়িয়েছে ২৯.৭ শতাংশে, যা ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাছাড়া, সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বিদ্যমান বাস্তবতাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ৩.৩: সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি

(শতাংশে)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১৪.৯	১১.৯	১৯.৮	২১.৬	৬.১	২৯.৭	১১.৯	৯.৩	১২.৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চলতি ও মূলধন ব্যয়

৩.৯ সকল সরকারি ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও হস্তান্তর ব্যয়ের সমষ্টিকে নিয়েই সরকারি ব্যয় গঠিত। বাজেট শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সরকারের ব্যয় বরাদ্দের দু'টি শ্রেণি হচ্ছে: চলতি ব্যয় ও মূলধন ব্যয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনুকূলে প্রদেয় বেতন-ভাতাদি, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সমন্বয়ে চলতি ব্যয় গঠিত। ‘খাদ্য হিসাব’ এবং কাঠামোগত সমন্বয়জনিত ব্যয়ও এ চলতি ব্যয়ের অংশ। অপরদিকে, উৎপাদনশীল সম্পদের নতুন সৃষ্টি এবং সংযোজন মিলে হচ্ছে মূলধন ব্যয়। তাই মোট মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান দুটি শ্রেণি হচ্ছে- সরকারি ব্যয় হতে অর্থায়নকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বর্হিভূত মূলধন ব্যয়সমূহ। অধিকন্তু, ঋণ ও অগ্রিম, রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও হস্তান্তর ব্যয় মূলধন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩.১০ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, বিদ্যমান অবকাঠামো নেটওয়ার্কের চাহিদা মেটানো ও সরকারি সেবার গুণগত মানোন্নয়নে চলতি ব্যয়ের আকার বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, জনসাধারণের

বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মূলধন ব্যয়ের প্রবৃদ্ধিও বাঞ্ছণীয়। এই পরিস্থিতিতে, বাজেট প্রক্রিয়ায় চলতি ব্যয় এবং মূলধন ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে ও অর্থনীতিকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ৫৭.৪ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৫২.৯ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন

(বাজেটের শতাংশ হিসাবে)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭- ১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
চলতি ব্যয়	৫৯.৯	৬১.৬	৫৭.৩	৫৬.৭	৫৭.৪	৫৬.৬	৫৪.২	৫৩.২	৫২.৯
মূলধন ব্যয়	৪০.১	৩৮.৪	৪২.৭	৪৩.৩	৪২.৬	৪৩.৪	৪৫.৮	৪৬.৮	৪৭.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.১১ ২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটের অংশ হিসেবে মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও (সারণি ৩.৪) ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জিডিপি'র মাত্র ৪.৩ শতাংশ থাকলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা জিডিপির ৫.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (সারণি ৩.৫)। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি'র ৬.৪ শতাংশে।

সারণি ৩.৫: মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন

(জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে)

খাত	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত
মোট ব্যয়	১৩.৮	১৩.৯	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৪.৯	১৭.৫
চলতি ব্যয়	৭.৯	৮.৩	৮.২	৭.৩	৮.৬	৮.৪	৯.৮
বেতন ও ভাতাদি	১.৯	২.৩	২.৫	২.১	২.১	২.০	২.১
পণ্য ও সেবা	১.১	১.১	১.০	১.০	১.১	১.০	১.১
সুদ পরিশোধ	২.০	১.৯	১.৮	১.৯	১.৯	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ	১.৯	১.৮	১.৭	১.৭	১.৮	১.৯	১.৯

বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.২	০.১	০.২	০.২
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৮	৩.১	২.৯	২.৯	৩.৪	৩.৩	৪.৪
থোক বরাদ্দ ও কাসক*	০.২	০.১	০.২	০.০	০.০	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.১	০.০	০.১	০.৩	০.২	০.১	০.১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৩	৪.৭	৪.৩	৫.৩	৫.৮	৫.৪	৬.৪
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	১.৩	০.৮	০.৮	১.৮	০.৯	০.৯	১.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়   *কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি

চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১২ বিগত ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি ব্যয় জিডিপি'র প্রায় ৯.০ শতাংশের মধ্যে উঠা-নামা করেছে। মধ্যবর্তী মেয়াদে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি ব্যয় জিডিপি'র ৯.০ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৬)।

সারণি ৩.৬: চলতি ব্যয়ের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৮.৩	৮.৪	৮.৩	৮.৭	৮.৫	৯.৯	৯.৫	৯.০	৯.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বেতন ও ভাতাদি

৩.১৩ বেতন-ভাতাদি খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে মোট বাজেটের ১৩.৮ শতাংশ। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারিদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় এ খাতে কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা (১৬.৭ শতাংশ) পরিলক্ষিত হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বজায় ছিল (১৮.২ শতাংশ) (সারণি ৩.৭)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় কমে আসে ১৩.৬ শতাংশে এবং তা ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও কমে আসে ১২.২ শতাংশে। মধ্যমেয়াদে তা আবার স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বাজেটের ১১.৮ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১২.৫ শতাংশে।

সারণি ৩.৭: বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
প্রকৃত						সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
২৮৮.২০	৪০০.৫০	৪৯০.৪	৪৭৮.৫	৫৩৪.০	৫৬৯.০	৬৫৬.১	৭১৩.৫	৮১৪.৩	৯২৫.২
(১৩.৮)	(১৬.৭)	(১৮.২)	(১৪.৮)	(১৩.৬)	(১২.৭)	(১২.২)	(১১.৮)	(১২.৪)	(১২.৫)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; (বন্ধনীতে অংকসমূহ মোট বাজেটের শতাংশ)

পণ্য ও সেবায় সরকারি ব্যয়

৩.১৪ ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর সময়ে পণ্য ও সেবা খাতের ব্যয় বাজেটের ৭.০ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করেছে (সারণি ৩.৮)। বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য ও সেবা খাতের ব্যয়কে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিসরে রাখার লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ই-জিপি-র মাধ্যমে ব্যয় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি অন্যতম। চলতি অর্থবছরের জন্য এ খাতে সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ৬.৩ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দে উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রাখা হবে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য এ খাতে ব্যয় বাজেটের ৬.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তা ৬.৬ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৮)।

সারণি ৩.৮: পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
প্রকৃত					সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
১৮২.১	২০৫.৫	২৩৪.৮	২৮৫.৭	২৮৯.৮	৩৩৭.৭	৩৭৩.৪	৪২৬.৫	৪৮৮.৮
(৭.৬)	(৭.৬)	(৭.৩)	(৭.৩)	(৭.০)	(৬.৩)	(৬.২)	(৬.৫)	(৬.৬)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীতে অংকসমূহ মোট বাজেটের শতাংশ)

ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়

৩.১৫ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করতে সরকার মূলত: ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। অর্থনীতির সামগ্রিক ইতিবাচক বাহ্যিক (positive extranalities) সুবিধা বিস্তারকারী কতিপয় খাতের উৎপাদন এবং

মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করার জন্য ভর্তুকি/প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবারকে এবং পরিবার পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানান্তর ব্যয় প্রদান করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, বাজেটে ভর্তুকি প্রদান করা হয়ে থাকে খাদ্য হিসাব, সার, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং অন্যান্য খাতে। এছাড়া, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাট কল কর্পোরেশনসমূহকে নগদ ঋণ আকারে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিগত অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নগদ ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৩.৯ক)। মোট ব্যয়ের শতকরা হারে নগদ ঋণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৪.৬ শতাংশ হতে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.১ শতাংশ হয়েছে। তবে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে আর নগদ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে না। সরকারের মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বিপিসিকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নগদ ঋণ ও ভর্তুকি খাতে ব্যয় হয় ২০৫.৭ বিলিয়ন টাকা, যা ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ৫.০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের (২০২০-২১) সংশোধিত বাজেটে এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২১৫.৮ বিলিয়ন টাকা, যা মোট সরকারি ব্যয়ের ৪.০ শতাংশ (সারণি ৩.৯ ক)।

সারণি ৩.৯ ক: নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
	প্রকৃত							সংশোধিত
১। পিডিবি	৬১	৮৯.৮	২৭.৯৪	৩৯.৯৪	৩৫.৫	৭৯.৬৬	৭৪.৩৯	৯০
২। বিপিসি	২৪.৭৮	৬	০	০	০	০	০	০
৩। বিজেএমসি ও অন্যান্য	৪.০৬	০.০৪	১.১৩	১১.৭৯	০.০১৮	৩৩.৭৫	৫৪.৪৭	৬০
মোট নগদ ঋণ	৮৯.৮৪	৯৫.৮৪	২৯.০৭	৫১.৭৩	৩৫.৫১৮	১১৩.৪১	১২৮.৮৬	১৫০
	(৪.৮)	(৪.৬)	(১.২)	(১.৯)	(১.১)	(২.৯)	(৩.১)	(২.৮)
৪। খাদ্য	১০.৫৫	১২.৪	৯.০৪	২৬.৪৩	১৪.১৫	৬৬.৩	৪১.৭	৫২.৩
৫। অন্যান্য	১.৫৬	১.৭	১.৮২	৩.০	৩৬.০৫	২৫.১৪	৩৫.১৬	১৩.৫
মোট ভর্তুকি	১২.১১	১৪.১	১০.৮৬	২৯.৪	৫০.২	৯১.৪৪	৭৬.৮৬	৬৫.৮
মোট নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	১০১.৯৫	১০৯.৯৪	৩৯.৯৩	৮১.১৭	৮৫.৭১	২০৪.৮৫	২০৫.৭২	২১৫.৮
	(৫.৪)	(৫.৩)	(১.৭)	(৩.০)	(২.৭)	(৫.২)	(৫.০)	(৪.০)
জিডিপি'র শতাংশে	০.৮	০.৭	০.২	০.৪	০.৪	০.৮	০.৭	০.৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; * বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ চলতি ব্যয়ের শতাংশে

৩.১৬ অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার সাধারণতঃ কৃষি, রপ্তানি এবং পাটজাত পণ্য খাতে রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান করে থাকে। সরকার এসব কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে যাতে অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের বিরুপ প্রভাব হ্রাস পায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত হয়। প্রতিবছরই অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষি খাত ও রপ্তানী খাত বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে কৃষিখাতের প্রণোদনায় ক্রমবর্ধমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিখাতে রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ ছিল ৩৬.১ বিলিয়ন টাকা যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭২.৫ বিলিয়ন টাকায় (সারণি ৩.৯ খ)। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি প্রণোদনা খাতে ৮৪.২৫ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সরকার নন-ইউরিয়া সারের (যা পরিমানে কম প্রয়োজন) ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রণোদনার পরিমাণ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ছিল প্রতিবছর ৪০.০০ বিলিয়ন টাকা। প্রবাসীদেরকে বৈধ পন্থায় প্রবাস আয় প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২ শতাংশ হারে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের জন্য ৪০.০০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এবছরও কোভিড-১৯ মহামারির ধারাবাহিকতায় রপ্তানী খাতের রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮.২৫ বিলিয়ন টাকা। মোট রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ৬.৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.১ শতাংশে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে প্রণোদনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭৭.৫ বিলিয়ন টাকা যা মোট সরকারি ব্যয়ের ৫.১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ।

সারণি ৩.৯ খ: রাজস্ব প্রণোদনা

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
				প্রকৃত			সংশোধিত
১। কৃষি	৯০.০	৬৪.৩	৩৬.১	৫২.০	৭৩.৩৬	৭২.৫	৮৪.২৫
২। রপ্তানি	৪০.০	৩৫.০১	৪০.০	৪০.০০	৪০.০	৬০.৪৪	৬৮.২৫
৩। পাটজাত পণ্য	৭.০	০.০০	৩.৯৫	৪.৮১	৪.৮১	৫০.০	৮০.০
৪। প্রবাস আয়	-	-	-	-	-	৩০.৬	৪৫.০০
মোট প্রণোদনা	১৩৭.০	৯৯.৩	৮০.১	৯৬.৮	১১৮.২	২০০.১৩	২৭৭.৫
	(৬.৬)	(৪.১)	(৩.০)	(৩.০)	(৩.০)	(৫.১)	(৫.১)
জিডিপি'র শতাংশে	০.৯	০.৫৭	০.৪১	০.৪৩	০.৪৬	০.৭৬	০.৯০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; *বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ মোট ব্যয়ের শতাংশে

চিত্র ৩.২: রাজস্ব প্রণোদনার কাঠামো

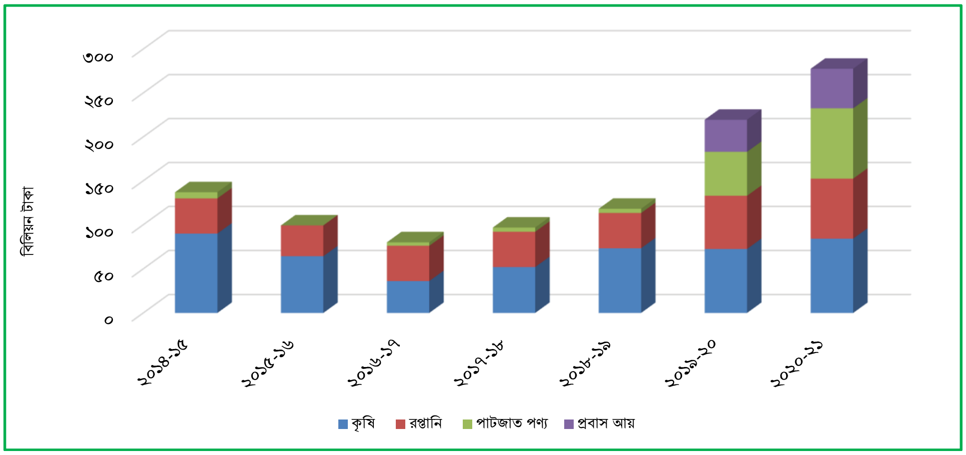

সুদ পরিশোধ

৩.১৭ যেহেতু সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় হয় সুদ পরিশোধ বাবদ, কাজেই সরকার কর্তৃক সবসময় সহজ শর্তের (concessionary) বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর সময়কালে সুদ পরিশোধের হারে ক্রমহ্রাসমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে (সারণি ৩.১০)। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের বিপরীতে সুদ বাবদ ব্যয়ের হার গত অর্থবছর অপেক্ষা কম হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ঘাটতি ব্যয় পূরণ ও সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা এড়ানোর লক্ষ্যে সরকার মধ্যমেয়াদে সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সারণি ৩.১০: সরকারি ঋণের উপর সুদ ব্যয়

(মোট ব্যয়ের শতাংশ)

খাত	২০১৪-১৫ প্রকৃত	২০১৫-১৬ প্রকৃত	২০১৬-১৭ প্রকৃত	২০১৭-১৮ প্রকৃত	২০১৮-১৯ প্রকৃত	২০১৯-২০ প্রকৃত	২০২০-২১ সংশোধিত
অভ্যন্তরীণ	১৪.০৯	১৩.১০	১২.৪৯	১১.৮৫	১১.৭৫	১২.৯৯	১০.৮৫
বৈদেশিক	০.৭৪	০.৬৭	০.৬৯	১.১২	০.৮৮	১.০৪	০.৯৯
সর্বমোট	১৪.৮৩	১৩.৭৭	১৩.১৭	১২.৯৭	১২.৬৩	১৪.৬৩	১১.৮৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও নন-এডিপি মূলধন ব্যয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকারি বিনিয়োগ মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূলধন ব্যয় ছিল জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ যা সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.২ শতাংশে দাঁড়ায়। আবার, ২০১৯-২০ অর্থবছর উহা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.৩ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে হয়েছে ৭.৫ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর নাগাদ মূলধন ব্যয় জিডিপি'র ৮.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ৩.১১)।

সারণি ৩.১১: মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৫.৬	৫.২	৬.১৭	৬.৭	৬.৩	৭.৫	৭.৯	৭.৯	৮.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়

৩.১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)কে সরকারি খাতে মূলধন সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র প্রকৃত বাস্তবায়ন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৪৯.২ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫০৭.৮ বিলিয়ন টাকাতে দাঁড়ায়। ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর সময়কালে এডিপি বাস্তবায়নের হার সংশোধিত বাজেটের ৭৬.০ শতাংশ হতে ৮৮.২ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করলেও, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই হার হ্রাস পেয়ে ৭৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। মূলত: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্রমাগতভাবে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়, কিন্তু প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই, সরকার এডিপি বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য আইবাস++ নামক ডিজিটাল প্লাটফর্ম চালুকরণ, গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে প্রকল্প পরিচালককে উন্নয়ন প্রকল্পের সরকারি অর্থের সমগ্র চার কিস্তির টাকা ছাড় করার ক্ষমতা অর্পণ ইত্যাদি পদক্ষেপ, যা প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার

পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০২১ এ কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ এর প্রাদুর্ভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র (এডিপি) বাস্তবায়ন অন্যান্য স্বাভাবিক বছরের তুলনায় কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সরকার কর্তৃক ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে, এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরেও একইভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে মধ্যমেয়াদে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের অবস্থা সম্বলিত তথ্য সারণি-৩.১২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.১২: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
বাজেট	৯৭০.০	১১০৭.০	১৫৩৩.৮	১৭৩০.০	২০২৭.২	২০৫১.৪
সংশোধিত বাজেট	৯১০.০	১১০৭.০	১৪৮৩.৮	১৬৭০.০	২০১১.৯	২৯৪৯.৭
প্রকৃত বাস্তবায়ন	৮০৮.৬	৮৪১.০	১১৯৫.৪	১৪৭২.৯	১৫০৭.৮	৩৯১.৩*
(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	(৪.৭)	(৪.৩)	(৫.৩)	(৫.৮)	(৫.৪)	(১.৩)
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৮৮.৯	৭৬.০	৮০.৬	৮৮.২	৭৪.৯	১৩.৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; * জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন

মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪) ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

৩.২০ কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বের পথে ফিরিয়ে আনতে সরকার স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করেছে। এসব পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় এবং করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় মধ্যমেয়াদি ব্যয় কাঠামোতে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট হুমকিসমূহের মোকাবেলা ও অভিযোজনের বিষয়সমূহও সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে

গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। ২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ব্যয় কার্যক্রম ও খাতভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ খরচের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। পাশাপাশি, বিস্তারিত প্রোগ্রাম ব্যয় সারণি-৩.১৩ এ দেখানো হলো।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালীকরণ[১]

৩.২১ সরকার জনস্বাস্থ্য ও জনজীবন সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সরকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রেখেছে এবং প্রতিবছর এসব সেবার মান ও আওতা বৃদ্ধি করছে। গত মার্চ ৮, ২০২০ তারিখে দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার পর এ ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে National Preparedness and Response Plan প্রস্তুত করা হয় এবং এ বছর তা কিছুটা সংশোধনকরে সময়োপযোগী করা হয়েছে। এ বছর এপ্রিল মাসে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ দেখা দেওয়ায় সংশোধিত 'National Preparedness and Response Plan' অনুসারে দেশব্যাপী দ্বিতীয় মেয়াদে লকডাউন ঘোষণা করে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চালুকৃত বিশেষায়িত আইসোলেশন ইউনিট, রাজধানীতে স্থাপিত ১৪টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে স্থাপিত ৬৪টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমান দ্বিতীয় ঢেউ এর সময়েও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। তাছাড়া, বিগত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত ৫৫টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান করছে। নতুন আরও ৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ এর সময়ে আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে। এ হাসপাতালে ২০০টি আইসিইউ বেড, ২৫০টি হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) বেড, ৫৬ শয্যা সংবলিত জরুরি ওয়ার্ড ও ৩৯৫টি সাধারণ বেড রয়েছে।

৩.২২ দেশের সকল পয়েন্ট অব এন্ট্রিসমূহ (যথা বিমান, স্থল ও নৌবন্দর) দিয়ে আগত যাত্রীদের স্ক্রীনিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। সরকারিভাবে ঢাকায় ৭২টি ও ঢাকার বাইরে ৪৯টিসহ মোট ১২১টি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ এর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর অনলাইন ভেরিফায়েড টেস্ট রিপোর্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দেশের

[১] স্বাস্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রতিটিতে ৫টি করে আইসোলেশন বেড প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে। দায়িত্ব পালনকালীন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানী বাবদ চলতি বছরে ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৩.২৩ কোভিড-১৯ মহামারি হতে জনজীবন সুরক্ষায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ হতে দেশব্যাপী গণ টিকাদান কর্মসূচি সফলভাবে আরম্ভ হয়েছে এবং গত মে ১৩, ২০২১ পর্যন্ত ৫৮,১৯,৯০০ জন যোগ্য নাগরিককে টিকা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪,৯৬,১৮৬ জনকে দ্বিতীয় ডোজ টিকাও প্রদানের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ভ্যাকসিনের মাধ্যমে দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে বিনা মূল্যে করোনভাইরাস রোগ থেকে মুক্তিযোগ্য টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এক্ষেত্রে, টিকা ক্রয় ও টিকা প্রদানের সক্ষমতা অর্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউইট ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে অক্সফোর্ড ও এ্যাস্ট্রাজেনিকার ৩ কোটি ডোজ ভ্যাক্সিন ক্রয় করেছে। ইতোমধ্যে, ভারত সরকার ও চীন সরকার যথাক্রমে ৩২ লক্ষ ডোজ ও ৫ লক্ষ ডোজ বাংলাদেশ সরকারকে মৈত্রী উপহার হিসাবে প্রদান করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, COVAX facility হতে (মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর) ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষের জন্য ৬ কোটি ৮০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন পাবে। সরকার চীন (Sinopharm) ও রাশিয়ার (Sputnik-V), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Pfizer Co. ও ফ্রান্স/বেলজিয়ামভিত্তিক Sanofi/GSK এর নিকট হতে ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য ব্যাপক চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক হতে কোভিড-ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে ১৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবে। বাংলাদেশ ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক হতেও ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবে।

৩.২৪ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে ও সামনের অর্থবছরেও তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। বিশ্বব্যাংক হতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) হতে ১০০

মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি এর অর্থায়নে COVID-১৯ Emergency Response and Pandemic Preparedness প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প হতে টিকা ক্রয়, অক্সিজেন লাইন স্থাপন, আইসিইউ/সিসিইউ স্থাপন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতিকরণ এবং জরুরী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় COVID-১৯ Response Emergency Assistance প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে আইসিইউ বেড, ভেন্টিলেটর ও পিসিআর মেশিন ক্রয় এবং ১৯টি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষাগার সম্প্রসারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরসহ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কেইস ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল ও পরামর্শক চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩.২৫ সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ (এইচএনপি) সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। এসব ক্ষেত্রে সরকার ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু অনুপাত, নবজাতকের মৃত্যু হার, অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনেও বাংলাদেশ সক্ষম হবে। ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) এর মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৭-২২ মেয়াদে সেক্টর ওয়াইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধ খাত এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হবে। স্বাস্থ্য সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সেবা নিশ্চিত করতে চলতি অর্থবছরেও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে নতুন ২১৩ জন ডাক্তার নিয়োগ

দেয়া হয়েছে, যারা কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানে বিভিন্ন হাসপাতালে যুক্ত হয়েছেন। দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ৫০ শয্যা উন্নীত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ১০টি করে জুনিয়র কনসালটেন্ট (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) এর পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। উপজেলা কমপ্লেক্সসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি, যেমন-ইসিজি মেশিন, নেবুলইজার মেশিন, অটোক্লেভ, আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, ব্লাড কালেকশন মনিটর ইত্যাদি স্থাপন করা হবে।

৩.২৬ মেডিকেল শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সরকার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। মধ্য-মেয়াদে দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৯ অনুসারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়লাইসিস সেন্টার স্থাপন এর বাস্তবায়ন চলছে। এছাড়া, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সহজ করার জন্য চলতি অর্থবছরে একটি সমন্বিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মত আগামী অর্থবছরেও এ তহবিলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

কৃষি[২]

৩.২৭ উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিধায় কৃষি সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। সে জন্য, করোনা-১৯ ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি খাতকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তা, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার এ খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এ খাতে মোট ব্যয় ২০২৪ সালে ৩৭৭.০৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

[২] কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩.২৮ বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান বর্তমানে ১৩ শতাংশেরও বেশি এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষত দরিদ্রদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৮ এর আলোকে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথাযথ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিপণন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদে কতিপয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে, যেমন- পরিবেশবান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষি জমির ব্যবহার বৃদ্ধি, কৃষি কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, বংশগতিবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির জনপ্রিয়করণ ইত্যাদি। অধিকন্তু, করোনার প্রভাব মোকাবেলার জন্য সরকার এ খাতে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা এ বই-এর প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার নগদ প্রণোদনা হিসেবে মোট ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধার্থে সরকার মোট ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার বাস্তবায়ন গত ২০২০-২১ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। কৃষকগণ কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ৫০ শতাংশ হতে ৭০ শতাংশ হারে ভর্তুকি পাচ্ছেন।

৩.২৯ দেশে সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প ২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর আলোকে দেশে আমিষ এবং পুষ্টির চাহিদা মেটাতে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ খাত প্রতিদিন প্রতি জনের ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে ৬৫ গ্রাম মাছের যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জাত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩.৩০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদাপূরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করে চলছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নদী ও খাল খনন ও পুন:খনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

এবং হাওড়-বাওড় উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর অংশ হিসেবে ৬৪ জেলার ছোট নদী, খাল ও জলাশয়সমূহ পুনঃখনন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্লাইমেট স্মার্ট সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার ডাটাবেজ (CSICRD) প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩১ কাঙ্ক্ষিত বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও টেকসই পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর একটি হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। মধ্যমেয়াদ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন, পরিবেশ দূষণ কমানো, জীব বৈচিত্র্য উন্নয়ন, উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বনায়ন ও বণ্যপ্রানী সংরক্ষণের নিমিত্ত ২০২২-২০২৪ মেয়াদে ১৭,০০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৩ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ[৩]

৩.৩২ বিভিন্ন সামাজিক হস্তান্তর এবং সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের একটি কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে সামাজিক হস্তান্তর এবং সামাজিক নিরাপত্তা। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার সামাজিক সুরক্ষা নেটের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে। এ ক্ষেত্রে সরকার দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যে হার যথাক্রমে ৪০ ও ২৫.১ শতাংশ হতে কমিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নামিয়ে আনা হয়েছে যথাক্রমে ২০.৫ ও ১০.৫ শতাংশে। সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১২.৩ ও ৪.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু হঠাৎ কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট আয়-রোজগারের অস্থিতিশীলতা কিছু লোককে আবার দারিদ্র্য সীমার নীচে নামিয়ে আনতে পারে। বর্তমানে প্রায় ২৫ মিলিয়ন লোক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা ও সুবিধাসমূহের ব্যাপ্তি বাড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ২০২০-২১

[৩] সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

অর্থবছরে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় দেশের ১১২ দরিদ্রতম উপজেলার সকল যোগ্য ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতার আওতায় আনার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। মধ্য-মেয়াদে এ দু'টি কর্মসূচি আরো ১৫০টি দরিদ্রতম উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

৩.৩৩ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র, ২০১৮ এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ কার্যকর রাখা ও তার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি ও উপকারভোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এ ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরাসরি উপকারভোগীর নিকট জিটুপি'র মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দশটি কর্মসূচির নগদ ভাতা প্রদান জিটুপি পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জি-টু-পি এর অধীনে উপকারভোগীর সংখ্যা ১ কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে উপকারভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহার করা যায়। দেশের পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর, অসহায় ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নতুন উপকারভোগীদের জন্য জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে, বিদ্যমান সকল উপকারভোগীকে জিটুপি সিস্টেমের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.৩৪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা। অধিকন্তু, বেদে ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং চা বাগান শ্রমিক, ক্যানসার রোগী, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগী, স্ট্রোকে আক্রান্ত প্যারালাইসিস রোগী, এবং কনজেনিটাল হৃৎরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধী সহায়ক কেন্দ্র স্থাপন ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১১টি বিশেষায়িত স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩৫ সরকার দেশের নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অসহায় মায়েদের জন্য খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) প্রোগ্রাম চালু রাখা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং ও কর্মজীবী

মা-দের জন্য ভাতা প্রদান, নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ইত্যাদি চালু রাখার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করছে। শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু দিবা যত্ন আইন-২০২১ এর খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা জাতীয় সংসদে পাশের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সরকার শ্রমজীবী মহিলাদের সাহায্যার্থে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.৩৬ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যেমন- মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ও ভাতা প্রদান, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা সেবা ও রেশন সুবিধা প্রদান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের বৃত্তি প্রদান। বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা করে সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন, যা আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বৃদ্ধি করে ২০ হাজার টাকা করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু রাখার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করছে।

৩.৩৭ কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ, সেচ ও আধুনিক কৃষি সামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ অব্যাহত রেখেছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম নামে চারটি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে পরিবার প্রতি ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা হারে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে গ্রামের অতি দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

৩.৩৮ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার উপর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ইজিপিপি, ভিজিএফ, কাবিটা, টিআর, জিআর ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম সরকার মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে। অন্যান্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - বহুমুখি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম ভবন ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, চরম দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ, মুজিব কেল্লা নির্মাণ এবং সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৫ লক্ষ পরিবারের প্রতি

পরিবারকে নগদ ২,৫০০ টাকা করে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বছর মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ এর সময়ে আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনা করে একই উপকারভোগীদের কাছে সরাসরি নগদ স্থানান্তর কর্মসূচির দ্বিতীয় দফার সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্ত হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩.৩৯ মোট জনগোষ্ঠীর বয়সভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসে বাংলাদেশ এখন তারুণ্যদীপ্ত সময় অতিবাহিত করছে। কারণ, প্রতিবছর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, বাংলাদেশ জনমিতিক লভ্যাংশের (Demographic Dividend) সুবিধা ভোগ করছে । কিন্তু, শিল্প ও কৃষিসহ বিভিন্ন সেক্টরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে প্রতিবছর এমনিতেই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একাংশ কর্মহীন হচ্ছিল। কিছু সেক্টরের কর্মচারি/কর্মী/শ্রমিকদের চাকরী সুরক্ষা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩.৪০ তৈরি পোশাকসহ রফতানিমুখী শিল্পের কর্মচারী/শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকরি সুরক্ষিত থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি অব্যাহত রাখা এবং পাশাপাশি শ্রমিকরা যাতে ছাটাই না হয় সে লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ শিল্পগুলিকে সুদ ভর্তুকি হিসাবে সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে। তদুপরি, ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ও সেবা খাতের সংস্থাগুলিকে ৪.৫ হার সুদে চলতি মূলধন (working capital) হিসাবে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। শতকরা ৪ শতাংশ হার সুদে চলতি মূলধন হিসেবে SME সমূহকে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। এ প্রণোদনাসমূহ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও ব্যবসায় পরিচালনায় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে।

৩.৪১ এছাড়া, স্বল্প সুদে ঋণের সহায়তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করছে। সরকারের এ প্রচেষ্টা গ্রামের দরিদ্র কৃষক, প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত ও বেকার যুবকদের কৃষিক্ষেত্রে, কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, গ্রামীণ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩,২০০ কোটি প্রদান করা হবে। এগুলো হচ্ছে: কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আনসার ভিডিপি ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম সহায়ক

ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। তাছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে আরও এক হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটি কর্মসূচি নেয়া হয়েছে, যা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- জয়িতা, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, এনজিও ফাউন্ডেশন ইত্যাদির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

৩.৪২ সরকার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধি করা অন্যতম লক্ষ্য। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্থ বিভাগের 'Skills for Employment Investment Program' প্রকল্প, যার মাধ্যমে ৮,৪১,৬৮০ যুবককে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যা তাদের দেশে ও বিদেশে চাকরি পেতে সহায়তা করবে। এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪ লাখ ২৮ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এবং ২ লাখ ৪৮ হাজার জনের চাকুরির ব্যবস্থা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদফতর (DYD) কর্তৃক 'National Service programme' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার অধীনে ২,২৭,৪০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক অস্থায়ী কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমন্বিত পদ্ধতিতে সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এনএসডিএ) কার্যকর করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার 'চাকরির উন্নয়ন সংস্কার কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচিটি তিনটি ক্ষেত্রে সংস্কার করবে: (১) দ্রুত কর্ম/চাকুরি সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, (২) শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়া, এবং (৩) ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর কর্মে/চাকরিতে প্রবেশ বৃদ্ধি করা।

৩.৪৩ যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ যুবশক্তি বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯০টি উপজেলা/থানা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে স্বদেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪,২৭,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সংস্কার/কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ে ১৩,৪৮,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.৪৪ বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, যেমন- বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য নতুন গন্তব্য অন্বেষণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সাম্যতা নিশ্চিত করা। দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিদেশে কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী শ্রমিক কর্তৃক রেমিট্যান্স প্রেরণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৪টি দেশে ১.২ কোটিরও বেশি অভিবাসী শ্রমিক কাজ করছে। প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭ লক্ষ কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়। গত দশ বছরে পেশাদার, দক্ষ, অর্ধ-দক্ষ এবং অদক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৪ লক্ষের বেশি ব্যক্তি বিদেশে চাকুরি নিয়ে গেছেন, যা মোট বিদেশি কর্মসংস্থানের প্রায় ৭০ শতাংশ। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি সত্ত্বেও ২.১৭ লক্ষ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

৩.৪৫ কোভিড-১৯ মহামারী ও অন্যান্য কারণে বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসীদের পেশার সাথে সম্পর্কিত ট্রেডের উপর Recognition of Prior Learning (RPL) প্রদান করা হচ্ছে। দেশের উন্নয়নে বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে এবং বৈদেশিক শ্রম বাজারে উচ্চ বেতনে পুন:অভিবাসন সহজতর করতে RPL গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন- মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন এবং প্রবাসীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন, স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভিসা চেকিংয়ের উন্নয়ন (সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, কাতার, মালয়েশিয়া এবং ওমান), মাইগ্রেশন আইনের সংস্কার ইত্যাদি বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তদুপরি, রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা সহজ করতে এবং বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিত করতে প্রবাসী রেমিটেন্সের উপর ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে, ২ শতাংশ হারে এ প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা ও প্রবাস আয় প্রেরণের প্রক্রিয়া আরও সহজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৩.৪৬ সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। সে লক্ষ্যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আওতায় সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা

নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার, নারীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে উৎসাহিতকরণ, ঝরে-পড়ার হার হ্রাস ইত্যাদি নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এসবের মূল উদ্দেশ্য হলো- শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, গুণগত উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে থাকবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.৪৭ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার 'মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকেল্পের সহায়তায় অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও নতুন অবকাঠামো স্থাপন, সমন্বিত শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলা প্রশিক্ষণ ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে এমপিও স্কীম সম্প্রসারণ, অসাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমনকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনলাইনে ক্লাস এবং 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদান চালু করা হয়েছে।

৩.৪৮ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ চাকরিমুখী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। সাধারণ জনগণকে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন- কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন, বর্তমান ১০০ কারিগরি স্কুল ও কলেজের সাথে আরো ৩২৯টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপন, ৪টি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপন এবং ৪ বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

৩.৪৯ মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বেশকিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উদাহরণস্বরূপ, এ মন্ত্রণালয় ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সারা দেশে

প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা তাদের মায়েদের মুঠোফোনে প্রদান করছে। তাছাড়া, সরকারি প্রাথমিক ও নব্যজাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করছে। পুনরায়, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠ চর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে টেলিভিশনের মাধ্যমে “ঘরে বসে শিখি” পাঠ সম্প্রচার শুরু করেছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য বেতার ও কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে পাঠ সম্প্রচার করছে। মধ্যমেয়াদে এ মন্ত্রণালয় মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার, বুনিয়াদি ভিত্তি প্রদান, আইসিটি, ইংরেজী, সাব-ক্লাস্টার ভিত্তিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৩.৫০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক জাতি গঠন। এ মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণাধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মধ্যমেয়াদে, এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে অন্যতম হলো: বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশে-বিদেশে এম.এস, পিএইচডি এবং পোষ্ট ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদান, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পন্নকরণ, শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের পাঠের জন্যে আন্তর্জাতিকমানের বিশেষায়িত লাইব্রেরী সেবা প্রদান, স্বল্পমূলে টাইড এবং ওয়েব থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার, সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিল্পপণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

৩.৫১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের চারটি প্রধান স্তম্ভ হলোঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত সকলের জন্য সেবাসমূহের সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আইসিটি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি পার্ক সম্পূর্ণরূপে চালু করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীর সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে Central Aid Management System (CAMS), যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পারসন টু বিজনেস (পিটুবি) পদ্ধতির কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সেবা বিল ও ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজিকরণের লক্ষ্যে 'ই-পে' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পেমেন্টের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এর আওতায় আনা হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ টেলিযোগাযোগ সুবিধাকে শক্তিশালী করা এবং টেলি-ঘনত্ব ও টেলিসেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবার আওতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

৩.৫২ সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়। এ লক্ষ্যে সরকার বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যেমন- রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী সুপেয় পানি সরবরাহ, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসন, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। দেশের অর্থনীতির বিকাশে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'একটি বাড়ী, একটি খামার' কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় ৫৭ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ২,৯৯১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, ৩২.৪৯ লক্ষ্য আয় সৃজনকারী পারিবারিক ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ২.৭৪ লক্ষ উপকারভোগীকে প্রয়োজনীয় কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুসারে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় আধুনিক শহরের নাগরিক সুবিধাদি পল্লী এলাকায় সহজলভ্য করার জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ধারণানুযায়ী আধুনিক শহরের সকল নাগরিক সুবিধা পল্লী এলাকায় তৈরি করা হবে। আধুনিক শহরের নাগরিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে- আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার সরবরাহ ইত্যাদি। এ কর্মসূচির অধীনে সরকার পাইলট ভিত্তিতে ১৫টি মডেল গ্রাম উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩.৫৩ নগর ও পল্লী অবকাঠামো, যোগাযোগ ও পরিবহণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩,১৪০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ১৮,৫০০ মিটার সেতু নির্মাণ ও পল্লী এলাকায় ১৩০টি বাজার কমপ্লেক্স কেন্দ্র স্থাপন ও ১২০টি সাইক্লোন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন খাতে খাতে মোট ব্যয় গড়ে ৮.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে ৪৭৫.১২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৩.৫৪ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য যৌক্তিক মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। সুষম বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৩.৫৫ বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে 'পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১৬' শীর্ষক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায়, ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার কাজ করছে। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করে সরকার কয়লা ডিজেল-ফার্নেস তেল, পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সাশ্রয়ী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উদ্ভাবনের জন্য এ খাতে অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রাখা হবে।

৩.৫৬ বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্যসহ) ২২,০২৩ মেগাওয়াট এবং আরও ১৪,১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৭২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস হতে উৎপাদিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগ পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ, মেরামত ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছে। সরকার ভবিষ্যত জ্বালানি নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশে গ্যাসের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার বিবেচনা করা হচ্ছে।

৩.৫৭ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির অধিকাংশ পূরণ করে। সেজন্য, ব্যাপক ভিত্তিতে দেশজ গ্যাস অনুসন্ধানে অফশোর ও অনশোরে সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে রয়েছে। টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ ও ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাসের অপচয় রোধ এবং জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে, ঢাকা মহানগরীতে ২,০০,০০০ এবং চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২৩ মেয়াদে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ১,২০,০০০ এবং জালালাবাদ গ্যাস অধিভূক্ত এলাকায় ৫০,০০০ এবং চট্টগ্রাম এলাকায় ৩,০০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.৫৮ মহেশখালীতে দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনঃগ্যাসায়ন ইউনিট (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। জ্বালানি আমদানির মাধ্যমে বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ, গভীর সমুদ্র থেকে তেল সরাসরি পাইপের মাধ্যমে গ্রহণ, চট্রগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনে তেল সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় সরকার পটুয়াখালীর পায়রাতে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

৩.৫৯ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি সুসংগঠিত পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক কাঁচামাল ও চূড়ান্ত পণ্যের সুষম উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিতকরণ, মূল্যের স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ এবং দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করে। এসডিজি অর্জনের জন্য সরকার সড়ক, রেল, সেতু, নৌপরিবহন ও টেলিযোগাযোগ খাতে চলমান সরকারি বিনিয়োগ বজায় রাখা এবং তা সম্প্রসারণে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এই খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৬১.৬২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.৬০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নতুন সড়ক নির্মাণ, পুরতন সড়ক সংস্কার, উড়াল সেতু/ওভারপাস নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহকে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে, দেশের ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে, জাতীয় সমস্ত মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ, অন্যান্য মহাসড়কসমূহকে শক্তিশালী ও প্রশস্তকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ, অনলাইনে কর এবং অন্যান্য ফি আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন ২০২০ কার্যকর করা হয়েছে।

৩.৬১ সেতু বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রয়েছে -সড়ক, সেতু, নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ ইত্যাদি। সময়মত দেশের দীর্ঘতম পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করা এ বিভাগের অগ্রাধিকাররে মধ্য অন্যতম। তাছাড়া, বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এমন অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে', ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে', ঢাকা সাবওয়ে, ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ ইত্যাদি।

৩.৬২ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলপথ সম্প্রসারণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনে রূপান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ রেল স্টেশন চালু করা, নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা, ট্রেনের কোচ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ অব্যাহত আছে। রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ৫.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৬-৪৫ পর্যন্ত ৩০ বছর ব্যাপি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে এবং এর অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্রগ্রাম-কক্সবাজার ও ঢাকা-পায়রা দ্রুতগতির (High Speed) ট্রেন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-গুনধুম রেল লিঙ্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

২.৬৩ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে রয়েছে- নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌপথের নাব্যতা ধরে রাখা, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলসমূহ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। মধ্যমেয়াদে, নদ-নদীসমূহের ক্যাপিটাল ড্রেজিংকে গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে এ লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলগত অবকাঠামো উন্নয়নে Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) এর অর্থায়নে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেনইনটেন্যান্স ড্রেজিং কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৬৪ বাংলাদেশকে আঞ্চলিক হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, সহজ ও নিরাপদ যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ১২ মিলিয়নে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে রানওয়ে সক্ষমতা ১০,৫০০ ফিটে উন্নীত করা হয়েছে এবং তৃতীয় টার্মিনাল এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায়, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহের গুণগত মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত টেবিলে ২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত খাতভিত্তিক সরকারি ব্যয় দেখানো হলে:

সারণি ৩.১৩: খাতভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যয় (২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪)

খাতের নাম	বরাদ্দ ও ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)					
	প্রকৃত		সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
জন প্রশাসন	৩২৬.৬০	৩৯২.৯১	১১৫৩.০৭	১২৬৯.০৪	১৩৯৫.৯৪	১৫৩৫.৫৩
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩১৩.৫৫	৩২৩.৯০	৪২৪.২৬	৪২১.৯৩	৪৩৫.৩৪	৪৭৭.৬৭
প্রতিরক্ষা	৩২৪.৬৩	৩৪৪.৮০	৩৩৫.০০	৩৭২.৮১	৩৯৮.৯৮	৪২৭.২৭
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৬৯.৪২	২৩৪.৩০	২৬৯.৪৬	২৯১.২৪	৩০৯.১৬	৩৩০.৬২
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৩২.৪১	৬৫৯.৬৭	৭৮৬.৮৪	৯৪৮.৭৭	১০৪২.৩৭	১১৪৫.৯৫
স্বাস্থ্য	১৮২.১০	১৭৫.৩২	৩১৪.৭২	৩২৭.৩১	৩৬০.০৪	৩৯৫.৯৩
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৩৯.২০	২৪০.৮৬	২৯৫.৫৮	৩৪৩.১৯	৩৪৪.০৭	৩৭২.৩৫
গৃহায়ন	৫৮.৬১	৫৪.৯৬	৭৪.২৬	৬৩.৪৬	৬৮.৫৩	৭৪.০২
সংস্কৃতি বিনোদন ও ধর্ম	৪৪.২২	৩৭.৫৭	৪৭.১৯	৪৯.৫৮	৫৩.৬৯	৫৮.৬৬
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩৪৪.০৪	৩৩১.৩২	২৩৭.৭৭	২৭৪.৮৪	২৮৯.৬২	৩০৫.২৬
কৃষি	২৩৯.১৭	২১৯.৭৭	২৯৭.২৫	৩১৯.১২	৩৪৪.২৬	৩৭৭.০৭
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৩২.৫০	৩০.৮৩	৪২.০৩	৪০.২৬	৪২.৯৬	৪৫.৮৭
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৫০.৫৪	৫৩৭.৪৩	৬০১.৩৩	৭২০.২৮	৭৮৭.৭৬	৮৬১.৬২
মোট প্রোগ্রাম ব্যয়	৩৪৫৬.৯৯	৩৫৮৩.৬৪	৪৮৭৮.৭৬	৫৪৪১.৮৩	৫৮৭২.৭২	৬৪০৭.৮২

উৎস: অর্থ বিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ ও বিচক্ষণ ঋণ ব্যবস্থাপনা একটি ফলপ্রদ রাজস্ব নীতির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপাদান যা প্রকারান্তরে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কোভিড-১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করতে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাই সরকারকে রাজস্ব আহরণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলকে এমনভাব সাজাতে হবে যাতে তা মধ্যমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ব্যাহত না করে।

৪.২ এই অধ্যায়টিতে সমমানের কয়েকটি দেশ, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্লক ও উন্নত অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি, রাজস্ব আদায়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রবণতা, রাজস্ব আয়ের মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর) এবং মধ্য মেয়াদে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারের ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল, অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ঝুঁকিসমূহ এবং মধ্যমেয়াদে সরকারের প্রচ্ছন্ন দায়সহ সার্বিক দায় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৪.৩ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বিগত দশকব্যাপী উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে সমানতালে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ে সমমানের অন্যান্য দেশ, আঞ্চলিক ব্লক ও উন্নত দেশসমূহের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত দাঁড়িয়েছে গড়ে ৯.৯ শতাংশ যেখানে ভারতে এ হার ১৯.৭ শতাংশ, নেপালে ২১.৫ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৪.৯ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১২.৭ শতাংশ, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ায় ২৪.৭ এবং উন্নত বিশ্বে ৩৫.৮ শতাংশ। তাই রাজস্ব ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্বলতাসমূহ বিবেচনা নিয়ে মধ্য মেয়াদে কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদশের রাজস্ব আহরণ কৌশল নতুনভাবে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণে তুলনামূলক চিত্র

দেশ/অঞ্চল	মোট রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র শতাংশে)					
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড়
বাংলাদেশ	১০.০৯	১০.২২	৯.৬৬	৯.৯৭	৯.৫৬	৯.৯০
ভারত	২০.১১	১৯.৮৭	২০.০১	১৯.৬৫	১৮.৭৩	১৯.৬৭
নেপাল	২০.১৩	২০.৯৫	২২.১৭	২২.৩৫	২১.৯২	২১.৫০
পাকিস্তান	১৫.৫২	১৫.৫৪	১৫.২১	১২.৯৯	১৫.১১	১৪.৮৮
শ্রীলংকা	১৪.১২	১৩.৮০	১৩.৫২	১২.৬৫	৯.৬২	১২.৭৪
উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ	২৫.২২	২৪.৮৫	২৫.৪২	২৪.৯৪	২৩.১৬	২৪.৭২
উন্নত দেশসমূহ	৩৫.৯৭	৩৫.৯০	৩৫.৮৬	৩৫.৬৪	৩৫.৭১	৩৫.৮১

উৎসঃ World Economic Outlook, আইএমএফ, এপ্রিল, ২০২১;

রাজস্ব আদায়ের গতিধারা

৪.৪ সরকার উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত সংগ্রহের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিচ্যুতি ছিল ২.০ শতাংশ, সেখানে ২০১৯-২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬ শতাংশ হয়েছে (চিত্র ৪.১)। বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ে গড়ে ১১.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও প্রবৃদ্ধির হারে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। এই সময়ের মধ্যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার ছিল ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৮.৫ শতাংশ এবং কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীরগতি ফলে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪.৫ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের এই প্রবণতা উচ্চতর কর প্রতিপালন এবং উন্নততর কর পরিষেবা, কর ভিত্তির সম্প্রসারণ এবং কর রেয়াত হ্রাসসহ রাজস্ব প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

সারণি ৪.২: রাজস্ব আহরণ (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০) (বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	২০৮৪.৪ (১২.০)	২৪২৭.৫ (১২.৩)	২৮৭৯.৯ (১২.৮)	৩৩৯২.৯ (১৩.৪)	৩৭৭৮.১ (১৩.৫)
প্রকৃত আদায়	১৭২৯.৫ (১০.০) {১৮.৫}	২০০৭.৫ (১০.২) {১৬.৪}	২১৬৫.৬ (৯.৬) {৭.৬}	২৫১৮.৮ (১০.০) {১৬.৩}	২৬৩২.১ (৯.৯) {৪.৫}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {}- বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.১: রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (% জিডিপি)

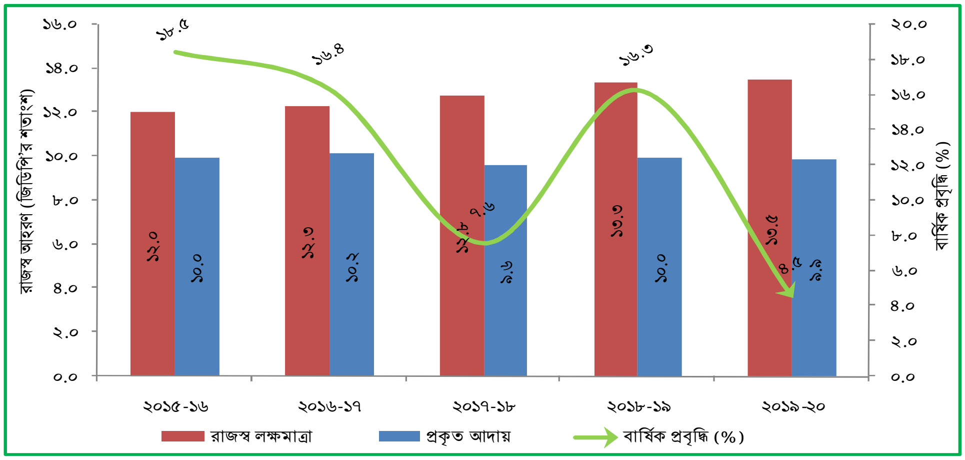

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.২ এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

উৎস ভিত্তিক রাজস্ব আহরণ

৪.৫ সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হ'ল এনবিআর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) কর রাজস্ব যা গত পাঁচ বছরে গড়ে মোট রাজস্ব আদায়ের ৮৪.৯ শতাংশ ছিল। কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ধীরগতির ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্ব ১.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের ফলে, বিগত চার বছরের ক্রমাগত: বৃদ্ধির পরে মোট রাজস্ব আহরণে এনবিআর কর রাজস্বের অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৪.৩)। সরকারি আয়ের আরেকটি উৎস হ'ল নন-এনবিআর কর যা মাদকদ্রব্য ও মদ জাতীয় পানীয়ের উপর কর, যানবাহন কর, ভূমি কর ও নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর হিসেবে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। নন-এনবিআর কর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, কর বহির্ভূত রাজস্ব যা প্রধানতঃ প্রশাসনিক ফি এবং চার্জ এবং লভ্যাংশ ও মুনাফা আয় থেকে আসে তা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত: কর বহির্ভূত রাজস্বে এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে সরকার গৃহীত সংস্কার পদক্ষেপ, যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অলস টাকা সরকারি কোষাগারে আনয়নের মাধ্যমে। এর ফলে মোট জাতীয় রাজস্বে এনটিআর এর অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৩: রাজস্ব আদায়ে উৎস ভিত্তিক অবদান (বিলিয়ন টাকায়)

রাজস্বের উৎস	অর্থ বছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
(ক) কর রাজস্ব (ক১+ক২)	১৫১৮.৮ (৮৭.৮) {৮.৮}	১৭৮০.৭ (৮৮.৫) {৯.০}	১৯৪৩.৩ (৮৯.৭) {৮.৬}	২২৫৯.৬ (৮৯.৭) {৮.৯}	২২০৭.৬ (৮৩.৯) {৭.৯}
(ক১) এনবিআর কর রাজস্ব	১৪৬২.৪ (৮৪.৬)	১৭১৬.৪ (৮৫.৩)	১৮৭১.০ (৮৬.৪)	২১৮৬.২ (৮৬.৮)	২১৪৮.১ (৮১.৬)
(ক২) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৫৬.৪ (৩.৩)	৬৪.৪ (৩.২)	৭২.২ (৩.৩)	৭৩.৪ (২.৯)	৫৯.৪ (২.৩)
(খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব	২১০.৭ (১২.২)	২৩১.৬ (১১.৫)	২২২.৩ (১০.৩)	২৫৯.২ (১২.৬)	৪২৪.৫ (১৬.১)
মোট রাজস্ব (ক+খ)	২০১২.৩	২১৬৫.৬	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	২৬৩২.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের শতাংশ, {} জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে;

এনবিআর কর রাজস্বের বিভাজন

৪.৬ এনবিআর করের মধ্যে রয়েছে আয় ও মুনাফার ওপর কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আয় ও মুনাফার ওপর কর ১১.৯ শতাংশ বাড়লেও কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে ভোক্তা পর্যায়ে স্বল্প চাহিদার কারণে এনবিআরের অন্যান্য কর, যেমন মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস শুল্ক যথাক্রমে ৬.০ শতাংশ, ১৫.৩ শতাংশ, এবং ২.৫ শতাংশ হারে কমেছে। ফলত: মোট এনবিআর কর রাজস্ব আগের বছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। তবে, বিগত পাঁচ বছরে ভ্যাট (এনবিআর করের ৩৭.৪ শতাংশ), আয় এবং মুনাফার ওপর কর (৩১.৮ শতাংশ), সম্পূরক শুল্ক (১৭.৭ শতাংশ), কাস্টমস শুল্ক (১১.৪ শতাংশ) গড়ে যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ১৩.৭ শতাংশ, ৫.৬ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৪: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকায়)

রাজস্বের উৎস	অর্থ বছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৪৫০.৮ (৩০.৮) {১০.৭}	৫২৫.০ (৩০.৬) {১৬.৫}	৫৯০.৩ (৩১.৬) {১২.৪}	৬৭২.৯ (৩০.৮) {১৪.০}	৭৫৩.৩ (৩৫.১) {১১.৯}
কাস্টমস শুল্ক	১৭৮.০	২০৭.৬	১৯৯.৯	২৪৪.০	২৩৮.০

	(১২.২) {১৯.৫}	(১২.১) {১৬.৭}	(১০.৭) {-৩.৮}	(১১.২) {২২.১}	(১১.১) {-২.৫}
মূসক	৫৪৫.৮ (৩৭.৩) {২০.৩}	৬৩৮.৭ (৩৭.২) {১৭.০}	৬৮২.২ (৩৬.৫) {৬.৮}	৮৫০.১ (৩৮.৯) {২৪.৬}	৭৯৯.১ (৩৭.২) {-৬.০০}
সম্পূরক শুল্ক	২৬১.৩ (১৭.৯) {২৪.০}	৩১৫.২ (১৮.৪) {২০.৬}	৩৬৫.১ (১৯.৫) {১৫.৮}	৩৮৪.৩ (১৭.৬) {৫.৩}	৩২৫.৩ (১৫.১) {-১৫.৩}
অন্যান্য এনবিআর কর	২৬.৬	২৯.৯	৩৩.৬	৩৪.৯	৩২.৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ কর রাজস্বের শতাংশে, { } - বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.২: এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধির বিভাজন (%)

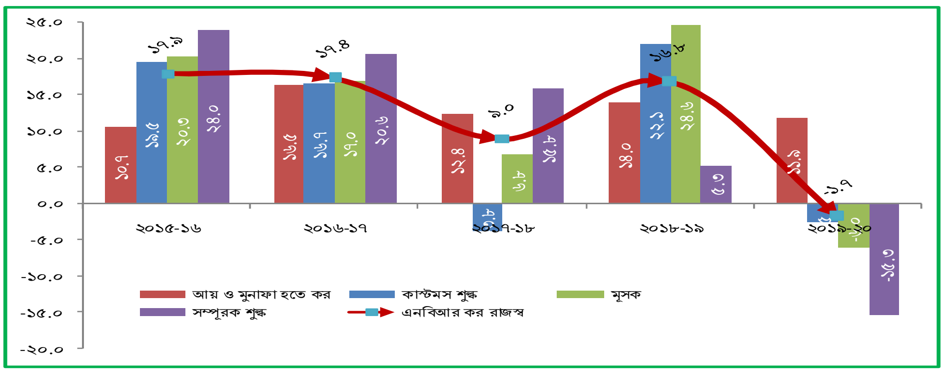

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.৪- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন

৪.৭ কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে রয়েছে লভ্যাংশ ও মুনাফা, প্রশাসনিক ফি, সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, পরিষেবা ফি, টোল এবং শুল্ক, অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় এবং মূলধন রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতগুলোর কোনটির ক্ষেত্রেই রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না; তবে, অন্যান্য খাতে প্রাপ্তি বাদ দিলে লভ্যাংশ এবং মুনাফা, প্রশাসনিক ফি এবং পরিষেবা ফি এ তিনটি খাত ছিল বিগত পাঁচ বছরে প্রধান খাত। ‘স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন-২০২০’ জারির প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের জমাকৃত অলস অর্থ কর

বহির্ভূত রাজস্বের অন্যান্য খাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এজন্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সারণি ৪.৫: কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
মুনাফা ও লভ্যাংশ	৩১.০	৩২.৩	১৯.৫	২৬.৫	৩৪.৭
	(০.০)	(৪.২)	(-৩৯.৮)	(৩৬.৪)	(৩০.৮)
প্রশাসনিক ফি	৩৩.৫	৩৮.৯	২৫.৭	২৮.০	২৩.৮
	(১.২)	(১৬.১)	(-৩৩.৯)	(৮.৮)	(-১৫.০)
সুদ	৭.৮	২২.১	১৯.৯	১৫.১	১৯.১
জরিমানা	২.৮	৫.৮	৬.০	৬.৯	৬.০
পরিষেবা ফি	৭.৬	৫.৮	৩৫.৫	৩৯.৬	২৯.৭
টোল ও শুল্ক	(০.০)	(-২৩.৩)	(৫০৮.২)	(১১.৮)	(-২৫.০)
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৩.৫	১১.০	৬.১	৬.৮	৬.৮
রাজস্ব মূলধন	৫.০	৫.৫	১৭.৪	৯.০	১৭.৪
অন্যান্য কর ব্যতীত রাজস্ব	০.৭	২.৫	৭.০	২.৬	১.৮
মোট কর ব্যতীত রাজস্ব	১১৭.২	৮৭.৩	১৫৮.৯	৭৯.৪	২৯৪.৩
কর ব্যতীত রাজস্বর প্রবৃদ্ধি	২১০.৩	২৩১.৬	২২২.৩	২৫৯.২	২৫৯.২
	(২২.৭)	(১০.১)	(-৪.০)	(১৬.৬)	(৬৩.৮)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.৩: কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)

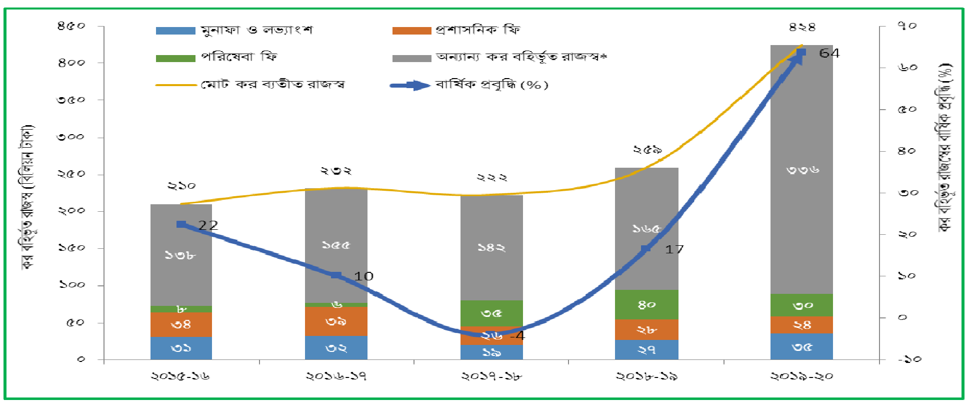

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.৫- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে , *অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে লভ্যাংশ ও মুনাফা, প্রশাসনিক ফি, ও পরিষেবা ফি বাদে সকল কর বহির্ভূত রাজস্ব অন্তর্ভূক্ত;

২০২০-২১ অর্থবছরের সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত):

৪.৮ কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিপর্যয়ের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হতাশাজনক রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির পর ২০২০-২১ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় দাঁড়িয়েছে ১.৯০ ট্রিলিয়ন টাকা (২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.১ শতাংশ)। মোট আদায়কৃত রাজস্বে এনবিআর কর, নন-এনবিআর কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের অবদান যথাক্রমে ৮১.২ শতাংশ, ২.১ শতাংশ এবং ১৬.৭ শতাংশ। এ সময়ে মুসক রাজস্বে ১৬ শতাংশ, সম্পূরক শুল্কে ৭.৯ শতাংশ এবং কাস্টমস শুল্কে ১০.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ফলে এনবিআরের রাজস্ব আদায় ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে কর বহির্ভূত রাজস্ব ৪৯.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায় ১৪.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৪.৬: ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) (বিলিয়ন টাকা)

	২০২০-২১		২০২০-২১ (জুলাই-ফেব্রু)		২০১৯-২০ (জুলাই-ফেব্রু)	আট মাসে প্রবৃদ্ধি
খাত	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %	প্রকৃত আদায়	(%)
মোট রাজস্ব	৩৭৮০.০	৩৫১৫.১	১৯০০.৭	৫৪.১	১৭০১.৯	১১.৭
কর রাজস্ব	৩৪৫০.০	৩১৬০.১	১৫৮৩.০	৫০.১	১৪৮৯.৯	৬.২
এনবিআর কর রাজস্ব	৩৩০০.০	৩০১০.০	১৫৪২.৭	৫১.৩	১৪৪২.৮	৬.৯
আয় এবং মুনাফা	১০৩৯.৫	৭৪৯.৫	৪৮৯.৯	৬৫.৪	৫০৫.৪	-৩.১
মূল্য সংযোজন কর	১২৫১.৬	১২৫১.৬	৬০৬.৯	৪৮.৫	৫২৩.৪	১৬.০
সম্পূরক শুল্ক	৫৭৮.১	৫৭৮.১	২৩৬.০	৪০.৮	২১৮.৭	৭.৯
কাস্টমস শুল্ক	৩৭৮.৬	৩৭৮.১	১৮৬.০	৪৯.২	১৬৭.৯	১০.৮
অন্যান্য কর এবং শুল্ক	৫২.২	৫২.২	২৪.০	৪৬.০	২৭.৫	-১২.৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৫০.০	১৫০.১	৪০.২	২৬.৮	৪৭.১	-১৪.৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩৩০.০	৩৫৫.০	৩১৭.৮	৮৯.৫	২১২.১	৪৯.৮

উৎস: অর্থ বিভাগ;

চিত্র ৪.৪: ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

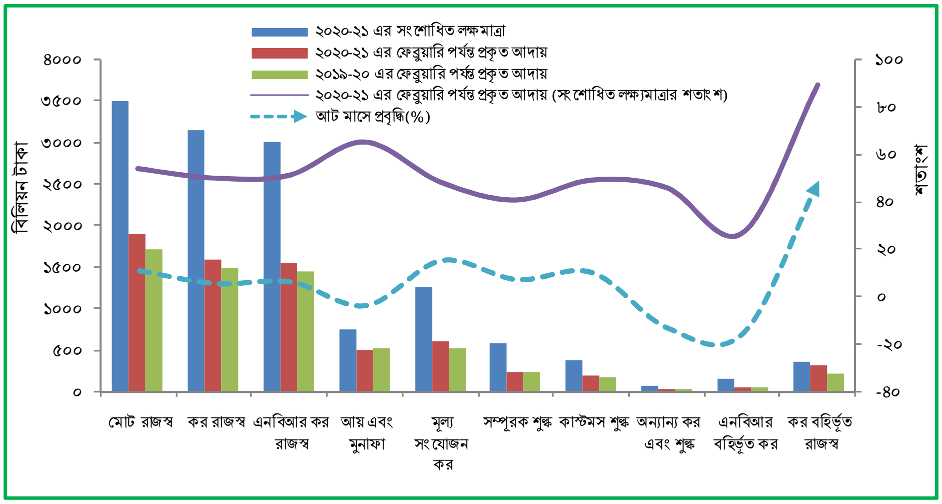

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.৬- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

৪.১০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি হতে দেখা যাচ্ছে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব আদায় বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮ ট্রিলিয়ন টাকা হতে কিছুটা কম হতে পারে। এজন্য, ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৭.০ শতাংশ কমিয়ে ৩.৫ ট্রিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, এই সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাটিও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় ৩২.২ শতাংশ বেশি।

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম

৪.১১ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ভিত্তিকে শক্তিশালী করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষত: যখন সরকার কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলিয়ে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত বিবেচনায় নিয়ে, রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ'ল কর হার বৃদ্ধি না করে কর প্রতিপালন নিশ্চিত করা। এজন্য আমাদের প্রয়োজন কর ব্যবস্থায় অবিচ্ছিন্ন ও অর্থবহ সংস্কার। এনবিআরের কাস্টমস শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়করের ক্ষেত্রে কার্যকরী সংস্কারের প্রচেষ্টা তাই মূলত: নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে:

- আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর আইনসমূহের সংস্কার এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন;
- কর ভিত্তির আওতা বৃদ্ধি করে রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে বাড়ানো;
- সশরীরে রাজস্ব অফিসে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে এবং কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার সীমিত করে করদাতাদের কর প্রতিপালন ব্যয় হ্রাস করতে হবে;
- আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক ডাটাবেইসের দক্ষ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রচলিত নিরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক নিরীক্ষার মাধ্যমে নীতি প্রয়োগ ব্যবস্থার বিকাশ;
- জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ট্যাক্স এ্যাকাউন্টিং নেটওয়ার্ক স্থাপন করা, যার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং করদাতাদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় এবং তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হবে;
- এমন একটি প্রশাসনিক এবং আইনী কাঠামো তৈরি করা যা সরকারকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতার সাথে যথাযথ কর আহরণে সহায়তা করবে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে সহায়তা করবে।

৪.১২ উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার রাজস্ব প্রশাসনে আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য বেশকিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যেগুলোর কয়েকটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অন্যান্যগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই সংস্কার কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. নতুন নতুন আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন

- পুরাতন ভ্যাট আইন, ১৯৯১ প্রতিস্থাপন করে ২০১৯ সালের ১লা জুলাই থেকে ‘মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যদিও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, তবে এ আইন কার্যকরের ফলে আগামী মাস এবং বছরগুলোতে কর রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

- নতুন কাস্টমস আইন কার্যকর করার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নতুন আইনটি বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯-কে প্রতিস্থাপন করবে। এটি বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO) এর সংশোধিত কিয়োটো কনভেনশন এবং ডব্লিউটিও এর বাণিজ্য সহায়তা চুক্তিসহ কাস্টমস খাতে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুশীলনগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। কাস্টমস শুল্ক আহরণের সুবিধার্থে কাস্টমস প্রক্রিয়াগুলোকে সুসমন্বিত ও সহজ করাই এই আইনের লক্ষ্য।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-কে যুগোপযোগী ও সহজ করার জন্য নতুন Direct Tax Code এর প্রথম খসড়া তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশীজনকে নিয়ে খসড়াটির উপর আলোচনা চলছে। নতুন আইনটি করদাতাদের জন্য কার্যকরী পরিবেশ তৈরি করবে, আয়কর মূল্যায়ন ও সংগ্রহকে সহজতর করবে এবং বড় আকারের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খ. এনবিআর এর কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন:

- নতুন মুসক আইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনবিআর 'ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প' (ভিওপি) বাস্তবায়ন করছে, যার কাজ ২০১৩ সালে শুরু হয়েছে এবং ২০২১ সালের জুনে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথমত: অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধন মার্চ, ২০১৭ এ শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ভিওপি দ্বারা মোট ২,৪৩,৭০৩ টি মুসক নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, জুলাই ২০১৯ হতে একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি চালু আছে যার মাধ্যমে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মুসক নিবন্ধনের সংখ্যা ছিল ৪,২২৭ টি।

- এনবিআর ২০১৯ সালের জুলাই থেকে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে। অনলাইন মুসক রিটার্ন দাখিলের মতোই সরকার ডিজিটাল ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এনবিআর কর আদায় ও প্রত্যর্পণের বিষয়টিও ডিজিটাল ফাইলিং ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রত্যাশা করছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,০১,৩৩৮ জন মুসক প্রদানকারী অনলাইন রিটার্ন দাখিল করেছেন।

- এনবিআর ২০২০ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ইলেকট্রনিক মুসক প্রদান ব্যবস্থা (ই-পেমেন্ট) চালু করেছে। যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ১১টি নির্দিষ্ট

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে ব্যাংক হিসাব রয়েছে, তারা সশরীরে ব্যাংকে না গিয়েও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুসক প্রদান করতে পারবেন। এনবিআর শীঘ্রই দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক, সোনালী ব্যাংককে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রত্যাশা করছে। এই প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকগুলোকে মুসক প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রেরণ করে। অত:পর ব্যাংকগুলো RTGS এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ জমা দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক লেনদেনের তথ্য এনবিআরের সমন্বিত মুসক প্রশাসন ব্যবস্থায় (আইভিএএস) প্রেরণ করে। করদাতাগণ আইভিএএস থেকে মুসক প্রদানের নিশ্চয়তা পান। প্রবর্তনের পর থেকে এনবিআর এই ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে ২৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

- সরকারি অর্থ জাতীয় কোষাগারে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে জমা হওয়ার সুবিধার্থে সরকার স্বয়ংক্রিয় চালান পোর্টাল চালু করেছে। এই স্বয়ংক্রিয় চালান (যা 'এ-চালান' নামেও পরিচিত) সরকারের রসিদ উইন্ডো হিসাবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে পাইলট ভিত্তিতে আয়কর প্রদানকে 'এ-চালান' পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এনবিআর এখন ভ্যাট ও কাস্টমস শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রেও অটোমেটেড চালান এর ব্যবহার চালু করার পরিকল্পনা করেছে। 'এ-চালান' ভূয়া রিটার্ন জমা ও রাজস্ব ফাঁকি রোধসহ সময়মতো (রিয়েল টাইম ভিত্তিতে) অর্থ জমা নিশ্চিত করবে। তদুপরি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টিং অফিস প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে গড়মিল দূর হবে।

- মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি রোধ এবং এর সংগ্রহ বাড়াতে সরকার বিক্রয়ের তথ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসহ ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইস (ইএফডি) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১-এর মার্চ-এর শেষ অবধি ২,৭৪১ ইএফডি মেশিন এবং ৩০৫ এসডিসি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৩,০৪৬টি ডিভাইস বা মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। মেশিনগুলো প্রাথমিকভাবে বার্ষিক লেনদেন ৫০ লক্ষ বা ততোধিক হয় এমন বিক্রয়/পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হচ্ছে। এনবিআর ২০২১ সালের জুনের মধ্যে ১০,০০০ ইএফডি মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। আবাসিক হোটেল, বেকারি এবং ফাস্ট ফুড, সাজসজ্জা ও খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং মিষ্টির দোকানসহ ২৪টি খাতকে এ কাজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

- মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি রোধ এবং দ্রুত শুল্ক ছাড়ে সহযোগিতার জন্য সরকার শুল্ক পরিদর্শনের সকল পয়েন্টে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যাতে সকল আমদানি এবং রপ্তানি চালান স্ক্যানিং প্রক্রিয়াভূক্ত হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে কার্যকর করতে শুল্ক দপ্তরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট/কমিশনারেট স্থাপনের প্রক্রিয়া এনবিআর অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছে।

- বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাটিকে আরও সহজতর করার জন্য, এর অপব্যবহার হ্রাস এবং এটির ব্যবহার স্বচ্ছ করতে সরকার ২০২১ সালের জুনের মধ্যে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনার অটোমেশন এর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এজন্য সফটওয়্যার ও পরামর্শ সেবা ক্রয়ের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- এনবিআর করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল টিআইএন-ধারীর জন্য রিটার্ন জমাদান বাধ্যতামূলক করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ নাগাদ মোট টিআইএন-ধারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫.৯৬১ মিলিয়ন। আবার, মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত মোট রিটার্ন দাখিল হয়েছে ২.৫৪৩ মিলিয়ন যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯.৮২ শতাংশ বেশি। আগামী বছরগুলোতে করদাতার সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য এনবিআর সারাদেশে সমীক্ষা পরিচালনা করছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেলার আয়োজন করছে।

- বর্তমানে কর অবকাশ ও হ্রাসকৃত কর হারসহ অর্থনীতির অনেকগুলো খাত বিভিন্ন কর সুবিধা উপভোগ করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের পর থেকে সরকার এ জাতীয় ছাড়কে নিরুৎসাহিত করে আসছে। এনবিআর সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কর অব্যাহতি, হ্রাসকৃত কর হার এবং কর অবকাশ সুবিধার কারণে মোট কর ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে।

- এনবিআরের অন্যান্য সংস্কার প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে রয়েছে - (১) সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে ASYCUDA World ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (২) National Single Window, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট, অগ্রিম রুলিং, অথোরাইজড ইকোনমিক অপারেটর, ইত্যাদির বাস্তবায়ন ও অপারেশনাইলেশন এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে

গতিশীলতা আনয়ন; (৩) এসজিএমপি প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর জমাদান ব্যবস্থার বাস্তবায়ন; (৪) আয়কর কর্তনের নিরীক্ষণ জোরদার করতে "Individual Source Tax Deduction Monitoring Zone" এর বাস্তবায়ন; (৫) আয়করের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৬) ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং বিরোধী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (৭) আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রম জোরদার করা; এবং (৮) ট্যাক্স নেট বা করজাল এর সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ ও কর সংক্রান্ত আইন ও কর পরিশোধের ব্যবস্থার সরলীকরণ।

গ. কর বহির্ভূত রাজস্বে সংস্কার

- অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সময় রাজস্ব আহরণ জোরদার করা কঠিন হলেও সরকার "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন - ২০২০" নামক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় ট্রেজারি একক হিসাবকে শক্তিশালী করে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অলস অর্থ জাতীয় কোষাগারে জমা করা হচ্ছে। নতুন আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে, সরকার স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ এবং সরকারি অ-আর্থিক সংস্থাগুলো থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬০.৫ বিলিয়ন টাকা পেয়েছে। চলতি বছরে সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ১৫৮ বিলিয়ন টাকা প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে মে, ২০২১ পর্যন্ত ১৫২ বিলিয়ন টাকা পাওয়া গিয়েছে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস

৪.১৩ রাজস্ব খাতে চলমান ও প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচিসমূহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বাড়াতে ও মধ্য-মেয়াদে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৩.৯ ট্রিলিয়ন টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের এ সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০.৭ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকৃত আহরণ হতে ২১ শতাংশ হারে (গড়ে) রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার হলে এবং এনবিআর এর সংস্কার

কর্মসূচিসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ জোরদার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণি ৪.৭: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
মোট রাজস্ব	২৬৫৮.০ (৫.৫)	৩৭৮০.০ (৪২.২)	৩৫১৫.৩ (৩২.৩)	৩৮৯০.০ (১০.৭)	৪৩৬২.৪ (১২.১)	৪৯৯৯.৭ (১৪.৬)
কর রাজস্ব	২২১৮.৭ (-১.৮)	৩৪৫০.০ (৫৫.৫)	৩১৬০.০ (৪২.৪)	৩৪৬০.০ (৯.৫)	৩৯১৬.৫ (১৩.২)	৪৪৮০.৩ (১৪.৪)
এনবিআর কর রাজস্ব	২১৫৯.৩ (-১.২)	৩৩০০.০ (৫২.৮)	৩০১০.০ (৩৯.৪)	৩৩০০.০ (৯.৬)	৩৭১৮.৭ (১২.৭)	৪২৫৩.৪ (১৪.৪)
আয় ও মুনাফা	৭৫৩.৫ (১২.০)	১০৩৯.৫ (৩৭.৯)	৯৫৯.৫ (২৭.৩)	১০৪৯.৫ (৯.৪)	১২০২.১ (১৪.৫)	১৩৭৮.২ (১৪.৭)
কাস্টমস শুল্ক	২৩৭.২ (-২.৮)	৩৭৮.৬ (৫৯.৬)	৩৭১.৫ (৫৬.৬)	৩৭৯.১ (২.০)	৪৩৪.৩ (১৪.৬)	৫১০.৬ (১৭.৬)
মুসক ও সম্পূরক শুল্ক	১১৩৫.৪ (-৮.০)	১৮২৯.৮ (৬১.২)	১৬৩৫.২ (৪৪.০)	১৮২২.১ (১১.৪)	২০০৮.৬ (১০.২)	২২৬৮.৫ (৯.০)
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৫৯.৪ (-১৯.০)	১৫০.০ (১৫২.৪)	১৫০.০ (১৫২.৫)	১৬০.০ (৬.৭)	১৯৭.৮ (২৩.৬)	২২৬.৯ (১৪.৮)
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৪৩৯.৩ (৬৯.৫)	৩৩০.০ (-২৪.৯)	৩৫৫.৩ (-১৯.২)	৪৩০.০ (২১.০)	৪৪৫.৯ (৩.৭)	৫১৯.৩ (১৬.৫)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () এর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.৫: এনবিআর কর রাজস্বের প্রক্ষেপণের বিভাজন

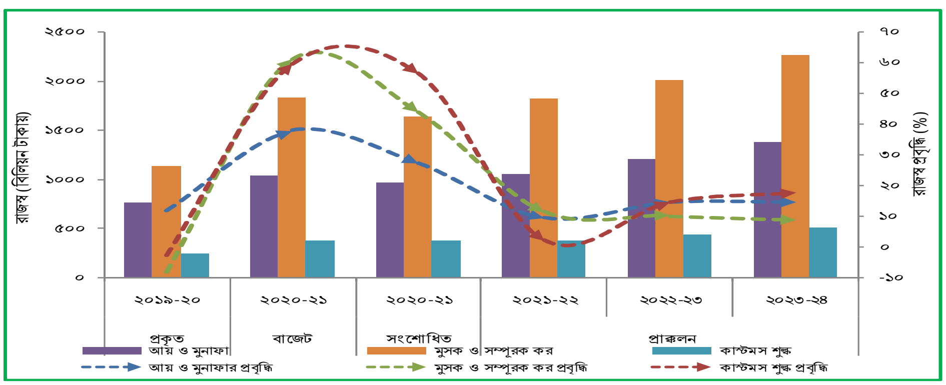

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.৭- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

৪.১৪ যেহেতু এনবিআরই হচ্ছে মূল রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান, তাই এনবিআর কর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রক্ষেপণের বিভাজন বুঝতে পারলে মধ্য মেয়াদে সার্বিক রাজস্ব আহরণের প্রক্ষেপণসমূহ সহজেই বোঝা যাবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এনবিআর রাজস্বের খাতসমূহ যেমন আয় ও মুনাফার ওপর কর, কাস্টমস শুল্ক, মুসক ও সম্পূরক কর হতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার আয় ও মুনাফার ওপর কর হতে ১,০৪৯.৫০ বিলিয়ন, কাস্টমস শুল্ক হতে ৩৭৯.১০ বিলিয়ন এবং মুসক ও সম্পূরক শুল্ক হতে ১,৮২২.১০ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকৃত আদায় হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয় ও মুনাফার ওপর কর, কাস্টমস শুল্ক এবং মুসক ও সম্পূরক শুল্ক খাতে যথাক্রমে ১৮.০ শতাংশ, ২৬.৪ শতাংশ এবং ২৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

ঘাটতি অর্থায়ন

৪.১৫ ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ ও বহি:খাত উভয় উৎসের উপর নির্ভর করে। ঐতিহাসিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫.০ শতাংশের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় প্রত্যাশার তুলনায় কমে যাওয়ায় বাজেট ঘাটতি স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। তথাপি গত পাঁচ বছরে গড় ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপির ৪.৬ শতাংশের মধ্যেই রয়েছে। রাজস্ব খাতে এই ধরণের শৃংঙ্খলা সরকারকে সরকারি ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সহায়তা করেছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন

৪.১৬ অভ্যন্তরীণ ঋণই ঘাটতি অর্থায়নের প্রধান উৎস; বিগত পাঁচ বছরে সরকার মোট অর্থায়নের ৭৩.৯ শতাংশই এ খাত হতে মিটিয়েছে। ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনযোগ্য ট্রেজারি বিল ও বন্ড ব্যবহার করে থাকে। এতদ্ব্যতীত, সরকারের দৈনন্দিন নগদ চাহিদা মেটাতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘উপায় ও উপকরণ অগ্রিম ও ওভারড্রাফট’ এর ব্যবহার করে থাকে।

এছাড়াও সরকার ব্যাংক বহির্ভূত অর্থায়নের উৎস হিসেবে অ-বিক্রয়যোগ্য সঞ্চয়ী উপকরণ যেমন বিভিন্ন মেয়াদের জাতীয় সঞ্চয়পত্র ব্যবহার করে। বিগত পাঁচ বছরে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা হতে গড়ে ২৩.৩ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গড়ে ৫০.৬ শতাংশ ঘাটতির অর্থায়ন করেছে।

সারণি ৪.৮: ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা (বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়নের উৎসসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
মোট অর্থায়ন	৬৭৩.২	৬৭৫.০	১০৫৪.৯	১৩৯৭.৬	১৪৭৬.৯
	(৩.৯)	(৩.৪)	(৪.৭)	(৫.৫)	(৫.৩)
বৈদেশিক (নীট)	১৫৯.৮	১২৩.০	২৬৪.৯	৩২৯.৭	৪৩৪.১
	(০.৯)	(০.৭)	(১.২)	(১.৩)	(১.৬)
ঋণ	২০৪.৮	১৮৮.৫	৩৩১.৩	৪৪৭.৯	৫২২.০
অনুদান	২১.৭	৭.০	৮.৭	১৬.৮	২৫.২
পরিশোধ	৬৬.৬	৭২.০	৭৫.১	১৩৫.০	১১৩.২
অভ্যন্তরীণ	৫১৩.৪	৫৫৯.৯	৭৯০.০	৯৯৪.৪	১০৪২.৯
	(৩.০)	(২.৮)	(৩.৫)	(৩.৯)	(৩.৭)
ব্যাংক	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩	২৯৪.৮	৭৯২.৭
ব্যাংক বহির্ভূত	৪০৭.৩	৬৪২.৫	৬৭২.৭	৬৯৯.৬	২৫০.২
জাতীয় সঞ্চয়পত্র	৩৪১.৫	৫১৮.০	৪৬২.৯	৫০৩.৬	১৫১.৪
অন্যান্য	৬৫.৭	১২৪.৫	২০৯.৮	২১৮.৮	৯৮.৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশে নির্দেশ করে;

বহিঃখাত হতে ঘাটতি অর্থায়ন

৪.১৭ দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধের সময়সীমা সম্পন্ন রেয়াতি ঋণের প্রাপ্যতার সাপেক্ষে সরকার বহিঃ উৎস হতেও ঋণ নিয়ে থাকে। বহিঃ উৎসের মধ্যে ঋণ/অনুদান প্রধানত: দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে নেয়া হয়। তাই, বহিঃ উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বিদেশি সাহায্য নির্ভর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। সরকার বিগত পাঁচ বছরে বহি: উৎস থেকে গড়ে ২৪.৮ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন করেছে। (সারণি-৪.৮)

চিত্র ৪.৬: ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি'র শতাংশে)

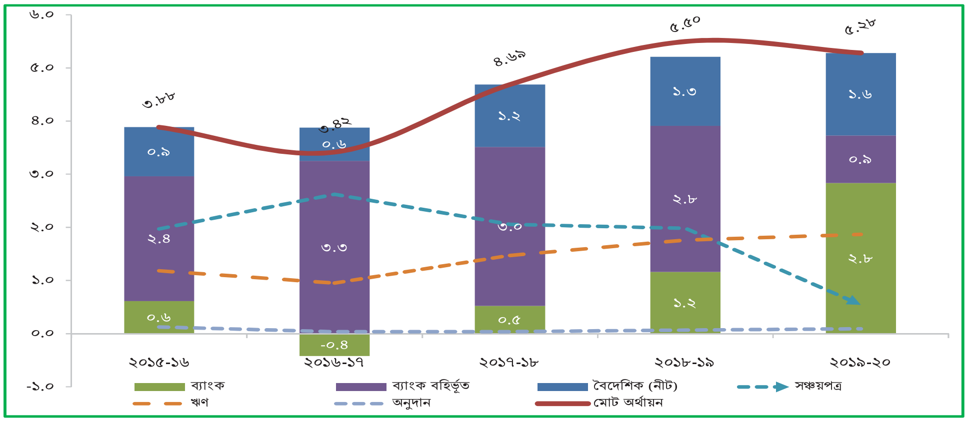

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.৮- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে ;

ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর)

৪.১৮ সরকারের ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা বিগত পাঁচ বছরে পরিমাণ এবং কাঠামোগত দিক থেকে কিছুটা বদলেছে। কোভিড-১৯ মহামারি দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় অধিক সরকারি ব্যয়ের পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে ধীরগতির কারণে বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত দুই বছরে সরকারের ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ৫ শতাংশের উপরে হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে অর্থায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে; বহিঃ উৎস হতে অর্থায়ন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যেখানে ২৩.৭ শতাংশ ছিল, তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ২৯.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বহিঃ উৎসসমূহের মধ্যে, বিদেশি ঋণের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এই সময়ে বিদেশি অনুদানের অবদান ছিল যৎসামান্য (চিত্র ৪.৬)। সরকারি অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসাবে অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের মোট অর্থায়ন চাহিদার ৭০.৬ শতাংশের যোগান দিয়েছে। শুধুমাত্র এই অর্থবছর ব্যতিত সাম্প্রতিক অতীতে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার অনেকাংশে ব্যাংক বহির্ভূত উৎসগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার ঘাটতি অর্থায়নে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের (এনএসসি) ব্যবহারে লাগাম টেনে ধরতে প্রতিপালন ভিত্তিক বেশকিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে কোনও নির্ভরযোগ্য বিকল্প না থাকায় সরকার ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণের দিকেই ঝুঁকেছে; ফলত: ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপি'র ০.৫ শতাংশের জায়গায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ২.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস

৪.১৯ বিগত মার্চ, ২০২০ এ কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশে আঘাত হানার পর থেকে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঘোষিত ১.২৮ ট্রিলিয়ন টাকার (২০২০-২১ অর্থবছরের নমিনাল জিডিপির ৪.২ শতাংশ) প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সরকার বহুপাক্ষিক/দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারস্থ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের ঘাটতি অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ২.১ ট্রিলিয়ন টাকায় (২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপির ৬.২ শতাংশ) দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সরকারের বাজেট/বিনিময় ভারসাম্য (বিওপি) সহায়তার অনুরোধে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি), জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এবং ইডিসিএফ (কোরিয়া) সহ বৃহৎ উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া মিলেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট সহায়তা হিসেবে ইতোমধ্যে ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে, এবং সরকার আশা করছে ২০২২-২৩ অর্থবছর নাগাদ উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে মোট ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা পাওয়া যাবে, যার মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার টিকা কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ বাজেট/বিওপি সহায়তা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বহি:খাত হতে এই সহায়তার ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর চাপ পড়বে না, কারণ সরকার দেশীয় উৎস থেকে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপির ৮.৫ শতাংশ হ্রাস করেছে (সারণী ৪.৯)। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎসগুলোর মধ্যে ব্যাংকিং খাতের অবদানই মূখ্য থাকবে; কেননা ঘাটতি অর্থায়নে সরকার ধীরে ধীরে ব্যয়বহুল ব্যাংক বহির্ভূত খাতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনছে।

সারণি ৪.৯: ঋণ অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়নের উৎস	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
মোট ঋণ	১৪৭৬.৯ (৫.৩)	১৯০০.০ (৬.০)	১৮৭৪.৫ (৬.১)	২১৪৬.৮ (৬.২)	২২২৯.৭ (৫.৭)	২৪১৯.৫ (৫.৫)
বহিঃ (নীট)	৪৩৪.১ (১.৬) {২৯.৪}	৮০০.২ (২.৫) {৪২.১}	৭২৪.০ (২.৩) {৩৮.৬}	১০১২.৩ (২.৯) {৪৭.২}	৮৭৯.৬ (২.৩) {৩৯.৪}	৮৯৯.২ (২.১) {৩৭.২}
বহিঃ ঋণ	৫২২.০	৮৮৮.২	৮০৯.৫	১১২১.৯	৯৯০.০	১০১০.০

অর্থায়নের উৎস	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
অনুদান	২৫.২	৪০.১	৩৯.৯	৩৪.৯	৪০.০	৪২.০
পরিশোধ	১১৩.২	১২৮.২	১২৫.৪	১৪৪.৫	১৫০.৫	১৫২.৮
অভ্যন্তরীণ	১০৪২.৯ (৩.৭) {৭০.৬}	১০৯৯.৮ (৩.৫) {৫৭.৯}	১১৫০.৫ (৩.৭) {৬১.৪}	১১৩৪.৫ (৩.৩) {৫২.৮}	১৩৫০.১ (৩.৫) {৬০.৬}	১৫২০.৩ (৩.৫) {৬২.৮}
ব্যাংক	৭৯২.৭	৮৪৯.৮	৭৯৭.৭	৭৬৪.৫	১০২০.১	১২১০.৩
ব্যাংক বহির্ভূত	২৫০.২	২৫০.০	৩৫৩.০	৩৭০.০	৩৩০.০	৩১০.০
জাতীয় সঞ্চয়পত্র	১৫১.৪	২০০.০	৩০৩.০	৩২০.০	২৮০.০	২৬০.০
অন্যান্য	৯৮.৮	৫০.০	৫০.০	৫০.০	৫০.০	৫০.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, { } বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণের শতাংশ নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.৭: মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবণতা **(জিডিপি'র শতাংশে)**

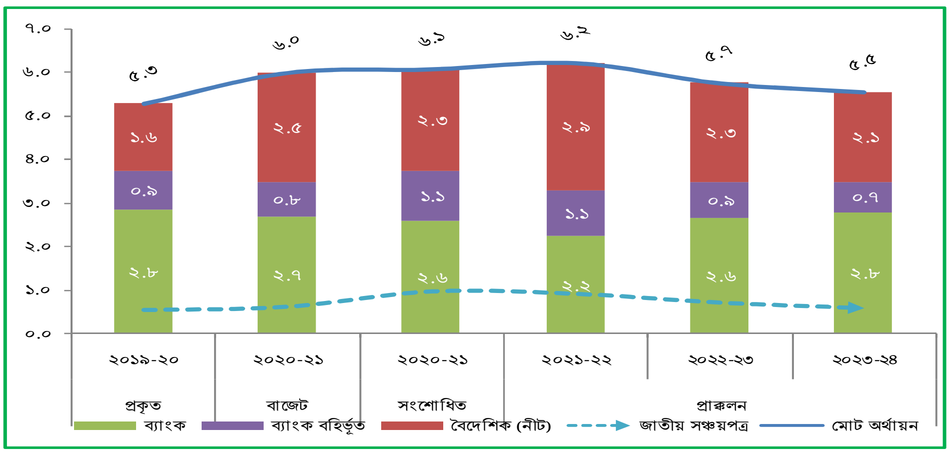

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.১০- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে ;

৪.২০ গণ টিকাদান কর্মসূচি এবং আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ জনিত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। মধ্য মেয়াদে সরকারের বাজেট ঘাটতি সংকোচনের ফলে ঘাটতি অর্থায়নের চাহিদা হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (চিত্র ৪.৭)। সরকারি অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ হতে দেখা যায় যে, এটি ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ জিডিপি'র

৬.২ শতাংশ হতে ধীরে ধীরে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি-র ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে। সরকারি অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে মধ্য মেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ২০২৩-২৪ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ৩.৫ শতাংশে (ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত অর্থায়নের অনুপাত ৩.৯:১) নেমে আসবে, আর বহি:খাত হতে অর্থায়ন জিডিপি'র ২.১ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একটি প্রাণবন্ত দেশীয় বন্ড মার্কেটের অনুপস্থিতিতে সরকার ব্যয়বহুল ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে তুলনামূলকভাবে কম সুদে ব্যাংকিং খাত হতে অর্থায়ন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে (চিত্র ৪.৭)।

অর্থায়ন ব্যয়

৪.২১ মোট অর্থায়নের একটি বড় অংশ বহিঃ উৎস হতে রেয়াতি সুবিধা সম্পন্ন ঋণ হিসেবে পাওয়ায় সরকার অতীতে সামগ্রিক অর্থায়ন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কমিয়ে রাখতে পেরেছে। বিগত পাঁচ বছরে (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর) বহিঃ ঋণের বিপরীতে সুদ বাবদ ব্যয় ছিল সরকারি ব্যয়ের ০.৯ শতাংশ এবং বহিঃ অর্থায়নের বিপরীতে অন্তর্নিহিত সুদ হার[৪] ছিল গড়ে মাত্র ১.১ শতাংশ। তবে, বহিঃ উৎস হতে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বহিঃ ঋণের বিপরীতে সুদ বাবদ ব্যয় সামান্য বেড়েছে। অন্যদিকে, যেহেতু নিকট অতীতে সরকারকে প্রায়শই ব্যয়বহুল ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণ নিয়ে অর্থায়নের চাহিদা মেটাতে হয়েছে, তাই অভ্যন্তরীণ ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ সরকারের মোট সুদ ব্যয়ের প্রধানতম অংশ ছিল। বিগত পাঁচ বছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের বিপরীতে সুদ বাবদ গড় ব্যয় ছিল মোট বাজেট ব্যয়ের ১২.৪৪ শতাংশ এবং গড় অন্তর্নিহিত সুদ হার ছিল মাত্র ৯.৪২ শতাংশ।

সারণি ৪.১০: ঋণের ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)

খাত	প্রকৃত					বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সুদ পরিশোধ	৩৩১.১	৩৫৩.৮	৪১৭.৭	৪৯৪.৬	৫৮৩.১	৬৩৮.০	৬৩৮.২	৬৮৫.৯	৭৭৫.৫	৮৮১.৬
	(১৩.৮)	(১৩.২)	(১৩.০)	(১২.৬)	(১৪.০)	(১১.২)	(১১.৮)	(১১.৪)	(১১.৮)	(১১.৯)
	{৬.৩}	{৬.১}	{৬.৩}	{৬.৩}	{৬.৩}	{৫.৯}	{৫.৮}	{৫.৩}	{৫.১}	{৫.০}
অভ্যন্তরীণ	৩১৪.৭	৩৩৫.৪	৩৮১.৬	৪৬০.১	৫৩৯.৯	৫৮২.৫	৫৮৫.০	৬২০.০	৬৯৮.০	৭৯৪.৩

[৪] চলতি বছরের সুদ ব্যয়কে চলতি বছর ও পূর্ববর্তী বছরের গড় ঋণ স্থিতি দ্বারা ভাগ করে অর্ন্তনিহিত সুদের হার হিসাব করা হয়েছে।

	(১৩.১)	(১২.৫)	(১১.৮)	(১১.৭)	(১৩.০)	(১০.৩)	(১০.৯)	(১০.৩)	(১০.৬)	(১০.৭)
	{১০.০}	{৯.৩}	{৯.২}	{৯.৪}	{৯.৩}	{৮.৫}	{৮.৫}	{৭.৭}	{৭.৫}	{৭.৪}
বৈদেশিক	১৬.৫	১৮.৪	৩৬.১	৩৪.৫	৪৩.২	৫৫.৫	৫৩.২	৬৫.৯	৭৭.৬	৮৭.৩
	(০.৭)	(০.৭)	(১.১)	(০.৯)	(১.০)	(১.০)	(১.০)	(১.১)	(১.২)	(১.২)
	{০.৮}	{০.৯}	{১.৪}	{১.২}	{১.৩}	{১.৪}	{১.৩}	{১.৩}	{১.৩}	{১.৩}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশ, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা অন্তর্নিহিত সুদের হার নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.৮: ঋণের ব্যয়

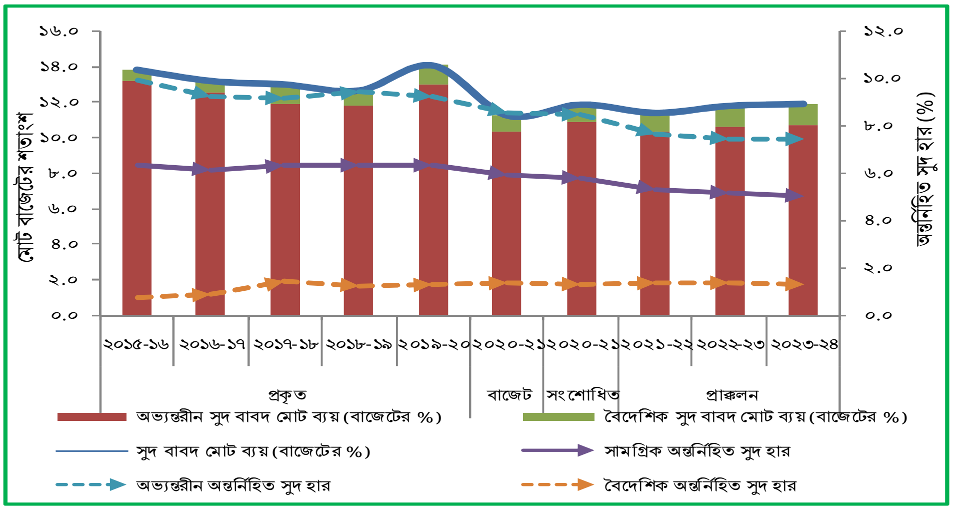

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.১০- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

অর্থায়ন কৌশল

৪.২২ সরকারের অর্থায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য হল 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' অনুযায়ী উপযুক্ত ঋণের মিশ্রণ বেছে নেয়া যাতে সুদ বাবদ ব্যয় ও অর্থায়নের ঝুঁকি কম থাকে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত (গ্রাজুয়েশন) হওয়ায় দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে রেয়াতি ঋণের সুবিধা কিছুটা সংঙ্কুচিত হয়েছে। তবে, এই গ্রাজুয়েশন বাংলাদেশের ঋণগ্রহণ যোগ্যতা বা ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস বৃদ্ধি করেছে, এবং বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে যৎসামান্য বেশি সুদে অর্থায়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৪.২৩ ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উৎসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার একটি মধ্যমেয়াদী ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল অবলম্বন করছে। কিছুটা মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ঝুঁকি থাকলেও বৈদেশিক ঋণের সুদের হার অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদের হার থেকে এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তদুপরি, বিশ্বব্যাপী করোনা টিকার সরবরাহে ঘাটতির মধ্যেই ভাইরাসটির নতুন নতুন জাতের আবির্ভাব পুরোপুরি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বিলম্বিত করবে; যার ফলে বৈশ্বিক সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকার সম্ভাবনা আছে। তাই বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ উৎসের ঋণের উপযুক্ত মিশ্রণই সামগ্রিক অর্থায়ন ব্যয় কমাতে ও বকেয়া ঋণ স্থিতির পরিমান বৃদ্ধি হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪.২৪ যেহেতু সরকার তার বাজেট ঘাটতির একটি বড় অংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করে থাকে, তাই অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিষেবা ব্যয় হ্রাস তথা সামগ্রিক অর্থায়ন ব্যয় কমানোর জন্য ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের উপযুক্ত মিশ্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার জাতীয় সঞ্চয় স্কিম, ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম ও ডাকঘর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বেশ কিছু সংস্কার সাধন করে ব্যাংক বহির্ভূত অর্থায়নের পরিমাণ কমিয়ে তুলনামূলকভাবে কম খরচের ব্যাংক অর্থায়নের দিকে জোর দিচ্ছে। (চিত্র ৪.৭) উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচপয়পত্র ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে কোন ব্যক্তি জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে না পারে। সেই সাথে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে জাতীয় সঞ্চয়পত্র হতে আহরিত সুদ বাবদ আয়ের উপর উৎসে কর ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি অর্থায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম ও ডাকঘর ব্যাংকিং ব্যবস্থাও স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।

৪.২৫ অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের আওতাকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশীয় বন্ড বাজারকে সুসংহত করতে সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে 'সুকুক' নামে একটি শরিয়াহ-ভিত্তিক বন্ড চালু করা হয়েছে। 'সুকুক' এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল "পুরো দেশের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ" শীর্ষক একটি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে। 'সুকুক' সরকারের বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সুচনা করেছে। এর ফলে, বিদেশী অর্থায়ন, যা প্রায়শই সহজলভ্য হয় না, তা হতে সরকারের নির্ভরতা হ্রাস পাবে। এছাড়া, এটি সরকারের প্রথাগত উৎস যেমন ব্যাংক ঋণ অথবা জাতীয় সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের উপরও চাপ কমাবে।

ঋণের আকার

৪.২৬ জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব শৃঙ্খলা, সর্বোত্তম ঋণ মিশ্রণের কারণে স্বল্প ব্যয় এবং স্থিতিশীল বিনিময় হারের কারণে দশকব্যাপী (২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর) সরকারি ঋণকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে। এই দশকে সরকারি ঋণের স্থিতি জিডিপির প্রায় ৩৫-৩৬ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং তারপরে এ প্রবণতা কিছুটা বিপরীতমূখী হয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে জিডিপি'র ৩৬.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত দশ বছরে সরকারি ঋণের সংমিশ্রণেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৬.৭ শতাংশ ছিল ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে জিডিপি'র ২২.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, বহিঃ ঋণ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.৩ শতাংশ ছিল তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপির ১৩.৪ শতাংশে নেমেছে।

সারণি ৪.১১: ঋণের আকার (২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০)

(বিলিয়ন টাকায়)

	অর্থ বছর									
সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
মোট ঋণ	৩২০৫.৯	৩৭০৪.১	৪১৬৭.০	৪৭০৮.০	৫০৩৮.৬	৫৪১৯.৫	৬১২৩.১	৭১৮৫.৯	৮৪১৯.১	১০০৬২.০
	(৩৫.০)	(৩৫.১)	(৩৪.৮)	(৩৫.০)	(৩৩.২)	(৩১.৩)	(৩১.০)	(৩১.৯)	(৩৩.১)	(৩৬.০)
অভ্যন্তরীণ	১৫২৫.৭	১৮৪২.৩	২১৭৬.২	২৬০৬.৭	২৯৫৫.৩	৩৩৬০.৯	৩৮৮১.০	৪৪৩৪.৫	৫৩৩৮.১	৬৩১৩.৭
	(১৬.৭)	(১৭.৫)	(১৮.২)	(১৯.৪)	(১৯.৫)	(১৯.৪)	(১৯.৬)	(১৯.৭)	(২১.০)	(২২.৬)
	{৪৭.৬}	{৪৯.৭}	{৫২.২}	{৫৫.৪}	{৫৮.৭}	{৬২.০}	{৬৩.৪}	{৬১.৭}	{৬৩.৪}	{৬২.৭}
বহিঃ	১৬৮০.২	১৮৬১.৮	১৯৯০.৮	২১০১.২	২০৮৩.৩	২০৫৮.৭	২২৪২.১	২৭৫১.৩	৩০৮১.০	৩৭৪৮.৩
	(১৮.৩)	(১৭.৬)	(১৬.৬)	(১৫.৬)	(১৩.৭)	(১১.৯)	(১১.৩)	(১২.২)	(১২.১)	(১৩.৪)
	{৫২.৪}	{৫০.৩}	{৪৭.৮}	{৪৪.৬}	{৪১.৩}	{৩৮.০}	{৩৬.৬}	{৩৮.৩}	{৩৬.৬}	{৩৭.৩}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণ স্থিতির শতাংশে নির্দেশ করে ;

চিত্র ৪.৯: ঋণের আকার (২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০) (জিডিপি'র শতাংশে)

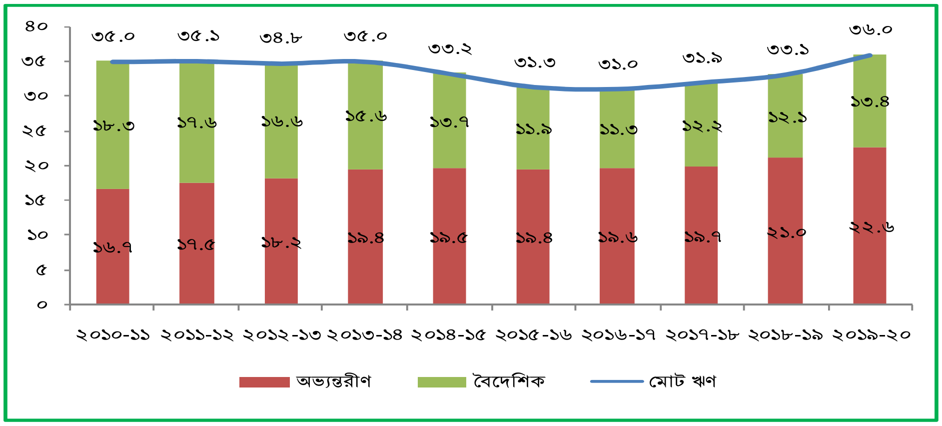

উৎসঃ চিত্রটি সারণি ৪.১১- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

৪.২৭ করোনা মহামারির প্রভাব হতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বেগবান করার লক্ষ্যে ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের পাশাপাশি প্রত্যাশার তুলনায় রাজস্ব আদায়ে মন্থর গতি সরকারের মোট ঋণ স্থিতির উপর কিছুটা উর্ধবমুখী চাপ সৃষ্টি করেছে। রাজস্ব আদায়ের বর্তমান প্রবণতা ও তার ফলে সৃষ্ট রাজস্ব ঘাটতি বিবেচনা নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ঋণ স্থিতি জিডিপি'র ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২.০ ট্রিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকারের ঋণের স্থিতি জিডিপি'র ১.১ শতাংশ বাড়বে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪.২৮ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতিধারা বিবেচনায় মধ্য মেয়াদে সরকারি ঋণের স্থিতি কিছুটা বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট ঋণ স্থিতি ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা হতে ১.৩ শতাংশ বিন্দু (percentage point) বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ নাগাদ ১৩.৯ ট্রিলিয়ন টাকা (অভ্যন্তরীণ বনাম বহিঃ ঋণ স্থিতির অনুপাত ১.৬:১) দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কারণ, করনা টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনাসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ও ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। কোভিড-১৯ এর নতুন নতুন স্ট্রেইন বা ভ্যারিয়্যান্ট এর আবির্ভাবের ফলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি শ্লথ হওয়ার প্রেক্ষিতে

পরবর্তী বছরগুলোতে সরকারি ঋণ স্থিতি বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য নতুন ঢেউয়ের প্রকোপ বিবেচনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ অবধি সরকারি ঋণের সার্বিক স্থিতি জিডিপি'র ৪২.৯ শতাংশে (অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে জিডিপি'র ২৬.৫ শতাংশ ও ১৬.৪ শতাংশ) পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ৪.১২)।

সারণি ৪.১২: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
মোট ঋণ	১০০৬২.০	১১৬৭৮.৩	১২০৩৭.৭	১৩৯১৯.৫	১৬৩০৬.৫	১৮৭৩২.৩
	(৩৬.০)	(৩৬.৮)	(৩৯.০)	(৪০.৩)	(৪২.১)	(৪২.৯)
অভ্যন্তরীণ	৬৩১৩.৭	৭৩৫৫.৫	৭৪৮৯.২	৮৬৪৭.০	১০০২১.৭	১১৫৬৮.০
	(২২.৬)	(২৩.২)	(২৪.৩)	(২৫.০)	(২৫.৮)	(২৬.৫)
	{৬২.৭}	{৬৩.০}	{৬২.২}	{৬২.১}	{৬১.৫}	{৬১.৮}
বহিঃ	৩৭৪৮.৩	৪৩২২.৮	৪৫৪৮.৫	৫২৭২.৫	৬২৮৪.৮	৭১৬৪.৩
	(১৩.৪)	(১৩.৬)	(১৪.৭)	(১৫.৩)	(১৬.২)	(১৬.৪)
	{৩৭.৩}	{৩৭.০}	{৩৭.৮}	{৩৭.৯}	{৩৮.৫}	{৩৮.২}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণ স্থিতির শতাংশে নির্দেশ করে;

চিত্র ৪.১০: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপি'র শতাংশে)

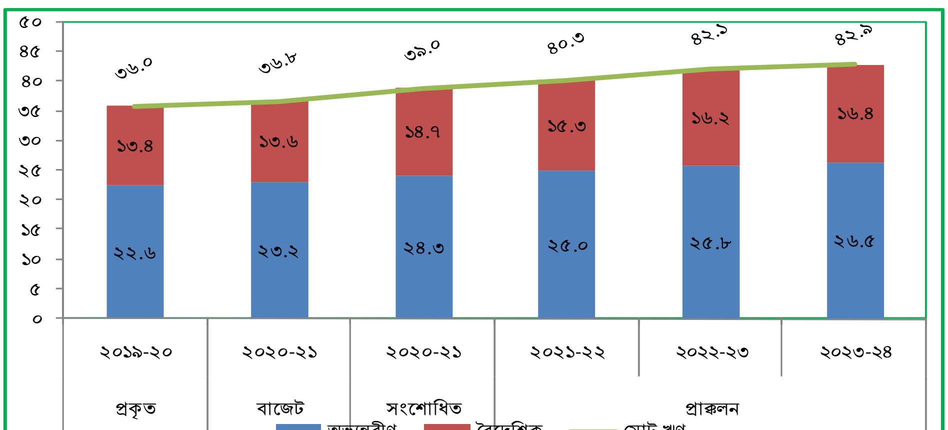

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.১২- এর ডাটা ব্যবহার করে অংকন করা হয়েছে;

ঋণধারণ সক্ষমতা

৪.২৯ ঘোষিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, গণ টিকাদান কর্মসূচিসহ স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে; তাই সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ প্রক্ষেপণ করেছে। একই সময়ে সার্বিক অন্তর্নিহিত সুদের হার, যেটা প্রাক্কলিত ঋণের স্থিতি ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়কে বিবেচনায় নিয়ে হিসাব করা হয়েছে, তা ৫.৩ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। স্বল্প সুদ ব্যয়ের তুলনায় উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি যে অনুকূল ঋণ গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে তাতে প্রাক্কলিত অর্থায়ন সরকারি ঋণ স্থিতি:জিডিপি বাড়াবে না। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কালে উচ্চ রাজস্ব ঘাটতির কারণে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের সামান্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা উদ্বেগের কোন হেতু সৃষ্টি করবে না; কারণ মধ্য মেয়াদে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসার সাথে সাথে রাজস্ব আদায়ও গতিশীল হবে।

৪.৩০ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি সরকারি ঋণকে মধ্যমেয়াদে টেকসই পর্যায়ে রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের যৌথ ঋণ স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অভিঘাত সত্ত্বেও সরকারি ঋণের স্থিতি ঋণ চাপের (Debt stress) স্বল্প ঝুঁকিতে রয়েছে (আইএমএফ আর্টিকেল IV রিপোর্ট ২০২০)। বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ ঋণ সূচকসমূহ বেসলাইন এবং স্ট্রেস টেস্টিং পরিস্থিতি অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি তাদের জন্য প্রযোজ্য সীমা বা Threshold এর মধ্যেই রয়েছে। উক্ত কাঠামো দ্বারা নিরূপণকৃত সম্মিলিত সূচক (সিআই) রেটিং, যা দেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, প্রবাস আয়, আন্তর্জাতিক রিজার্ভ, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং সিপিআইএ (কান্ট্রি পলিসি এবং ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট) স্কোরের ভিত্তিতে করা হয়েছে, অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য স্কোর হচ্ছে ৩.০৬; এটি দেশের শক্তিশালী ঋণ বহন সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের জন্য মোট ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ স্থিতির প্রান্তিক সীমা যথাক্রমে জিডিপি'র ৭০ শতাংশ এবং ৫৫ শতাংশ। এটি নির্দেশ করে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর নাগাদ দেশের প্রাক্কলিত মোট ঋণ (জিডিপির ৪২.৯ শতাংশ) এবং বৈদেশিক ঋণ (জিডিপির ১৬.৪ শতাংশ) সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকের তুলনায় অনেক কম থাকবে, এবং কোভিড- ১৯ অভিঘাতের কারণে ঋণ স্থিতিতে সামান্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তা কোনরুপ হুমকি সৃষ্টি করবে না।

৪.৩১ সময়মত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই সক্ষমতার নজির রেখেছে এবং দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বৈদেশিক ঋণের স্থিতি হচ্ছে ৫৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ঐ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি'র ১৪.৭ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার দায় (সুদসহ দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ) ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ঐ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রপ্তানি আয়ের ৫.৭ শতাংশ এবং প্রাক্কলিত রাজস্ব আয়ের ৩.৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের ২০১৯ সালের যৌথ Debt Sustainability Analysis (ডিএসএ) -এ বাংলাদেশের জন্য বহিঃ ঋণ পরিষেবা দায়বদ্ধতার সীমা বা Threshold দেশের রপ্তানি আয়ের ২১ শতাংশ এবং সরকারি রাজস্বের ২৩ শতাংশ হিসেবে পরিমাপ করা হয়েছে। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, সরকারের পর্যাপ্ত ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে। তবে সরকারকে মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ঝুঁকিসহ বহিঃখাত হতে সৃষ্ট যে কোন ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রচ্ছন্ন দায়

৪.৩২ সরকার সাধারণত সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ, যেমন: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বাংলাদেশ বিমান এবং কৃষি ক্ষেত্রে) গৃহীত ঋণের জন্য গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। এ সমস্ত ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হলেই কেবল তা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়।

৪.৩৩ মে ২০২১ পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টির অবহিত মূল্য ১,০৬৬.৬ বিলিয়ন টাকা এবং এই গ্যারান্টির বিপরীতে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৭৩৮.৪ বিলিয়ন টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি'র ২.১ শতাংশ এবং মোট সরকারি ব্যয়ের ১২.২ শতাংশ। মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের ৫৮.৫ শতাংশই শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, এরপর বাংলাদেশ বিমানে ১৪.৮ শতাংশ ও কৃষি খাতে ৬.৭ শতাংশ।

৪.৩৪ প্রচ্ছন্ন দায়ের এ স্থিতি যাতে সরকারের প্রকৃত দায়ে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে ঝুঁকি কাঠামোর আওতায় প্রচ্ছন্ন দায় পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সরকার প্রণয়ন করেছে। কঠোর পর্যবেক্ষণ ও সরকার কর্তৃক প্রণীত সভরেন গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি নীতিমালা সরকারের প্রচ্ছন্ন দায়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।